কাফন-দাফন ও গোসল-জানাযার পদ্ধতি



মুফতী হারুন রসূলাবাদী

কাফন-দাফন ও গোসল-জানাযার পদ্ধতি

মুফতী হারুন রসূলাবাদী
পরিচালক, তাবলীগে দ্বীন মাদরাসা, গেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রচার সংস্থা বাংলাদেশ
খতীব, বায়তুল আমান জামে মসজিদ মধ্য গেণ্ডা, সাভার, ঢাকা

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

চতুর্থ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৬ ইং
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১২ ইং

কাফন-দাফন ও গোসল-জানাযার পদ্ধতি

রচনায় ❑ মুফতী হারুন রসূলাবাদী
প্রকাশনায় ❑ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
[স্বত্ত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

মূল্য ❑ ১২০.০০ টাকা

উৎসর্গ

দুনিয়ার মায়া ভুলে
যে সকল নর-নারী
ঈমান নিয়ে কবর দেশে শায়িত,
যারা আজ এতীম, অসহায় ও নিঃস্ব।
যারা নেককার কোন সন্তান দুনিয়ায়
রেখে যেতে পারেননি,
যাদের জন্য দু'আ করার কোন লোক নেই,
যাদেরকে কেউ স্মরণ করে না
তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা ও
দারাজাত বুলন্দির জন্য
এ কিতাবের যাবতীয় নেকী
উৎসর্গ করা হলো।
হে আল্লাহ! তুমি তাদের কবরে
এর যাবতীয় নেকী
পৌঁছে দাও।
আমীন।

হারুন

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আহ্বান

যারা সওয়াবের আশায়, ভুল পথে হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা ব্যয় করছেন। যারা মৃত ব্যক্তির নামে যিয়াফত বা খানা করে, ফকীর-মিসকিনদেরকে না দিয়ে বিত্তবান ও সম্পদশালীদেরকে খাওয়াচ্ছেন-তারা কোন সওয়াব পাচ্ছেন না। সওয়াবের জন্য এ খানা একমাত্র এতীম, অসহায়, ফকীর-মিসকীনকেই খাওয়াতে হবে। তারাই এর হক্বদার।

এ খানায় সম্পদশালী আলেম-উলামাগণ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত না হওয়াই ভাল। কেননা, বর্তমানে তা অনেকেই রুসুম বা প্রথা হিসেবে পালন করে যাচ্ছে।

আপনাদের প্রতি অনুরোধ সব ধরনের অনুষ্ঠানে ধনী-গরীব সকল আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেবেন-খুব খাওয়াবেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে খানার (মেহমানীর) আয়োজন করা হয় তা শুধু গরীবদেরকেই দেবেন।

আর এর পাশাপাশি একটি অংশ ধর্মীয় কিতাবাদি ক্রয় করে কোন মাদ্রাসায় দেবেন অথবা মাদ্রাসা-মসজিদ নির্মাণ করে দেবেন। আর ধর্মীয় কিতাবাদি ছাপিয়ে দেয়ার জন্য একটি অংশ বরাদ্ধ রাখবেন। কারণ খানাতো আজ খাওয়ালে কাল শেষ হয়ে যায়, তাতে সাময়িক সওয়াব। আর এটা পেটের খোরাক। ধর্মীয় কিতাবাদি ও বই-পুস্তক হচ্ছে রূহের খোরাক। এটি সদকায়ে জারিয়া। এর সওয়াব আজীবন পেতেই থাকবেন।

সম্মানিত পাঠক!

আপনি যদি কোন কিতাব ছাপাতে চান বা ধর্মীয় কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতে চান তাহলে এ বইয়ের লেখকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করা হবে- ইন্‌শাআল্লাহ।

লেখকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল্লাহ পাকের অশেষ করুণায় **"কাফন-দাফন ও গোসল-জানাযার পদ্ধতি"** নামক কিতাবটি সমাপ্ত হয়েছে। আমার মায়ের হুকুম পালনার্থে ও আমার আপনজনদের পীড়াপীড়িতে এবং ছাত্রছাত্রীদের নিতান্ত আগ্রহের কারণে বিভিন্ন কর্ম ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও বইটি দ্রুত লিখতে প্রয়াসী হলাম।

বাজারে এ বিষয়ে লিখা বই-কিতাব খুবই কম। দু'একটি যা পাওয়া যায় এগুলোতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না থাকায় এবং ধারাবাহিকতা বজায় না থাকায় শিক্ষার্থী ও পাঠক-পাঠিকাগণ তেমন একটা উপকৃত হতে পারছেন না।

অপরদিকে বিভিন্ন এলাকায় কাফন-দাফন সংক্রান্ত অনেক ভুল লোকজনের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। যেমন হাদীসে আছে– "মুর্দাকে ডান কাতে শোয়ানো"। আর এজন্য সেভাবে কবর খনন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ এলাকায় মুর্দাকে চিৎ করে শোয়ানো হয়ে থাকে। শুধু মুখটিকে কেবলার দিকে করে দেয়া হয়। যা ভুল তরীকা। অথচ লোকজন এটাকে সহীহ জেনেই করে আসছে। আর এসব কাজে বিজ্ঞজন পিছিয়ে থাকায় অজ্ঞ ও অদক্ষ ব্যক্তিরাই এগিয়ে আসছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও তেমন একটা নেই। তাই এসব দিক বিবেচনা করে। পাঠকদের সুবিধার্থে সহজ ও সরল ভাষায় বইটি লিখতে চেষ্টা করলাম।

পরিশেষে এ গ্রন্থটি প্রকাশের কাজে যারা হাত বাড়িয়েছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

–লেখক

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা মহান আলাহর। যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপর। শান্তি বর্ষিত হোক সাহাবায়ে কেরাম থেকে আজ পর্যন্ত যারা এ শিক্ষার ধারা চালু রেখেছেন সকলের উপর।

পৃথিবীতে কেউ থাকার জন্য আসেনি আর থাকতে পারবেও না। সবকিছু ফেলে একদিন পরপারে পাড়ি জমাতে হবে। তখন সম্মুখীন হতে হবে তার কাফন-দাফন ও গোসল জানাযার। প্রতিটি মানুষের জন্মের সময় যেমন কতগুলো ইসলামী বিধি-বিধান রয়েছে। তেমনি ইন্তেকালের মুর্হূত থেকে গোসল কাফন-দাফন জানাযা এমনকি সমাধিস্ত করা পর্যন্ত কতগুলো শরয়ী বিধান পালন করাও আবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ সম্পর্কে মুসলিম সমাজের বহু নারী-পুরুষই অবগত নন। এমনকি বহু বিজ্ঞজনও এখানে ভুল করে বসেন।

তাই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা মুফতী হারুন রসূলাবাদী, তিনি মুসলিম সমাজের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে এ কিতাবটি লিখে দীর্ঘ দিনের একটি অভাব মোচন করলেন। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অনেক আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল।

গ্রন্থটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নির্ভুল করার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছে। তথাপিও মানুষর ভুলের উর্ধ্বে নয়। এজন্য আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকতেই পারে। তাই কোন সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো- ইনশাআলাহ।

পরিশেষে এ কিতাবটি প্রকাশ করতে পেরে আলাহ তায়ালার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। আলাহ তায়ালা লেখক এবং তার সাথে সংশিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার ফযিলত ১৩
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার হুকুম ১৩
দ্রুত কাজের সহজ পদ্ধতি ১৩
মৃতের গোসল কখন শুরু করবে ১৩
গোসল দেয়ার পূর্বে যে সকল আসবাবপত্রের প্রয়োজন ১৪
গোসল দাতাগণের কি কি গুণাবলী থাকা উচিত ১৪
গোসল দাতাগণের করণীয় ও বর্জনীয় কি? ১৪
গোসলের সময় দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে করণীয় ১৫
পুরুষের গোসল যারা দিতে পারবেনা ১৫
মাহরাম মহিলা ১৬
স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের গোসল দেয়ার হুকুম ১৬
সদ্য প্রসূত শিশু বাচ্চাকে গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি ১৬
নাবালেগ ছেলে-মেয়ের গোসলের পদ্ধতি ১৭
ব্যান্ডেস বা প্লাস্টার যুক্ত মুর্দাকে গোসল দেয়ার পদ্ধতি ১৭
মৃত প্রসব হওয়া বাচ্চার গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি ১৭
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া লাশের গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি ১৭
হাতে পায়ে নখ পালিশ থাকাবস্থায় গোসল ও জানাযার হুকুম ১৮
অপরিচিত বা বে-ওয়ারিশ লাশের গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি ১৯
পানিতে ডুবে মারা গেলে তার গোসলের পদ্ধতি ১৯
মুসলিম-অমুসলিমদেরকে এক সঙ্গে গোসলের পদ্ধতি ১৯
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া লাশের গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি ২০
পঁচা গলা মুর্দারের গোসল ও কাফন পড়ানোর পদ্ধতি ২১
গোসল ব্যতীত জানাযা ও কাফন-দাফনের হুকুম ২১
যাদেরকে গোসল দিতে হবে না ২১
মৃতুর পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দেখার বিষয়ে ভুল প্রচলন ২২
গোসলের পানি গরম করার পদ্ধতি ২২
মুর্দাকে গোসল দেয়ার ধারাবাহিক নিয়ম ২৩
গোসল দেয়ার পর গোসল দাতাগণের করণীয় কি? ২৬
১.২.৩.৪.মহিলাদের গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় ২৬
মহিলা গোসলদাত্রীগণের করণীয় ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাফনের পদ্ধতি ৩৮
কাপড় পরানোর হুকুম ৩৮

কাফনের পরিমাপ ৩৮
কাফন তৈরীর নকশা ৩৮
পুরুষের কাপড় বিছানোর নক্‌শা ২৯
পুরুষের কাফন পেঁচানোর নক্‌শা ৩০
মহিলাদের কাফন বিছানোর নক্‌শা ৩০
মহিলাদের কাফন পেঁচানোর পূর্ণ নক্‌শা ৩১
কাফনের কাপড় কেমন হওয়া উচিত? ৩২
যে সব কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া উচিত নয় ৩২
কাফন সংক্রান্ত জরুরী মাসায়েল ৩৩
জাহাজ স্টীমারে ইন্তেকাল করলে কাফন-দাফনের হুকুম ৩৫
গর্ভবতী মৃত মহিলার মাসআলা ৩৫
নাবালেগ শিশুর কাফনের সংখ্যা ৩৬
কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিভাষা ৩৭
ফরযের সংজ্ঞা ৩৭
ফরয দুই প্রকার ৩৭
ফরযে আইন ৩৭
ফরযে কিফায়া ৩৭
ফরযের হুকুম ৩৭
ওয়াজিবের সংজ্ঞা ৩৭
ওয়াজিবের হুকুম ৩৭
সুন্নতের সংজ্ঞা ৩৮
সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ এর সংজ্ঞা ৩৮
সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ এর হুকুম ৩৮
সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্ এর সংজ্ঞা ৩৮
সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্ এর হুকুম ৩৮
মুস্তাহাবের সংজ্ঞা ৩৮
মুস্তাহাবের হুকুম ৩৮
হারামের সংজ্ঞা ৩৮
হারামের হুকুম ৩৯
মাকরূহে তাহরীমির সংজ্ঞা ৩৯
মাকরূহে তাহরীমির হুকুম ৩৯
মাকরূহে তানযিহীর সংজ্ঞা ও হুকুম ৩৯
মোবাহ্ বা জায়েয এর সংজ্ঞা ও হুকুম ৩৯
বিদআত ৩৯
বিদআতের হুকুম ৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

জানাযা ও দাফনের ফযিলত ৪০
জানাযা নামাযের বিধান ৪০
জানাযা ৪২
কফিনের উপর চাদর দেয়ার হুকুম ৪৩
হিজরা বা নপুংসক (খুনছার) গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি ৪৪
জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি ৪৪
সানা ৪৫
দরূদ শরীফ ৪৫
জানাযার দু'আ ৪৫
নাবালেগ ছেলের জানাযা নামাযের নিয়ম ৪৬
নাবালেগ ছেলের দু'আ ৪৬
নাবালেগা মেয়ের জানাযা নামাযের নিয়ম ৪৬
নাবালেগ মেয়ের দু'আ ৪৬
নাবালেগের ক্ষেত্রে বালেগের দু'আ ৪৬
সালামের পর হাত ছাড়ার বিধান ৪৬
মাসবুকের জানাযার নামায আদায়ের পদ্ধতি ৪৭
জুতা পা দিয়ে জানাযা আদায় করা ৪৮
জানাযার নামাযে ইমামতের হকদার কে ৪৯
মসজিদে জানাযা পড়ার হুকুম ৫০
জানাযা পড়ানোর অসিয়ত ৫০
জানাযা নামাযের সুন্নত তরীকা ৫০
ভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের পিছনে জানাযার নামায ৫১
আত্মহত্যাকারীর জানাযার হুকুম ৫১
যাদেরকে জানাযা দেয়া নিষেধ ৫২
রাজনৈতিক ও গায়েবানা জানাযা ৫৩
একাধিক বার জানাযা আদায়ের হুকুম ৫৪
নদী ভাঙ্গা মাটির নিচে বা বিল্ডিং ধসে চাপা পড়া ব্যক্তিদের জানাযা ৫৫
একাধিক লাশের জানাযা একসাথে পড়ার নিয়ম ৫৫
জানাযা নামাযের পর মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানো ৫৬
অলীর অনুমতি ব্যতীত জানাযা পড়ে ফেললে ৫৬
যে ব্যক্তি জানাযার দু'আ-দরূদ কিছুই জানে না তার নামায ৫৭
জানাযার নামাযে কুরআন তেলাওয়াত ৫৭
দুই কাতারের মাঝে ফাঁকা জায়গার পরিমাণ কতটুকু? ৫৭
অবৈধ বাচ্চার জন্ম ও মৃত্যুতে করণীয় ৫৭
নাবালেগ ইমামের পিছনে জানাযার হুকুম ৫৮
জানাযার নামায ওয়াক্তিয়া সুন্নতের আগে না পরে? ৫৮
খাটিয়ায় লাশ বহন করে কবরে নিয়ে যাওয়ার তরীকা ৫৮

খাটিয়া বদলানোর তরীকা ৫৯
১.২.৩.৪.শিশু বাচ্চার লাশ বহন করার পদ্ধতি ৫৯
খাটিয়া বা লাশের সংক্রান্ত আরো কিছু নিয়মাবলী ৫৯
যেভাবে লাশ নেয়া মাকরূহ ৬১

চতুর্থ অধ্যায়

দাফন করার হুকুম ৬২
দাফন করার সুন্নত তরীকা ৬২
মুর্দাকে কবরে শোয়ানোর সুন্নত তরীকা ৬২
বাক্সে বা সিন্দুকে ভরে দাফনের বিধান ৬৪
কবরে পিঠ উঁচু করার পরিমাণ ৬৫
দাফনের পর করণীয় ৬৫
ভুল তরীকায় দাফন করলে করণীয় কি? ৬৬
দাফনের পর পুনরায় লাশ উত্তোলনের হুকুম ৬৬
একাধিক লাশ এক সঙ্গে একই কবরে দাফনের বিধান ৬৭
নিজ ঘরে দাফনের হুকুম ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

কবর তৈরির পদ্ধতি ৬৯
বগলী কবর খননের পদ্ধতি ৬৯
সাক বা সিন্দুকী কবর খননের পদ্ধতি ৬৯
পুরাতন কবরে অন্যকে কবর দেয়ার নিয়ম ৭০
পুরাতন কবর স্থানান্তর বা তার উপর বাড়ী-ঘর নির্মাণ করার বিধান ৭০
অনুমতি ছাড়া অন্যের জমিতে কবর দেয়ার বিধান ৭১
কবর ও দাফন সংক্রান্ত কিছু মাসআলা ৭১
কবরে স্মৃতি ফলক স্থাপনের বিধান ৭২
কবরে আযান দেয়ার বিধান ৭২
জানাযা পড়ানোর বিনিময় ৭৩
কবর সামনে রেখে হাত উঠিয়ে দু'আ ৭৩
এক কবরের উপর অন্য কবর ৭৩
কবরে বাতি দেয়ার হুকুম ৭৩
কবরে ফুল দেয়া ৭৩
কবর সম্পর্কে আরো কিছু বিধি-নিষেধ ৭৩
পারিবারিক কবরস্থানের বিধান ৭৪
কবর পাকা করা ও গম্বুজ তৈরীর বিধান ৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবেদনা বা সান্ত্বনা দানের ফযিলত ৭৭
সমবেদনা ও শোক পালনের বিধান ৭৭
মৃতের শোকার্ত পরিবারের জন্য মেহমানদারী বা খাবারের ব্যবস্থা করা ৭০

ব্যতিক্রম আয়োজন.....৮০
অশ্রুসিক্ত সমবেদনা ও হায়-হুতাশের বিধান.....৮০
অমুসলমানদের প্রতি সমবেদনা.....৮১
একাধিকবার শোক প্রকাশের জন্য বেড়াতে আসা.....৮২
শোক সভা করা.....৮২

সপ্তম অধ্যায়

স্বামীর ইন্তিকালে স্ত্রীর ইদ্দত পালনের বিধান.....৮৩
(গর্ভহীন) মহিলার ইদ্দত পালনের নিয়ম.....৮৩
গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত পালনের নিয়ম.....৮৪
ইদ্দত পালনের নিয়ম.....৮৪
ভাড়া করা বাড়ীতে ইদ্দত পালন.....৮৫
ইদ্দত অবস্থায় চিকিৎসার হুকুম.....৮৫
ইদ্দত অবস্থায় বিবাহ বন্ধনের বিধান.....৮৫
ইদ্দতের পর দ্বিতীয় বিবাহের বিধান.....৮৬
স্ত্রীর ইন্তেকাল হলে স্বামীর ইদ্দত ও বিবাহের বিধান.....৮৭

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু বার্ষিকী ও ঈসালে সওয়াব.....৮৮
ঈসালে সওয়াব বা সওয়াব রেসানীর বিধান.....৮৮
সওয়াব রেসানীর পদ্ধতি.....৮৯
সওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতি.....৯০
কবর যিয়ারতের নিয়ম.....৯২
মৃত ব্যক্তির রূহ সম্পর্কে ভুল ধারণা.....৯৩
কবর যিয়ারতের ফযিলত.....৯৪
কবর যিয়ারতের কয়েকটি ফায়দা.....৯৪
মহিলাদের যিয়ারতের বিধান.....৯৫

নবম অধ্যায়

কারো মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে উপস্থিত ব্যক্তিদের করণীয়?.....৯৬
মৃত্যুর আলামত.....৯৬
কালিমার তালকীনের নিয়ম.....৯৭
কালিমায়ে তায়্যিবাহ তালকীন.....৯৮
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর আমল.....১০১
গোসল ও কাফন দাফনে তাড়াতাড়ির হুকুম.....১০২
মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান.....১০২
মৃত্যুসংবাদ প্রচারের বিধান.....১০৩
কান্নাকাটির বিধান.....১০৪
মৃত ব্যক্তিকে চুমো দেয়ার বিধান.....১০৫

মৃত ব্যক্তির মুখ দেখানোর বিধান ১০৫
মহিলাগণ যাদেরকে দেখতে পারবে এবং যাদের
সাথে বিবাহ বন্ধন চিরতরে হারাম ১০৬
পুরুষের সতর ১০৬
মহিলাদের সতর ১০৬
পুরুষগণ যাদেরকে দেখতে পাবেন এবং যাদের সাথে বিবাহ হারাম ১০৬
সামাজিক কু-প্রথা ১০৭
পোস্ট মর্টেম-ময়না তদন্তের হুকুম ১০৭

দশম অধ্যায়

অসিয়তের নিয়ম পদ্ধতি ১০৮
অসিয়তের সংজ্ঞা ১০৮
অসিয়তএর পারিভাষিক অর্থ ১০৮
অসিয়ত লেখার গুরুত্ব ও ফজিলত ১০৮
নমূনা স্বরূপ একটি সংক্ষিপ্ত অসিয়তনামা ১১০
অন্য একজন বুজুর্গের অসিয়ত থেকে কিছু উল্লেখ ১১১
মহিলাদের অসিয়ত নামা ১১২
যে সকল অসিয়ত পালন করা আবশ্যক নয় ১১২
হত্যাকারী ওয়ারিস হবে কি? ১১৩
সন্তানদের প্রতি আরো কিছু জরুরী অসিয়ত করে যাওয়া উচিত ১১৩
শহীদের বিবরণ ১১৪
প্রকৃত বা হাকীকী শহীদের শর্তসমূহ ১১৪
প্রকৃত শহীদের হুকুম ১১৪
মযার্দার অধিকারী বা হুকমী শহীদের পরিচয় ১১৫
হুকমী শহীদ বা শহীদের মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের তালিকা ১১৫
শহীদের মর্যাদার অধিকারী শহীদের হুকুম ১১৬

একাদশ অধ্যায়

মৃত্যুর প্রস্তুতি ১১৭
মৃত্যুচিন্তা যেভাবে করতে হয় ১২০
তাওবা কাকে বলে? ১২১
তাওবার উপকারিতা ১২১
তাওবা করার নিয়ম ১২৩
তাওবা কবুল হওয়ার আলামত ১২৪
তওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না ১২৪
ধারাবাহিকভাবে কিছু কবীরা গুনাহের বর্ণনা দেয়া হলো ১২৪

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার ফযিলত

রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দিবে তার সকল পাপ মাফ হয়ে যাবে। সে নবজাত শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুর্দাকে কাফন পরাবে, আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার হুকুম

মুর্দাকে গোসল দেয়া ইজমায়ে উম্মতের মতানুসারে, জীবিতদের উপর ওয়াজিব। (ফতহুল কাদির গ্রন্থে এটাকে ফরযে কিফায়া বলা হয়েছে।)

দ্রুত কাজের সহজ পদ্ধতি

- কারো মৃত্যুর পর মৃত্যুর সংবাদসহ গোসল কাফন-দাফন ইত্যাদি কার্যক্রম সহজে সমাধানের জন্য সমস্ত কাজ ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়া ভাল, তাতে কাজ অতি সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে দ্রুত সমাধা হয় এবং সহজ হয়, কারো পেরেশানী ভোগ করতে হয় না।
- মৃত্যু ব্যক্তির এ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় তার গোসল ও দাফন কাফনের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করা নিঃসন্দেহে বিরাট সাওয়াবের কাজ। এ সকল কাজে আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ করলে কেবল মৃত্যু ব্যক্তির হকই আদায় হয় না, বরং গোনাহ মাফ এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়। সাহাবায়ে কেরাম কারো ইন্তেকাল হলে তারা সবে মিলে সমস্ত কাজ সমাধা করতেন; এমন কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)ও তাদের সাথে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতেন এবং সকলের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানাতেন।

মৃতের গোসল কখন শুরু করবে

১. যখন কবর খননের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

২. যখন কাফনের কাপড় ও তার গোসল দেয়ার যাবতীয় আসবাব পত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন গোসল দেওয়া শুরু করবে।

গোসল দেয়ার পূর্বে যে সকল আসবাবপত্রের প্রয়োজন

১. একটি চৌকি, গোসলের খাট, অথবা একখানা চওড়া তক্তার ব্যবস্থা করবে।
২. ধুপ, লুবান, আগর বাতি অথবা অন্য কোন সুগন্ধি জাতীয় জিনিসের ব্যবস্থা করবে।
৩. তুলার ব্যবস্থা করবে।
৪. মাটির ঢিলা-কুলুখ, বা কাপড়ের নেকড়া অথবা টয়লেট পেপারের ব্যবস্থা করবে।
৫. কুল অথবা বড়ই পাতা, উশনান এবং একটি সাবানের ব্যবস্থা করবে।
৬. সামান্য কর্পূরের ব্যবস্থা করবে।
৭. (গোসল করানোর জন্য) কাপড়ের মোজা অথবা কাপড়ের নেকড়ার ব্যবস্থা করবে।
৮. (গোসল শেষে শরীর মুছার জন্য) কোন পবিত্র গামছা বা তোয়ালে অথবা কোন কাপড়ের ব্যবস্থা রাখবে।
৯. কোন আতর বা এ জাতীয় অন্য কোন সুগন্ধির ব্যবস্থা রাখবে।
১০. পরিষ্কার, জগ, বালতি, লোটা-বদনা ডেক-ডেকচি বোল-বাটি ইত্যাদি সুবিধামত যা পাওয়া যায়।

গোসল দাতাগণের কি কি গুণাবলী থাকা উচিত

- সবচেয়ে নিকটের আত্মীয় হওয়া। এটা মুস্তাহাব।
- যথাসাধ্য দ্বীনদার, পরহেযগার ও আমানতদার হওয়া।
- নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হওয়া, যিনি ভাল করে গোসল দিতে সক্ষম।
- আকেল বালেগ, যিনি গোসলের মাসআলা মাসায়েল অধিক জানেন।

গোসল দাতাগণের করণীয় ও বর্জনীয় কি?

১. গোসলের পূর্বে বা পরে মুর্দারের নখ, মাথার চুল, দাড়ী, গোফ মোটকথা শরীরের কোন পশমই কাটবেনা; এগুলো কাটা নিষেধ। যে অবস্থায় মৃতবরণ করে সেই অবস্থায় কাফন পরানো উচিত।
২. যদি মাসআলা জানা না থাকার দরুন চুল, নখ কাটা হয়ে যায়, এগুলো কাফনের ভিতর রেখে দিতে হবে, অনিচ্ছাকৃত কোন নখ ভেঙে গেলে সেটাও কাফনের ভিতর রেখে দিতে হবে।

৩. অধিক গরম পানি দ্বারা মুর্দাকে গোসল দেয়া নিষেধ। তাই কুসুম গরম পানি দ্বারা মুর্দাকে গোসল দিবে।

৪. কুল অর্থাৎ বড়ই পাতা অথবা উশনান দ্বারা পানি গরম করবে। আর যদি তা পাওয়া না যায় তবে কুসুম গরম পানিই যথেষ্ট হবে।

৫. গোসলের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল এবং উত্তম। যেন গোসলের পানিতে মানুষের চলা-ফেরার রাস্তা-ঘাট, মাঠ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে কষ্ট না হয়। যদি জায়গা সংকীর্ণ হয় তাহলে চৌকি বা খাটিয়ার নীচে একটি গর্ত খনন করে নিবে। যেন সমস্ত পানি উহাতে জমা হতে পারে।

৬. মুর্দাকে গোসল দেয়ার পূর্বে গোসল দাতাগণের অজু করে নেয়া মুস্তাহাব।

৭. গোসল দাতাদের পার্শ্বে কোন পাত্রে সুগন্ধী জ্বালানো মুস্তাহাব।

৮. পানির অভাবে যদি কোন মুর্দাকে তায়াম্মুম করানো হয়ে থাকে তারপর পানি পাওয়া যায়, তাহলে গোসল দিতে হবে।

৯. মুর্দাকে গোসল দিয়ে মুজুরী নেয়া জায়েয নেই। শুধুমাত্র সওয়াবের নিয়তে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গোসল দেয়া উচিত।

গোসলের সময় দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে করণীয়

- গোসল দেবার সময় যদি কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় বা খোদা না করুন যদি কারো চেহারা কালো বা বিকৃত দেখা, যায় তাহলে গোপন রাখবে, আলোচনা করবে না। কারণ জীবিত ব্যক্তিদের দোষ বর্ণনা করা যেমন গুনাহ, মৃত ব্যক্তিদের দোষ বর্ণনা করাও গুনাহ।
- মৃত ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে শরীয়ত বিরোধী কাজ করে থাকে। যেমন-নাচ, গান-বাদ্য কিংবা ব্যভিচারে থাকতো অথবা সুদ ঘুষ খেত বা জুলুম অত্যাচার করতো তাহলে অন্যান্য লোকদের উপদেশ বা নসীহতের উদ্দেশ্যে উক্ত দোষ প্রকাশ করলে জায়েয হবে।

পুরুষের গোসল যারা দিতে পারবেনা

১. পুরুষের গোসল মহিলারা দিতে পারবেনা।

২. মহিলাদের গোসল পুরুষেরা দিতে পারবে না।

৩. যাদের উপর গোসল ফরয তারা গোসল করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোন মুর্দাকে গোসল দিতে পারবে না।

৫. পুরুষের গোসলের জন্য পুরুষ না পাওয়া গেলে, তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মাহরাম মহিলা তাকে গোসল দেয়া জায়েয হবে না। আর অন্য কোন গাইরে মাহরাম মহিলা তো পারবেই না।

৬. **মাহরাম মহিলা** যেমন– ১. মাতা ২. কন্যা ৩. বোন ৪. ফুফী ৫. খালা ৬. আপন ভাতিজী ৭. আপন ভাগিনী ৮. দুধ মাতা ৯. দুধ বোন ১০. শাশুড়ী ১১. নিজ পুত্রের স্ত্রী ১২. দাদী ১৩. নানী ১৪. নাতনী ১৫. স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে ইত্যাদি।

৭. আর যদি স্ত্রীও না থাকে তবে অন্য কোন মাহরাম মহিলা তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। কিন্তু খালি হাতে শরীর স্পর্শ করতে পারবে না বরং কাপড়ের মোজা বা কাপড়ের নেকড়া হাতে পরে নিয়ে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের গোসল দেয়ার হুকুম

- স্ত্রীর ইন্তেকালের পর যদি অন্য কোন মহিলা পাওয়া না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্বামীর হাতে কাপড় বা মোজা লাগিয়ে নিজে স্ত্রীর গোসল দিতে পারবে।
- আর স্বামীর ইন্তিকালের পর স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর গোসলসহ অন্যান্য কাজ ও সমাধা করতে পারবে। এ ছাড়া অন্য কোন মাহরাম মহিলা (যেমন মা বোন, খালা-ফুফু, দাদী নানী ইত্যাদি) মহিলার দ্বারা তার গোসল করানো জায়েয হবে না।
- যদি স্ত্রীও না থাকে, তাহলে অন্য কোন মহিলার দ্বারা তার হাতে কোন মোজা বা কাপড় পেঁচিয়ে নিয়ে তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মৃতের গায়ে উন্মুক্ত হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না।

সদ্য প্রসূত শিশু বাচ্চার গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি

- প্রসবের সময় যে বাচ্চা কোন প্রকার নড়াচড়া করেছে বা কোন ধরনের শব্দ করেছে, যার দ্বারা বাচ্চা জীবিত হওয়া বুঝা যায়, তাহলে তার একটি নাম রাখতে হবে এবং তার গোসল ও জানাযা দিতে হবে।

নাবালেগ ছেলে-মেয়ের গোসলের পদ্ধতি

- যদি কোন এমন শিশু মারা যায়, যে এখনও সাবালক হয়নি চাই ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। পুরুষ মহিলা যে কোন ব্যক্তি তাকে গোসল দিতে পারবে।
- কিন্তু যদি নাবালেগ ছেলে বা মেয়ের শারীরিক গঠন এরূপ হয় যে, তাদের দেখলে কামভাবের সৃষ্টি হয়, তাহলে এরূপ ছেলেকে পুরুষগণ গোসল ও কাফন দিবে এবং এরূপ মেয়েকে মহিলারা গোসল ও কাফন দিবে।

ব্যান্ডেস বা প্লাস্টার যুক্ত মুর্দাকে গোসল দেয়ার পদ্ধতি

- গোসল দেয়ার সময় ব্যান্ডেস বা প্লাস্টার খুলে নিবে।
- যদি ব্যান্ডেস বা প্লাস্টার খোলা সম্ভব না হয় এবং খোলতে গেলে লাশ বিকৃত হয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে হয়, তাহলে খুলবে না, শুধু উপর দিয়ে পানি ঢেলে মুছে দিলেই হবে।

মৃত প্রসব হওয়া বাচ্চার গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি

- যে বাচ্চা মৃত জন্মগ্রহণ করেছে, তার গোসল ও নাম রাখার মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হেদায়া কিতাবে অভিভাবকদেরকে ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে গোসল দিতে পারে এবং নামও রাখতে পারে, তবে তার জানাযা নেই। তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে কবরস্থানে দাফন করে দিবে। কবরস্থানের বাইরে দাফন করা ঠিক নয়।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া লাশের গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি

- আগুনে পুড়ে কয়লা বা ছাই হয়ে যাওয়া মৃতের গোসল, কাফন ও জানাযা নেই। ছাইগুলো কাপড়ে পেঁচিয়ে একটি গর্তে দাফন করে দেবে।

- তবে আগুনে পোড়া অধিকাংশ দেহ যদি নিখুঁত এবং সংরক্ষিত থাকে তাহলে তার গোসল ও কাফন দাফন সুন্নত তরীকায় সম্পন্ন করতে হবে।

হাতে পায়ে নখ পালিশ থাকাবস্থায় গোসল ও জানাযার হুকুম

- হাতে পায়ে নখ পালিশ লাগানো অবস্থায় যদি কেউ মৃত্যবরণ করে, তাহলে তার হাত-পা থেকে নখ পালিশ অবশ্যই উঠিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, কেননা নখ পালিশ পরিষ্কার করা ব্যতীত তার গোসল শুদ্ধ হবে না। আর এ জন্য তার জানাযাও শুদ্ধ হবে না।
- জানাযা দেয়ার পর যদি এ কথা জানতে পারে যে, তার হাতে পায়ে নখ পালিশ লেগে আছে, তাহলে তাকে পুনরায় গোসল করিয়ে জানাযা দিতে হবে।

অপরিচিত বা বে-ওয়ারিশ লাশের গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি

- অপরিচিত বা বে-ওয়ারিশ লাশ যদি বন্যার পানিতে ভেসে আসে আর তার মাঝে কোন মুসলমান হওয়ার আলামত পাওয়া যায়, তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে তার গোসল দিতে হবে এবং তার জানাযাও পড়তে হবে।
- যদি বে-ওয়ারিশ লাশে মুসলমান হওয়ার কোন আলামত পাওয়া না যায়। আর তাকে মুসলমান অঞ্চলে পাওয়া যায়, তাহলে মুসলমান হিসেবেই সে গণ্য হবে এবং তার গোসল ও জানাযা দিতে হবে।

পানিতে ডুবে মারা গেলে তার গোসলের পদ্ধতি

- পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ কারীকেও গোসল দেয়া ফরয। এ যুক্তি চলবে না যে, সে তো পানিতেই ডুবে মারা গেছে, পানি দিয়ে আবার গোসলের কি প্রয়োজন?
- তবে পানি থেকে উঠানোর সময় যদি গোসলের নিয়তে একটু নাড়া-চাড়া করে উঠানো হয় তাহলে গোসলের ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নত আদায় হবে না। সেজন্য উচিত হলো পানি থেকে তাকে উঠিয়ে সুন্নত তরীকায় আবার গোসল দেয়া।
- এমনিভাবে প্রবল বৃষ্টির দরুন যদি মৃত ব্যক্তির শরীর ধৌত হয়ে যায় তারপরও তাকে গোসল দিতে হবে। কেননা গোসল দেয়ার কাজটা জীবিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি, সুতরাং দ্বিতীয়বার গোসল না দিলেও জানাযা পড়া যাবে ঠিক, কিন্তু জীবিত ব্যক্তিরা গোনাহগার হবে।

মুসলিম-অমুসলিমদেরকে এক সঙ্গে গোসলের পদ্ধতি

(ক) কোন দুর্ঘটনায় যেমন : ট্রেন, বাস, বিমান, জাহাজ অথবা নৌকা ডুবি ইত্যাদিতে যদি মুসলমান অমুসলমান এক সঙ্গে মারা যায় এবং লাশ মিশ্রিত হয়ে যায় আর লাশের সংখ্যাও অধিক। সেক্ষেত্রে করণীয় হলো– আলামত দেখে মুসলমানদের লাশকে আলাদা করে ফেলবে।

(খ) অথবা পরিচিত কেউ না থাকলে, খাতনা, দাঁড়ি, খেজাব এবং ক্ষৌর করণের দ্বারা মুসলমান হওয়াটা নির্ণয় করবে এবং তাদের গোসল কাফন, জানাযা ও দাফন কাজ সম্পন্ন করবে।

(গ) আর যদি কোন আলামতই পাওয়া না যায়, নির্ণয় করার কোন উপায় না থাকে এবং অমুসলিম হওয়ারও কোন আলামত না পাওয়া যায় তাহলে মুসলমানদের দেশ হিসেবে-সকলকেই গোসল দিতে হবে। তবে ফতোয়ায়ে আলমগীরীর ভাষ্যমতে সুন্নত মোতাবেক গোসলের প্রয়োজন নেই। তারপর তাকে কাফন ও জানাযা শেষে দাফন করে দিবে।

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া লাশের গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি

- ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া সবটুকু লাশ একত্রে পাওয়া গেলে গোসল দিতে হবে।
- শুধু হাত-পা পাওয়া গেলে গোসল দিতে হবে না।
- শুধু মাথা পাওয়া গেলেও গোসল দিতে হবে না।
- যে দেহের গোশত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কেবল, হাড়-হাড্ডি আর গোশ্ত বিহীন কংকাল পড়ে আছে, তার গোসল দিতে হবে না।
- উপরোক্ত অবস্থাগুলোতে গোসল ও জানাযার প্রয়োজন নেই এবং সুন্নত অনুযায়ী কাঁফন পড়ানোরও প্রয়োজন নেই। তবে অঙ্গগুলোকে একটি মাত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটির নীচে দাফন করে দেবে।
- তবে যদি অর্ধেকের বেশি অংশ পাওয়া যায়, আর অংশটি মাথা সহ হোক বা মাথা বিহীন হোক সে অংশকে গোসল দিতে হবে এবং জানাযাও পড়তে হবে।
- আর যদি দেহের সবগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও টুকরাগুলো এক জায়গায় জমা করা যায়, তাহলে এগুলোকে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই। কোন একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে শুধুমাত্র তার জানাযা পড়ে নিবে।

পঁচা গলা মুর্দারের গোসল ও কাফন পড়ানোর পদ্ধতি

- মুর্দা যদি এরূপ পঁচে গলে যায় যে, তার শরীর ধরাই যায় না; অথবা দুর্গন্ধে কেউ তার কাছে ভিড়তে পারে না। তাহলে তাকে সুন্নত তরীকায় গোসল দিতে হবে না বরং তার সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।
- কাফনের ক্ষেত্রেও উক্ত ব্যক্তির সুন্নত তরীকায় কাফনের প্রয়োজন নেই। একটি কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে দাফন করে দিলেই হবে।

গোসল ব্যতীত জানাযা ও কাফন-দাফনের হুকুম

- গোসল রিহীন কোন মৃত ব্যক্তির উপর যদি জানাযার নামায পড়া হয়ে যায়, তাহলে অবগতির পর তাকে গোসল দিতে হবে এবং পুনরায় জানাযার নামায পড়তে হবে।
- গোসল ব্যতীত যদি লাশ কবরে রেখে দেয়া হয় যার উপর এখনো মাটি ঢালা হয়নি। তাহলে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে উঠিয়ে এনে, তার গোসল ও জানাযা দিতে হবে।
- আর যদি কবরে মাটি ভরাট করে দাফনের কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয় তাহলে এখন আর লাশ উঠাবে না, গোসল দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে।

যাদেরকে গোসল দিতে হবে না

- মুসলমান হবার পরও দুই শ্রেণীর লোকদেরকে গোসল দিতে দেয়া হবে না।
- এক শ্রেণীর লোক হলো, যাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গোসল দেয়া হবে না। তারা হলেন; শহীদগণ অর্থাৎ যারা আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করে শহীদ হয়েছেন।
- আরেক শ্রেণীর লোক হলো, যাদেরকে শাস্তি এবং লাঞ্ছনা স্বরূপ গোসল দেয়া হবে না। যেমন : রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তি অর্থাৎ যে রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান মতে কুরআনী আইনে ন্যায় পরায়ণ ইনসাফগার বাদশা কর্তৃক পরিচালিত এমন রাষ্ট্রের বিরোধিতাকারী।

- এমনিভাবে প্রসিদ্ধ চোর এবং ডাকাত, যে ডাকাতি করতে গিয়ে মারা গেছে তাকেও গোসল দেয়া হবে না। যাতে করে তার মৃত দেহের এরূপ শাস্তি দেখে অন্যান্য লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- আর ব্যভিচারী, খুনি, মদখোর, সুদখোর, ঘুষখোর মুনাফিকী আচরণকারী বেনামাজি লোকের গোসল কাফন দাফন ও জানাযা দেয়ার কথা থাকলে বিভিন্ন ফতোয়ার গ্রন্থে এদের জানাযা ও কাফন দাফনে কোন সম্মানি ব্যক্তি বিশেষ করে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও ইমাম খতীবগণ না যাওয়াই ভাল। সাধারণ কোন লোক দ্বারা এসব কাজ সম্পন্ন করে দিবে, কেননা এরাও অভিশপ্ত।

মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দেখার বিষয়ে ভুল প্রচলন

- কোন কোন এলাকায় মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে না দেখার যে প্রচলন রয়েছে তা আদৌ ঠিক নয়। বরং মৃত্যুর পর স্ত্রী– স্বামীকে দেখা এবং স্বামী– স্ত্রীকে দেখা জায়েয আছে।
- স্ত্রী– স্বামীকে স্পর্শ করতে এবং প্রয়োজনে গোসল করাতে পারে তার জন্য কোন কাপড় বা আবরণ দিয়ে স্পর্শ করার প্রয়োজন নেই।
- কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে দেখতে পারলেও বিনা প্রয়োজনে স্পর্শ করতে পারবে না। আর যদি বিশেষ প্রয়োজনে স্পর্শ করতেই হয় তাহলে স্ত্রীর গায়ে কাপড় রেখে স্পর্শ করতে পারবে।
- স্ত্রীকে কাফন পরানোর পর থেকে দাফন পর্যন্ত অন্যান্য সব কাজ যেমন খাট বহন করা, কবরে নামানো দাফন করা ইত্যাদি সকল কাজ স্বামী করতে পারবে।

গোসলের পানি গরম করার পদ্ধতি

- বরই পাতা দিয়ে পানি গরম করে মৃদু (হালকা) গরম পানি ঢেলে গোসল দিবে।
- কোথাও যদি বরই পাতা পাওয়া না যায়, তাহলে সাধারণ পানিই হালকা গরম করে গোসল দেবে।
- পানি গরম করার জন্য কোন নির্দিষ্ট পাতিল বা নতুন পাতিল হওয়া জরুরী নয়। যে কোন পাতিল দিয়ে গরম করলেই হবে। কোন এলাকায় নতুন পাতিলের প্রথা থাকলে, বর্জন করা উচিত।

- এমনিভাবে যে কোন লাকড়ি-বা গ্যাস ইত্যাদির আগুন দ্বারা গরম করলেই চলবে। পানি গরমের জন্য বিশেষ ধরনের লাকড়ি হওয়া জরুরী নয়। কোথাও এরূপ প্রথা থাকলে বর্জন করা চাই।

মুর্দাকে গোসল দেয়ার ধারাবাহিক নিয়ম

১ নং	পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী গোসল করাবে এবং গোসলের পূর্বে গোসলদানকারী অজু করে নিবে।
২ নং	গোসল দেয়ার স্থানটি লম্বা চাদর, কাপড়, বড় মশারী বা আলগা টিন, বেড়া ইত্যাদি দিয়ে পর্দা করে নিবে। যেন গোসল দাতা ও সাহায্যকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ দেখতে না পায়।
৩ নং	যে খাটিয়া বা চৌকিতে গোসল দেয়া হবে তার চতুর্দিকে ৩ বার, ৫ বার অথবা ৭ বার লোবান (ধূপ) আগরবাতির ধোঁয়া বা অন্যকোন সুগন্ধি বস্তুর ধোঁয়া দিবে।
৪ নং	মুর্দাকে এমনভাবে খাটিয়ায় শোয়াবে, যেন কেবলা তার ডান দিকে থাকে, সম্ভব না হলে যে কোন দিকে শোয়ানো যাবে। (তবে উত্তর দিকে মাথা করেই শোয়ানোর চেষ্টা করবে এটা উত্তম)
৫ নং	মুর্দারের শরীরে যদি গেঞ্জী জামা বা অন্য কোন কাপড় থাকে তাহলে তা খুলে বা কেটে ফেলবে। তারপর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত একখানা মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিবে। কাপড়টি এমন মোটা হওয়া উচিত যেন তা ভিজে গেলেও দেহ নজরে না আসে। তারপর পরিধানের লুঙ্গি বা পায়জামা খুলে ফেলবে।
৬ নং	বাম হাতে কাপড়ের মোজা বা কোন কাপড় পেঁচিয়ে ৩টি বা ৬টি ঢিলা অথবা, কাপড়ের টুকরা বা টয়লেট পেপার দ্বারা ইস্তেঞ্জা করাবে। তার পর ইস্তেঞ্জা বা পেশাব পায়খানার জায়গাগুলো ধৌত করে করে দিবে। (এ কাজটি না করলেও কোন অসুবিধা নেই তবে সতর্কতামূলক করা উচিত।) খালি হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না।

৭ নং	তুলা বা পাতলা কাপড়ের ভিজা টুকরা দ্বারা ঠোঁট জিহ্বা দাঁত ও দাঁতের মাড়ি তালু মুছে দিবে এবং উক্ত তুলা ফেলে দিবে। এভাবে তিনবার করবে।
৮ নং	তুলা বা কাপড়ের ভিজা টুকরা দ্বারা তিনবার নাকের দুই ছিদ্র পরিষ্কার করবে এবং তুলা ফেলে দেবে।
৯ নং	গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে মুখে ও নাকে পানি দেয়া জরুরী। পানি দিয়ে কাপড় বা তুলা দ্বারা উক্ত পানি তুলে নিবে। যদি উভয় দাঁতের মাড়ি চাপানো থাকে তবে চেষ্টা করে মুখের ভিতর পানি পৌঁছানো আবশ্যক নয়।
১০ নং	গোসলের পানি ঢালার পূর্বে মুর্দারের মুখ, নাক ও কানের ছিদ্রে তুলা প্রবেশ করাবে। যেন গোসলের সময় উক্ত স্থান গুলিতে পানি প্রবেশ করতে না পারে।
১১ নং	অজুর ন্যায় মুখ ও উভয় হাত ধৌত করাবে, মাথা মাসেহ করাবে এবং উভয় পা ধৌত করাবে। অজুর ন্যায় হুবহু হাতের কব্জা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা বা নাকে মুখে পানি দেয়ার প্রয়োজন নেই।
১২ নং	মুর্দারের গোসল হাত ধৌত করা থেকে নয়; বরং মুখ ধৌত করা থেকে আরম্ভ করবে এবং ডান দিক থেকেই আরম্ভ করবে। কেননা সে তার জীবদ্দশায়-ডানদিক হতেই আরম্ভ করতো। গোসলের সময় দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলে দু'আ-দরূদ পড়তে বলা হয়েছে। এ দু'আটির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে غفرانك يا رحمن .
১৩ নং	মাথার চুল ও দাড়িকে সাবান বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা উত্তম রূপে ধৌত করে পরিষ্কার করে নিবে।
১৪ নং	প্রথমে মুর্দাকে বাম কাতে শোয়ায়ে, মাথা হতে পা পর্যন্ত ৩ বার অথবা ৫ বার করে পানি ঢালবে। আর প্রথমে বাম কাতে এজন্য শোয়াবে যেন ডান কাত উপরে উঠে আসে তাহলেই ডান কাত থেকে গোসল শুরু করা হয়ে যাবে।

১৫ নং	তার পর ডান কাতে শোয়ায়ে মাথা হতে পা পর্যন্ত ৩ বার অথবা ৫ বার করে পানি ঢালবে। বরই পাতা দ্বারা গরম করা পানি (অপারগতায় সাধারণ পানি) দ্বারা এমনভাবে গোসল দেবে যেন শরীরের ঐ স্থানে পৌঁছে যায়, যা তখতি বা খাটিয়ার সাথে মিলিত।
১৬ নং	অতঃপর গোসলদাতা মুর্দাকে নিজ শরীরের সাথে টেক লাগিয়ে বসাবে এবং আস্তে আস্তে হাত দ্বারা তার পেটের উপরিভাগ হতে নীচের দিকে মালিশ করবে এবং হালকা চাপ দিবে। এতে কিছু মল-মূত্র বের হলে কুলুখ করিয়ে শুধু ময়লা টুকু ধুয়ে দিবে। এতে তার অজু ও গোসল পুনরায় দোহরাতে হবে না। পেট এজন্য মালিশ করবে, যেন পরে কাফন কদাচার বা নষ্ট না হয়।
১৭ নং	যদি সম্ভব ও সহজ হয় তাহলে মুর্দাকে পুনরায় বাম কাতে শোয়াবে এবং কর্পূর মিশ্রিত পানি দ্বারা মাথা হতে পা পর্যন্ত ৩ বার ঢালবে যেন নীচের দিকে বাম কাত পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়।
১৮ নং	তারপর পূর্বের মোজা বা হাতে পেঁচানো কাপড় খুলে ফেলবে। নতুন অন্য একটি (দস্তানা) মোজা বা কাপড়টি হাতে পেঁচিয়ে সমস্ত শরীর কোন পবিত্র কাপড়, গামছা বা তোয়ালে দ্বারা ভাল করে মুছে দিবে।
১৯ নং	এরপর নাক, মুখ ও কানের ছিদ্র হতে তুলা বের করে ফেলবে, তার চুল ও দাড়ি আচড়াবে না আর নখ, চুল, গোঁফ, বগলের পশম, নাভীর নীচের পশম কাটবে না। যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সেই অবস্থায় কাফন পরাবে।
২০ নং	মহিলাদের গোসলের নিয়ম হচ্ছে তার যাবতীয় অলংকারাদি যেমন আংটি, চুড়ি, নাক, কান ও গলার অলংকারাদি খুলে তার পর গোসল শুরু করবে, আর উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ীই তাদের গোসল দেবে।

২১ নং	যদি মৃতের মুখে দাঁত বাঁধানো থাকে, যা অতি মূল্যবান এবং তা বের করা কষ্টকর এবং অধিক চেষ্টার ফলে মৃতের অসম্মানী হয়, তাহলে বের না করে যথাস্থানে রেখে দিবে। এতে গোসল বা কাফনের কোন প্রকার ক্ষতি হবে না। কারণ মালের মর্যাদা অপেক্ষা মৃতের মর্যাদা অনেক বেশি।
২২ নং	গোসল শেষ হয়ে গেলে কাফনের উপর নিয়ে শোয়াবে, সেখানে ও পর্দা করবে।
২৩ নং	গোসল দাতা মুর্দারের কোন দোষ (যেমন বিকৃত হওয়া, কালো হওয়া ইত্যাদি দেখলে তা অন্যের নিকট বলবে না। তবে ভাল কিছু দেখলে বর্ণনা করা মুস্তাহাব।

গোসল দেয়ার পর গোসল দাতাগণের করণীয় কি?

১. মুর্দাকে গোসল দেয়ার পর গোসল দাতাগণের গোসল করা মুস্তাহাব।

২. গোসলদাতা গোসল না করে, শুধু অজু করে জানাযা নামায আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে।

৩. তবে যথা সম্ভব চেষ্টা করবে গোসল করে নিতে এটাই উত্তম (মুস্তাহাব)।

৪. কখনো যদি এমন হয় যে, মুর্দাকে গোসল দেয়ার সময় তার নাপাক শরীর থেকে ছিটা এসে গোসল দাতার শরীরে লেগে যায়, তাহলে অবশ্যই গোসল করবে।

মহিলাদের গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়

- পুরুষের মতোই মহিলাদেরকে গোসল দেবে।
- দ্বীনদার পরহেযগার মুত্তাকী এবং যিনি সবচেয়ে অধিক নিকটাত্মীয়, তিনিই গোসল দিতে পারলে ভাল এবং এটা মুস্তাহাব।
- গোসলদাত্রী এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হওয়া উত্তম, যিনি ভালভাবে গোসল দিতে পারেন এবং গোসলের মাসআলা-মাসায়েল ভালভাবে জানেন।
- মহিলাদের গোসল পুরুষেরা দিতে পারবে না।

- যাদের উপর গোসল ফরয তারা গোসল করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত মুর্দাকে গোসল দিতে পারবে না।
- কোন অপবিত্র লোক বা হায়েজ-নেফাসওয়ালী মহিলা গোসল দিতে যাওয়া নিষেধ।

মহিলা গোসলদাত্রীগণের করণীয়

- পুরুষের ক্ষেত্রে গোসল দাতাগণের যা যা করণীয় ও বর্জনীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে তাই করণীয় ও বর্জনীয়।
- গোসল দেবার সময় তার উরু (রান) দেখা নিষেধ। কেননা এক মহিলা, অপর মহিলা হতে এতটুকু পর্দা করা আবশ্যক যতটুকু এক পুরুষ অপর পুরুষ হতে পর্দা করা আবশ্যক।
- প্রকাশ থাকে যে, একজন পুরুষ অপর পুরুষের নাভী হতে হাটু পর্যন্ত স্থান দেখা হারাম। সুতরাং একজন মহিলার জন্যও অপর মহিলার নাভী হতে হাটু পর্যন্ত দেখা হারাম।
- সাবধান! মৃত ব্যক্তির রান ও লজ্জাস্থানে খালি হাত লাগাবেনা এবং দৃষ্টিও ফেলবেনা। কেননা তার সতর দেখা যেমন হারাম, তা স্পর্শ করাও হারাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাফনের পদ্ধতি
কাপড় পরানোর হুকুম

- মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো জীবিতদের উপর ফরযে কেফায়া- তাই পুরুষেরা পুরুষকে এবং মহিলারা মহিলাদেরকে কাফন পরানো ফরযে কেফায়া।
- পুরুষদের জন্য ৩ টি : ১. চাদর ২. ইজার ৩. কোর্তা।
- মহিলাদের জন্য ৫ টি : ১ চাদর ২. ইজার ৩. সীনাবন্দ ৪. কোর্তা ৫. সারবন্দ।

কাফনের পরিমাপ

- **চাদর :** লম্বায় শরীরের মাপ হতে ১ হাত বা আরো বেশী নেবে।
- **ইজার :** মাথা হতে পা পর্যন্ত বা কিছু বেশি নেবে।
- **কোর্তা :** লম্বায় মুর্দারের শরীরের মাপের দেড়গুণ হতে কিছু বেশি নেবে, যেন ডাবল করলে নিছফেছাক্ব (অর্ধগোছা) পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়।
- **জেনে রাখা ভালো :** কোর্তার জন্য মাঝখানে শুধু ফেড়ে ঢুকাতে পারলেই হবে। আস্তিন ও কল্লির প্রয়োজন নেই।
- **সীনাবন্ধ :** ১২ গিরা চওড়া– ৩ হাত লম্বা। ১২ গিরা চওড়া অর্থাৎ বগল থেকে রান পর্যন্ত পরিমাণ প্রস্থ। ৩ হাত লম্বা হবে। স্বাস্থ্যবান হলে আরো বেশিও লাগতে পারে।

কাফন তৈরীর নকশা

ক্রমিঃ	কাপড়	দৈর্ঘমাপ	প্রস্থমাপ	মন্তব্য
১	চাদর	লম্বায় শরীরের মাপ হতে ১ হাত বেশি	সোয়া গজ বা দেড় গজ	বয়স্ক ও স্বাস্থ্যবানদের জন্য ১৬ গিরা প্রস্থের কাপড় হলে মাপ বাড়াবার জন্য দেড় পাট্টা করতে হবে।

২	ইজার	শরীরের মাপের সমান	সোয়া গজ বা দেড় গজ	
৩	সীনাবন্দ	শরীরের মাপের $\frac{২}{৬}$ অংশ	সোয়া গজ অর্থাৎ আড়াই হাত	মুর্দাকে পেঁচিয়ে দিতে হবে
৪.	কোর্তা	শরীরের মাপের দেড়গুণ	লম্বা শরীরের মাপ হতে এক হাত কম	শরীরের মাপের দেড়গুণ, ডাবল করলে নিসফে ছাক্বে হবে।
৫.	সারবন্দ	শরীরের মাপের $\frac{৩}{৪}$ অংশ	১২ গিরা (দেড় হাত)	তা দ্বারা মাথা পেঁচিয়ে দুই পাশ দিয়ে এনে বুকের উপর এবং চুলের উপর রেখে দিবে।

উল্লেখিত পরিমাপ শুধু আড়াই হাত বহর প্রস্থ কাপড়ের ক্ষেত্রে। কাপড় যদি ২ হাত বহর প্রস্থ হয় তাহলে মুর্দারের শরীর ঢাকতে কাপড় চিপা বা কম হলে বাড়িয়ে নিতে হবে।

পুরুষের কাপড় বিছানোর নক্শা

১.	কাফনের কাপড়কে ৩ বার ৫ বার অথবা ৭ বার আগর বাতি, ধূপ বা লুবানের ধোঁয়া দ্বারা ধূমায়িত করবে।
২.	প্রথমে চাদর বিছাবে (উত্তর দিকে মাথা থাকবে এবং দক্ষিণ দিকে পা থাকবে।)
৩.	চাদরের উপর ইজার বিছাবে।
৪.	ইজারের উপর কোর্তা বিছাবে

পুরুষের কাফন পেঁচানোর নক্‌শা

১.	গোসলের পানি মুছে মুর্দাকে একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে এনে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে কাফনের উপর চিৎ করে শোয়াবে।
২.	প্রথমেই কোর্তার গুটানো অর্ধাংশ মাথা দিয়ে গলায় ঢুকিয়ে এমনভাবে টেনে দিবে যেন নিছাফেছাক বা অর্ধ গোছা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
৩.	গোসলের সময় ঢাকনী হিসেবে যে পুরাতন চাদর বা কাপড় পড়ানো হয়েছিল, তা টেনে আস্তে আস্তে খুলে ফেলবে।
৪.	নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে।
৫.	মাথা ও দাড়ি এবং সেজদার স্থান গুলোতে আতর লাগাবে যেমন : কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, হাটু ও পায়ে কর্পূর মাখিয়ে দেয়া যেতে পারে।
৬.	ইজারের বাম আঁচল প্রথম জড়াবে তারপর ডান আঁচল জড়াবে, অর্থাৎ ডান আঁচলটি উপরে ও বাম আঁচলটি নীচে থাকবে।
৭.	চাদর (লেফাফা) বাম কিনারা আগে জড়াবে তারপর ডান কিনারা জড়াবে অর্থাৎ ডান দিক উপরে ও বাম আঁচল নীচে থাকবে।
৮.	যখন কোর্তা, ইজার, চাদর পরানো হয়ে গেল, এখন কাপড়ের চিকন আঁচল দ্বারা বা মোটা সূতা দ্বারা পায়ের দিক, মাথার দিক ও মধ্যখানে বেঁধে দেবে, যেন কাফন খুলে না যায় এবং খুব টেনে ও খিচে দিবে না, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।
	বি. দ্র. কেউ কেউ কানে, শরীরে আতর লাগায়, সুরমা লাগায়, অথবা তুলায় আতর লাগিয়ে কানের ছিদ্রে রাখে এসব করা ঠিক নয় এর কোন নিয়ম নেই– এটা অজ্ঞতা।

মহিলাদের কাফন বিছানোর নক্‌শা

১.	কাফনের কাপড়কে ৩ বার ৫ বার অথবা ৭ বার আগর বাতি বা লুবানের ধোঁয়া দ্বারা ধুমায়িত করবে এবং উত্তর দিকে কাফনের মাথা রাখবে।

২.	প্রথমে চাদর বিছাবে
৩.	চাদরের উপর ইজার বিছাবে
৪.	ইজারের উপর, সীনা বন্দ (সীনা বরাবর) বিছাবে।
৫.	তারপর কোর্তার নীচের অংশ বিছিয়ে (উপর অংশ মাথার নিকট গুছিয়ে রাখবে)
৬.	গোসলের পানি মুছে মুর্দাকে একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিবে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে কাফনের উপর চিৎ করে শোয়াবে।
৭.	কোর্তার সামনের গুছিয়ে রাখা অংশ মাথা দিয়ে গলায় ঢুকিয়ে নিসফে ছাক পর্যন্ত পরাবে।
৮.	অতঃপর ঢাকনীর পুরাতন চাদর খুলে ফেলবে।
৯.	মাথার চুলগুলো ভাগ করে একঅংশ ডান বক্ষে আরেক অংশ বাম বক্ষে কোর্তার উপর রেখে দিবে।
১০.	সারবন্দ দ্বারা মাথা পেঁচিয়ে চেহারা খোলা রেখে চুলের উপর রেখে দেবে। উড়নার মত করে পেঁচাবেনা বা বাঁধবেনা, শুধু চুলের উপর রেখে দিলেই চলবে।

মহিলাদের কাফন পেঁচানোর পূর্ণ নক্শা

১.	প্রথমেই কোর্তার গুটানো অর্ধাংশ মাথা দিয়ে গলায় ঢুকিয়ে টেনে এনে নিছফেছাক বা অর্ধগোছা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।
২.	গোসলের সময় ঢাকনী হিসেবে যে পুরাতন চাদর বা কাপড় পড়ানো হয়েছিল তা টেনে আস্তে আস্তে খুলে ফেলবে।
৩.	নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে।
৪.	মাথায় খুশুবু এবং সেজদার অঙ্গসমূহে কপূর লাগাবে (মহিলাদেরকে খুশবুর স্থলে জাফরান লাগানো যায়)
৫.	মাথার চুল দুই ভাগ করে কোর্তার উপর দিয়ে সীনা বরাবর রেখে দিবে। এক ভাগ ডান দিকে আরেক ভাগ বাম দিকে।
৬.	সারবন্দ বা উর্না চুলের উপর রেখে দিবে (বাঁধবেও না এবং পেঁচাবেও না)

৭.	সীনাবন্দ-বগলের নীচ দিয়ে এনে প্রথমে বাম দিক জড়াবে তারপর ডান দিক জড়াবে বা পেঁচিয়ে দিবে।
৮.	ইজারের বাম দিক জড়াবে তারপর ডানদিক জড়াবে। আর এমনভাবে জড়াতে হবে যেন সারবন্দ তার ভিতরে এসে যায়।
৯.	লেফাফা এভাবে প্রথমে বাম দিক জড়াবে তারপর ডান দিক জড়াবে।
১০.	কাপড়ের লম্বা টুকরা বা সুতা দিয়ে মাথার দিকে, পায়ের দিকে এবং মধ্যখানে বেঁধে দিবে।

বিঃ দ্রঃ দুই হাত বহরের কাপড় মহিলাদের জন্য প্রায় ১৪ গজ হলেই চলবে। আর আড়াই হাত বহরের কাপড় ১০ গজ হলেই চলবে।

কাফনের কাপড় কেমন হওয়া উচিত?

কাফনের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম।

- জীবদ্দশায় মৃত ব্যক্তি যে মানের কাপড় পরিধান করত, তার কাফনের কাপড়ও উক্ত মানের হওয়া উচিত, অর্থাৎ পুরুষ যে কাপড় পরিধান করে বাইরে যেত সে ধরনের কাপড় আর মহিলা যে কাপড় পরিধান করে সে তার মা-বাবার বাড়ী বেড়াতে যেত।
- কাফনে নতুন ও পুরাতন কাপড় উভয়টিই ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ইহরামের কাপড় বা অন্য কোন পুরাতন ও পবিত্র কাপড়।
- পর্দার নিয়তে মহিলাদের কাফনের উপর চাদর দেয়া উত্তম। তবে এ চাদর কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যে সব কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া উচিত নয়

- নিম্ন মানের কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া উচিত নয়।
- অধিক মূল্যের কাফনের প্রয়োজন নেই, কেননা তা অতি শ্রীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে।
- পুরুষকে রেশমের বা জাফরান রঙের কাপড় দ্বারা কাফন পড়ানো মাকরূহ; মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়। তবে কাফনের কাপড় সাদা রঙের উত্তম।

- অপবিত্র ও ছেঁড়া কাপড় দিয়ে দাফন দেয়া উচিত নয়।
- পুরুষকে রঙ্গীন কাপড়ে কাফন দেয়া মাকরূহ।
- কুরআনের আয়াত, হাদীস, দু'আ-দুরূদ, কালিমা, আহাদ নামা ইত্যাদি অঙ্কিত কোন কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া না জায়েয।

কাফন সংক্রান্ত জরুরী মাসায়েল

- অতিরিক্ত কাপড় কাফনে ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- যে দেশে মৃত্যুবরণ করে, সে দেশেই দাফন-কাফন করা উচিত, কেননা অন্যদেশ বা দূরবর্তী স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাশ ফুলে যায় এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে, ফলে লোকজন তার প্রতি ভীতিশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে যদি ফুলে না যায়, এবং দুর্গন্ধ না ছড়ায় তাহলে উত্তম স্থানে স্থানান্তরিত করতে অসুবিধা নেই।
- কারো কবর যদি খুলে যায় অথবা যে কোন কারণে লাশ বের হয়ে যায় এমতাবস্থায় লাশের গায়ে কাফন না থাকলে, পুনরায় সুন্নত তরীকায় কাফন পরাতে হবে। আর লাশ যদি ফেঁটে যায় তাহলে কোন কাপড় দ্বারা যে কোন ভাবে জড়িয়ে দিলেই হবে। সুন্নত তরীকায় কাফন পরানোর প্রয়োজন নেই।
- যার কোন সম্পদ নেই, নিঃস্ব বা অসহায়। তার কাফন দেয়া ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যার উপর তার খাওয়া পরা ও ভরণ-পোষণ ওয়াজিব ছিল।
- যদি কোন ব্যক্তি এমন স্থানে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, যেখানে কাপড়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তাহলে সেখানে যতটুকু কাপড় পাওয়া যাবে, ততটুকু দিয়েই কাজ সম্পাদন করবে।
- উল্লিখিত স্থানে যদি এক কাপড়ের বেশি-পাওয়া না যায় তাহলে এক কাপড় দিয়েই কাফন দিবে, আর পরিপূর্ণ শরীর ঢাকা যায় এমন একটি কাপড় ও যদি পাওয়া না যায়। তাহলে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু দ্বারাই শরীর ঢাকবে। আর বাকী শরীর অন্য কিছু দ্বারা ঢেকে দিবে। যেমন : হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রা.) যখন শহীদ হলেন, তখন তাকে একটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, আর হযরত হামযা

(রা.) শহীদ হলে তাঁকে একটি কাপড়েই কাফন দেয়া হয়েছিল। আবার তাও এমন ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত; আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানানো হলে তিনি বললেন, তার মাথার দিক ঢেকে পায়ে (ইজখির) ঘাস দিয়ে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

- আরেক ধরনের কাফন যাকে কাফনুল কিফায়া বলা হয়। আর তা হলো পুরুষের জন্য দুই কাপড় ১. চাদর (লেফাফা) ২. ইজার। আর মহিলাদের জন্য তিন কাপড় ১. চাদর ২. ইজার ৩. উড়না। এটা ঐ সময়ের জন্য, যদি মৃত ব্যক্তি সামান্য সম্পদ পরিত্যাগ করে যায় এবং ওয়ারিসের সংখ্যা অনেক বেশি তখন।
- এ সকল ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা উচিত, যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন এ সকল নেক কাজে এগিয়ে আসেন।
- উল্লিখিত কারণ ছাড়া কাফনে কম করলে কাফন অসম্পূর্ণ ও মাকরূহ হবে।
- আর সুন্নতি কাফন হচ্ছে, পুরুষের জন্য তিনটি, মহিলাদের জন্য পাঁচটি যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
- কাফনের কাপড়ে অথবা কবরের মধ্যে "আহাদ নামা বা নিজ পীরের শাজারা অথবা অন্য কোন দু'আ কালাম বা দরূদ অজীফা লিখে রাখা বা সীনা বরাবর কালি বা কর্পূর ইত্যাদি দ্বারা কোন কালিমা বা দু'আ লিখে দেয়া জায়েয নেই। অবশ্য ক্বাবা ঘরের গিলাফ যাতে কোনকিছু লেখা নেই তা বরকতের জন্য সঙ্গে দেয়া জায়েয আছে, এতে ক্ষতি নেই।
- বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে কাফন তৈরী করা জায়েয আছে। কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কাফন প্রস্তুত করে রাখে তাতে কোন দোষ নেই।
- কেউ যদি বরকতের আশায় স্বীয় কাফন যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে রাখে এবং এরূপ কাফন দ্বারা কাফন করা হয় এটাও জায়েয আছে। তবে এটা কোন সাহাবাদের আমলে নেই।

জাহাজ স্টীমারে ইন্তেকাল করলে কাফন-দাফনের হুকুম

- যদি কোন ব্যক্তি সমুদ্র পথে জাহাজ স্টীমার বা নৌকায় ইন্তেকাল করে আর জাহাজ স্টীমারকে সমুদ্রের পাড়ে ভিড়ায়ে কবরস্থ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং তার নামাযে জানাযা ও পড়তে হবে। অতঃপর তাকে সম্মানের সাথে কোন লৌহজাত বা মাটি জাতীয় কোন বস্তুর সাথে সংযুক্ত করে, মজবুত ভাবে বেঁধে দিবে, এবং بسم الله على ملة رسول الله পাঠ করে পানিতে ডুবিয়ে দেবে যাতে করে লাশ পানির গভীরে তলিয়ে যায়। তারপর সকলে মিলে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'আ করবে।

গর্ভবতী মৃত মহিলার মাসআলা

- যদি কোন মহিলা প্রসব বেদনায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার বাচ্চাও পেটে মারা যায়। কিন্তু ধাত্রীর অনভিজ্ঞতার দরুন বাচ্চার একটি হাত বাইরে চলে আসে, এরূপ অবস্থায় বাচ্চা বের করে মৃত মহিলাকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য মৃত মহিলার মতো তাকেও গোসল ও কাফন দাফন করবে।
- যদি কোন গর্ভবতী মহিলা ইন্তেকাল করে আর বাচ্চা তার পেটে জীবিত থাকে, তখন উক্ত মহিলার বাম দিকে পেট কেটে বাচ্চাটি বের করতে হবে।
- আর যদি মহিলাটি জীবিত থাকে, আর বাচ্চাটি পেটে মৃত হয়ে থাকে তাহলে অভিজ্ঞ ধাত্রী বা মহিলা ডাক্তার, তার হাত ভেতরে প্রবেশ করিয়ে বাচ্চাটি বের করে আনবে। আর এভাবে আনা সম্ভব না হলে অভিজ্ঞ ডাক্তার যেভাবে পরামর্শ দেন সেভাবেই বের করে আনবে।
- পরিপূর্ণ সন্তান-প্রসবের পর অথবা অধিকাংশ জীবিত প্রসবের পর সন্তানটি মৃতবরণ করলে, তার নাম রেখে গোসল ও কাফন-জানাযা দিয়ে দাফন করবে।
- অধিকাংশ জীবিত প্রসব বলতে মাথা, বুক বের হওয়াকে বুঝায়। আর যদি মাথার স্থলে প্রথমে পা বের হয় তাহলে নাভী পর্যন্ত জীবিত প্রসব হলে অধিকাংশ ধরে নিতে হবে।

- মুর্দাকে কাফন পরানোর সময় যদি কিছু মল-মূত্র বের হয়। তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়াই যথেষ্ট। এ কারণে অজু এবং গোসল নতুন ভাবে দেয়ার প্রয়োজন নেই।
- মৃতকে কাফন পরানোর পর যদি কোন রক্ত বা নাপাক দেখা যায়, তাহলে শরীর বা কাফন ধৌত করা জরুরী নয়। তা ধৌত করা ব্যতীতই জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নাপাকটি শরীর থেকে বের হয়। কিন্তু নাপাকী রক্ত যদি বাহিরের কোথাও থেকে কাফনে অথবা মুর্দারের শরীরে লাগে তাহলে ধৌত করতে হবে।

নাবালেগ শিশুর কাফনের সংখ্যা

- ছেলে-মেয়ে যদি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে ইন্তেকাল করে, তাহলে ছেলেকে তিন কাপড় ও মেয়েকে পাঁচ কাপড় দ্বারা কাফন দিবে।
- যদি একেবারে ছোট ছেলে-মেয়ে হয়, তাহলে তাদেরকে সুন্নত মোতাবেক কাফন দেয়া উত্তম। তবে যদি মেয়ে শিশুকে দুই কাপড় তথা চাদর ও ইজার আর ছেলেকে এক কাপড় তথা চাদর পরিয়ে দেয় তাও জায়েয আছে। অবশ্য গোসল দিতে হবে। গোসল করা ছাড়া জানাযার নামায জায়েয হবে না।
- অবশিষ্ট কাফন উত্তরাধিকারীদের হক, বিধায় তাদের নামে বণ্টন করে দেয়া অবশ্যক। যদি তারা একমত হয়ে খুশী মনে কোথাও দান করে দেয় তাতে ও কোন অসুবিধা নেই।
- উত্তরাধিকারীদের মাঝে যদি কোন এতীম নাবালেগ বা পাগল থাকে, তাহলে তাদের অংশ তাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দেবে। তাদের সম্মতিক্রমেও দান করা যাবে না। আর তাদের সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয়।
- যদি কোন ধর্মভীরু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে অবশিষ্ট কাপড় তার হক। সুতরাং তার নিকট ফেরত দিতে হবে। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যা করার তাই করবেন।

- যদি চাঁদার মাধ্যমে কাফনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট অংশ চাঁদা দাতাদের মাঝে ফেরত দিতে হবে। যদি ফেরত দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে গরীব মিসকিনদের মাঝে দান করে দিতে হবে।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিভাষা

- ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. মুস্তাহাব, ৫. হারাম, ৬. মাকরূহে তাহ্‌রিমী, ৭. মাকরূহে তানযিহী, ৮. বিদআত, ৯. মোবাহ্ বা জায়েয।

ফরযের সংজ্ঞা

- যে কাজ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতরূপে করার হুকুম করা হয়েছে, যেমন : কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব ইত্যাদি।
- **ফরয দুই প্রকার :** ১. ফরযে আইন, ২. ফরযে কিফায়া।
- **ফরযে আইন :** যে কাজ প্রত্যেক আকেল-বালেগ, নর-নারীর উপর সমভাবে ফরয। যেমন : নামায পড়া, রোযা রাখা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি।
- **ফরযে কিফায়া :** যে কাজ কিছু লোক আদায় করে নিলে সকলেই গোনাহ্ হতে বেঁচে যায়, কিন্তু যদি কেউ পালন না করে তবে সকলেই ফরয ছেড়ে দেয়ার দরুন গুনাহ্গার হবে। যেমন : জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফন করা ইত্যাদি।
- **ফরযের হুকুম :** যে ব্যক্তি ফরয কাজ ছেড়ে দিবে, তাকে ফাসিক বলা হবে এবং আখেরাতে সে শাস্তির উপযোগী হবে, ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।
- **ওয়াজিবের সংজ্ঞা :** শরীয়তের যে সকল হুকুম দলীলে যন্নী দ্বারা সাব্যস্ত হয় সেগুলোকে ওয়াজিব বলা হয়।
- **ওয়াজিবের হুকুম :** ওয়াজিব কাজ ফরযের মতই অবশ্য করণীয়। ফরয ছেড়ে দিলে যেমন ফাসেক ও গুনাহগার হয়ে যায়, ওয়াজিব ছেড়ে দিলে তেমনি ফাসেক হয়ে যায় এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হবেনা, তবে ফাসেক হবে।

যেমন– বিতরের নামায, কোরবানী, ফিৎরা ও পুরুষের জন্য ঈদের নামায ইত্যাদি।

- **সুন্নতের সংজ্ঞা :** যে কাজ রাসুলুল্লাহ (সা.) বা তাঁর সাহাবাগণ করেছেন তাকে 'সুন্নত' বলে।
- সুন্নত ২ প্রকার। ১. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্, ২. সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্।
- **সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ এর সংজ্ঞা :** যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ সব সময় করেছেন। বিনা ওজরে কখনো ছাড়েননি তাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ বলে। যেমন : পুরুষের জন্য আযান, ইকামত, খতনা, আর পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য ফজরের ২ রাকাত সুন্নত নামায ও যোহরের পূর্বে ৪ রাকাত সুন্নত নামায ও নেকাহ্ ইত্যাদি।
- **সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ এর হুকুম :** সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আমলের দিক দিয়ে ওয়াজিবের মত অর্থাৎ যদি কেউ বিনা ওযরে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ ছেড়ে দেয় অথবা ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করে, তবে সে ফাসেক ও গুনাহ্গার হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাস শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু ওয়াজিব ছাড়ার গুনাহ্ অপেক্ষা কম গুনাহ্ এবং কখনো ওযরবশতঃ ছুটে গেলে তা কাযা করতে হবে না। কিন্তু ওয়াজিব ওযরবশতঃ ছুটে গেলে তা কাযা করতে হবে।
- **সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্ এর সংজ্ঞা :** যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন, কিন্তু ওযর ছাড়াও কোন কোন সময় ছেড়ে দিয়েছেন। তাকে সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্ বা সুন্নতে যায়েদাহ্ বলে। যেমন : আসরের চার রাকাত সুন্নাত।
- **সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ্ এর হুকুম :** এটা করলে সওয়াব আছে কিন্তু না করলে কোন গুনাহ্ নেই।
- **মুস্তাহাবের সংজ্ঞা :** যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন কোন সময় করেছেন, সর্বদা করেননি। তাকে মুস্তাহাব বলে।
- **মুস্তাহাবের হুকুম :** এটা করলে সওয়াব আছে, না করলে কোন গুনাহ্ নেই। মুস্তাহাবকে নফল বা মন্দুবও বলা হয়।
- **হারামের সংজ্ঞা :** যা দলীলে কেতয়ী বা অকাট্য দলীল দ্বারা হারাম বলে প্রমাণিত। হারাম, ফরযের বিপরীত।

- **হারামের হুকুম :** কেউ যদি হারাম কাজ অস্বীকার করে অর্থাৎ কেউ হারাম কাজকে হালাল এবং জায়েয মনে করে তবে সে কাফের হবে।
- আর যদি বিনা ওযরে হারাম কাজ করে কিন্তু অস্বীকার না করে অর্থাৎ হারামকে হালাল মনে না করে, তবে সে কাফের হবে না বরং ফাসেক হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হবে। হারাম কাজ যথা : যিনা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাবলা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ইলমে দ্বীন শিক্ষা না করা, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, রোযা না রাখা, হজ্ব না করা ইত্যাদি।
- **মাকরূহে তাহরিমীর সংজ্ঞা :** মাকরূহে তাহরিমী ওয়াজিবের বিপরীত।
- **মাকরূহে তাহরীমির হুকুম :** মাকরূহে তাহরীমী অস্বীকার করলে কাফের হবে না ফাসেক হবে। যদি কেউ বিনা ওজরে করে, তবে সে ফাসেক হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হবে।
- **মাকরূহে তানযিহীর সংজ্ঞা ও হুকুম :** যে কাজ মাকরূহে তানযিহী তা না করলে সওয়াব আছে, করলে গুনাহ্ নেই। তবে ইচ্ছা করে না করাই উত্তম।
- **মোবাহ্ বা জায়েয এর সংজ্ঞা ও হুকুম :** আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে কাজ করা বা না করার এখতিয়ার দান করেছেন তাকে মোবাহ বলে। যথা : মাছ, গোশত ও তরি-তরকারী খাওয়া এবং দেশ ভ্রমণ করা ইত্যাদি।
- **বিদআত :** যে কাজ আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) করতে বলেননি এমন কাজ কেউ আবিষ্কার করে, দ্বীনের নামে চালিয়ে দিয়ে সওয়াবের নিয়তে পালন করার নামই বিদআত।
- **বিদআতের হুকুম :** বিদআত মারাত্মক গুনাহ। বিদআতকারী ফাসেক। যেমন : কবরে ঘর বানানো, চাদর বিছানো, চুম্বন করা, ওরস করা, চল্লিশা, জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়
জানাযা ও দাফনের ফযিলত

- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে সাওয়াবের নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযায় শরিক হয় এবং নামায শেষে ফিরে আসে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এক উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দান করবেন।
- আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করে দাফন পর্যন্ত সাথে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুই উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দান করবেন।

জানাযা নামাযের বিধান

- জানাযা নামায ফরযে কিফায়া। সকলের পক্ষ থেকে কিছু লোক আদায় করে নিলেই সকলে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।
- আর যদি কেউই জানাযা আদায় না করে, তাহলে যে সকল লোকেরা তার মৃত্যুর সংবাদ শুনেছে তারা সবাই গুনাহগার হবে।
- জানাযার নামাযে বেশি লোক হওয়া ভাল। তবে বেশি লোক সমাগমের জন্য জানাযা অতি বিলম্ব করে পড়া উচিত নয়।
- পঁচে যাওয়া লাশ বা ফুলে ফেটে যাওয়া লাশ, আগুনে পোড়া ছাই, গোস্ত বিহীন কংকাল, বা লাশের কিছু অংশ বিশেষের জানাযা নেই।
- জানাযা নামাযে লাশ সামনে থাকা শর্ত। হানাফী মাজহাবে গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই।
- একাকী জানাযার নামায আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। জানাযা নামাযের জন্য জামাত শর্ত নয়। তবে জামাতের সাথে জানাযার নামায আদায় করা সুন্নত এবং উত্তম। বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে জামাতের সাথে আদায় করা উচিত।
- মুর্দারের গোসল ও কাফনের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে, লোকজনের সমাগমে যদি আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা দেরী হবে বলে মনে হয়। আর

অপর দিকে মুর্দারের কোন নিকট আত্মীয় বা অন্য (কেউ বিমানে বা জাহাজে উঠার সময় হয়ে যায় জামাতের অপেক্ষা করলে যানবাহন হারানোর সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে একা একা জানাযার নামায আদায় করে চলে যেতে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই।

- জানাযার নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। তাই শরয়ী কোন ওজর বা সমস্যা না থাকলে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে।
- আর যদি কোন শরয়ী ওজর অসুবিধা থাকে তাহলে যানবাহনে আরোহণ অবস্থায় বা বসে বসে জানাযার নামায আদায় করতে পারবে।
- অন্যান্য নামাযের মতো জানাযা আদায়কারীরও পবিত্রতা অর্জন করা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, নিয়ত করা ইত্যাদি শর্ত, তবে এ নামাযের জন্য সময় বা ওয়াক্ত হওয়া শর্ত নয়।
- জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে, তায়াম্মুম করে জানাযার নামাযে শরীক হওয়া জায়েয আছে। কিন্তু অন্য নামাযের জামাত ছুটে যাবার আশংকা হলেও তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা জায়েয নেই।
- জানাযা নামাযের জন্য আযান, ইকামত, কেরাত, রূকু, সেজদা ইত্যাদি নেই। কেবল, সানা ও দু'আ দরূদ পাঠ করতে হয়।
- যে-ই মাঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তা পবিত্র হতে হবে।
- কোন কারণে মৃতকে যদি গোসল দেয়া না যায় বা গোসল অসম্ভব হওয়ায় তায়াম্মুমও করানো না হয়। তাহলে জানাযা দুরস্ত হবে না।
- আর মুর্দাকে যদি গোসল এবং জানাযা ছাড়া মাটি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়বার কবর থেকে উঠানো যাবে না, কবরের উপরই জানাযা পড়তে হবে, তবে শর্ত হচ্ছে লাশ যদি ফেটে যাবার সম্ভাবনা না থাকে।
- যদি কেউ ভুলবশত গোসল ও তায়াম্মুম না দিয়ে নামায পড়ে ফেলে তাহলে এ নামায দুরস্ত হবে না, দ্বিতীয়বার গোসল বা তায়াম্মুম করিয়ে নামায পড়তে হবে। আর কবর দিয়ে থাকলে কবরের উপর দ্বিতীয়বার নামায পড়া হবে।

- জানাযা ছহীহ হওয়ার জন্য লাশ সামনে থাকতে হবে। সুতরাং কেউ পিছনে রেখে নামায পড়লে তার নামায হবে না।
- লাশ অথবা লাশের খাটিয়া মাটিতে থাকতে হবে। লোকদের হাতের উপর বা কাঁধে অথবা গাড়ীর উপর রাখা থাকলে নামায সহীহ হবে না।

জানাযা

- জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারী লোকজন যদি অল্প হয়, তাহলে তিন কাতার করা মুস্তাহাব, এটা জরুরী নয়। তিন কাতার না করলেও নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। আর লোকজন যদি বেশি হয় তাহলে যত কাতারে লোকজন সংকুলান হয় তত কাতারই করবে, এক্ষেত্রে তিন কাতার বা বেজোড় কাতার করার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজন নেই।
- আর লোকজন যদি কম হয় তাহলে তিনটি কাতারে বিভক্ত হয়ে দাঁড়ালে মুস্তাহাবের সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি সর্বমোট লোকসংখ্যা যদি সাতজনও হয় তবু একজনকে ইমাম বানিয়ে-প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন, এভাবে দাঁড়িয়ে তিন কাতার করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব।
- যে সকল কারণে অন্যান্য নামায (ফাসেদ) নষ্ট হয়ে যায়, সে সব কারণে জানাযার নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অন্যান্য নামাযে অট্টহাসি দিলে বা আওয়াজ করে হাসলে ওজু পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জানাযার নামাযে অট্টহাসি দিলে বা শব্দ করে হাসলেও ওজু নষ্ট হয় না।
- মানুষ চলাচলের রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে বা অন্যের জমির ক্ষতি করে জানাযা পড়া মাকরূহ।
- যে শিশুর পিতা অথবা মাতা মুসলমান, তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার মৃত হলে তার নামাযে জানাযা পড়তে হবে।
- জানাযার নামাযের জন্য কাতার বন্দী করে লাশ সামনে রেখে কেউ কেউ ওয়াজ-নসীহত ও রাজনৈতিক বক্তৃতা করে থাকেন, এটা উচিত নয়।

- তবে, আশ-পাশের মহল্লার বেশ কিছু মানুষের জন্য যদি ৪/৫ মিনিট বিলম্ব করতে হয় আর উপস্থিত মুসল্লিদের কষ্ট না হয়, সে ক্ষেত্রে কবর, হাশর, মিযান, পুলসিরাত ও মৃত্যু ইত্যাদির প্রতি লোকদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা বা জানাযা নামাযের নিয়ম কানুন ও জরুরী মাসআলা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, অনর্থক কথাবার্তা বলা ঠিক নয়।
- কোন কোন এলাকায় বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে লাশ সামনে রেখে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলা হয় "লোকটি কেমন ছিল?" উপস্থিত লোকেরা সমস্বরে বলে "ভাল ছিল"। এতে মৃত ব্যক্তি ক্ষমা পাবে বলে ধারণা করে নেয়া হয়; অথচ শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। গোপনে এবং প্রকাশ্যে কেউ কেউ বলে "লোকটি অত্যন্ত খারাপ ছিল" এরূপ ধারণা অবান্তর নয়। তাই এসব বলা পরিহার করা উচিত।

কফিনের উপর চাদর দেয়ার হুকুম

- কফিনের উপরে দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করা চাদর, যা বাজারে পাওয়া যায়। যদি তাতে কুরআনের আয়াত বা হাদীস অথবা দু'আ দরূদ ও কালিমা লেখা থাকে তা ব্যবহার করা নিষেধ।
- কোন কোন হাজীগণ মক্কা মদীনা থেকে বরকতের উদ্দেশ্যে এ ধরণের চাদর ক্রয় করে নিয়ে আসেন এবং তা বাড়ীতে রাখেন বা মসজিদ মাদ্রাসায় হাদিয়া হিসেবে দিয়ে থাকেন, যদি এগুলোতে কুরআনের আয়াত, হাদীস, কালিমা, দু'আ দরূদ লেখা থাকে, তাহলে এ ধরণের চাদর দিয়ে কফিন বা খাটিয়া ঢাকা গুনাহের কাজ। কেননা এতে আয়াত এবং হাদীসের অসম্মানী হয়। কখনো কখনো লাশের সাথে লেগে যায়– যা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। তাই কফিনের উপর দেয়ার জন্য সাধারণ মোটা কাপড় যাতে কিছু লেখা নেই এমন হওয়া ভাল।

হিজরা বা নপুংসক (খুনছা) এর গোসল ও কাফন দাফনের পদ্ধতি

- হিজরার মধ্যে যদি পুরুষের নিদর্শন অধিক পাওয়া যায় অর্থাৎ তার যদি দাড়ি মোচ উঠে কিংবা পুরুষের প্রস্রাবের স্থান দিয়ে প্রস্রাব করে তাহলে তাকে পুরুষ বলে গণ্য করা হবে।
- আর যদি মহিলার নিদর্শন অধিক পাওয়া যায় অর্থাৎ তার যদি স্তন উঠে কিংবা মেয়েদের মত প্রস্রাবের স্থান দিয়ে প্রস্রাব করে, তখন তাকে মহিলা বলে গণ্য করা হবে।
- আর যদি উক্ত হিজরা উভয় অঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব করে অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়ের ন্যায় তার প্রস্রাবগাহ থাকে, তখন যে অঙ্গ দ্বারা প্রথমে প্রস্রাব হয় তাই ধর্তব্য হবে। আর যদি হিজরার অবস্থা এমন হয় যে, কোন অবস্থাতেই নারী অথবা পুরুষ হওয়াকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। তখন তাকে জটিল হিজরা বা খুনছায়ে মুশকিলা বলা হবে।
- উক্ত মুশকিল হিজরার বয়স যদি ৪ বছর অথবা তার চেয়ে কম হয় তখন তাকে নারী পুরুষ উভয়েই গোসল ও কাফন দাফন করতে পারবে। আর যদি তার বয়স ৪ বছরের উর্ধ্বে হয় তখন তাকে যে কোন লোক শুধু তায়াম্মুম করিয়ে দিলেই হবে।
- বয়স্ক মুশকিল হিজরাকে নারী পুরুষ কেউই গোসল দিতে পারবে না। তাকে কোন অপরিচিত বা দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি। হাতে কাপড় মুড়িয়ে তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। আর যদি কোন রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তি তায়াম্মুম করায় তাহলে হাতে কাপড় মুড়ানো ছাড়াও তায়াম্মুম করিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এটাও কেবল তখনই করতে পারবে, যদি তাকে স্পর্শ করলে কামভাবের উদ্রেক না হয়।

জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি

- জানাযার নামাযে ৩ টি ফরয।
  (ক) নিয়ত করা (খ) চার তাকবীর বলা (গ) দাঁড়িয়ে নামায পড়া।
- উল্লিখিত ৩টি কাজের কোন একটি বাদ পড়লে নামাযই হবে না।

- আরবিতে নিয়ত করা জরুরী নয়, বাংলাতে মনে মনে নিয়ত করলেও চলবে এবং এভাবে করলেও হবে যে, "আমি এই ইমামের পিছনে জানাযার নামায পড়ছি।"
- কেউ আরবীতে নিয়ত করলেও কোন অসুবিধা নেই, তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরী নয়।

১. নিয়ত করার পর তাকবীরে তাহরীমা "আল্লাহু আকবার" বলে হাত বাঁধবে।
তারপর সানা পাঠ করবে।

সানা

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالىٰ جدك وجل ثنائك ولا اله غيرك –

২. সানা শেষে দ্বিতীয় তাকবীর বলে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

দরূদ শরীফ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد – اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركتا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد –

৩. দরূদ শরীফ শেষে তৃতীয় তাকবীর বলে দু'আ পাঠ করবে–

জানাযার দু'আ

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وعائبنا, وصغيرنا وكبيرنا, وذكرنا وانثانا, اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان , برحمتك يا ارحم الرحمين –

উপরের দু'আ কারো জানা না থাকলে পড়বে–

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

৪. দু'আ শেষে চতুর্থ তাকবীর বলে– সালাম ফিরাবে।

নাবালেগ ছেলের জানাযা নামাযের নিয়ম

১. তাকবীরে তাহরীমা "আল্লাহু আকবার" বলে সানা পাঠ করবে।
২. দ্বিতীয় তাকবীর বলে উল্লিখিত দরূদ শরীফ পাঠ করবে।
৩. তৃতীয় তাকবীর বলে (নাবালেগ ছেলের দু'আ) পাঠ করবে।

নাবালেগ ছেলের দু'আ

اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا, وجعله لنا شافعا ومشفعا

৪. দু'আ শেষে চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে।

নাবালেগা মেয়ের জানাযা নামাযের নিয়ম

১. তাকবীরে তাহরীমা "আল্লাহু আকবার" বলে সানা পাঠ করবে।
২. সানা শেষে দ্বিতীয় তাকবীর বলে উল্লেখিত দরূদ শরীফ পাঠ করবে।
৩. দরূদ শরীফ শেষে তৃতীয় তাকবীর বলে (নাবালেগ মেয়ের দু'আ) পাঠ করবে।

নাবালেগ মেয়ের দু'আ

اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا , واجعلها لنا شافعة ومشفعة

৪. দু'আ শেষে ৪র্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে।

নাবালেগের ক্ষেত্রে বালেগের দু'আ

- কেউ নাবালেগ ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে যদি বালেগ পুরুষ বা মহিলার দু'আ পাঠ করে নেয় তাতেও জানাযার নামায সহীহ হয়ে যাবে। তাই যদি কেউ পরে এসে জানাযায় শরীক হয় আর তার জানা না থাকে যে, বালেগ না নাবালেগ উক্ত অবস্থায় সে সাধারণ জানাযার নামাযের অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষ মহিলার জন্য যে দু'আ সে দু'আ পাঠ করে নিবে।

সালামের পর হাত ছাড়ার বিধান

- হাত তিন ভাবে ছাড়া যায়–

(ক) সালাম ফিরানোর পর উভয় হাত ছাড়া যায়।

(খ) ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর ডান হাত আর বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর বাম হাত।

(গ) উভয় হাত ছেড়ে দিয়েও সালাম ফিরানো যায়।

যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেই হবে এতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তবে উত্তম হলো উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর হাত ছেড়ে দেয়া।

মাসবুকের জানাযার নামায আদায়ের পদ্ধতি

- কেউ যদি জানাযার নামাযের, শুরুতে এসে শরীক হতে না পেরে মধ্যখানে এসে শরীক হয়, তাহলে সে ইমামের সাথে যে তাকবীর পাবে, সে তাকবীর বলেই তাতে শরীক হয়ে যাবে। এটাই তার তাকবীরে তাহরীমা। তারপর ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় বাকী তাকবীর আদায় করে নিবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে হাত ছেড়ে দিবে।

- যদি লাশ উঠিয়ে নেয়ার আশংকা না হয় তাহলে প্রতি তাকবীরের পর ধারাবাহিকভাবে দরূদ ও দু'আ পাঠ করে নেবে। আর দু'আ দরূদ পড়তে গেলে যদি লাশ উঠিয়ে নেয়ার আশংকা হয়, তাহলে দু'আ-দরূদও পাঠ করতে হবে না। সেজন্য কর্তৃপক্ষের উচিত সামান্য সময় বিলম্ব করে লাশ উঠানো, যাতে পিছনে কেউ মাসবুক থাকলে ধীরস্থীরভাবে নামায আদায় করতে পারে।

- ইমাম যদি চতুর্থ তাকবীর বলেও ফেলে, তার পরও সালামের ফিরানোর পূর্বে "আল্লাহু আকবার" বলে জানাযায় শরীক হওয়া যায়। তারপর ইমামের সালামের পর অবশিষ্ট তিন তাকবীর আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নিলে জানাযা আদায় হয়ে যাবে।

- ইমামের সালাম ফিরানো পর কেউ তাকবীর বলে শরীক হলে তার নামায হবে না এবং কাযাও পড়তে হবে না।

- কেউ যদি এসে দেখে যে ইমাম কয়েক তাকবীর আদায় করে ফেলেছে, তখন সে ওয়াক্তিয়া নামাযের মতো সাথে সাথে তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধবেনা; বরং একটু অপেক্ষা করবে ইমাম যখন পুনরায় তাকবীর

বলবে তখন সেও তাকবীর বলে জামাতে শরীক হয়ে যাবে।আর এটাই হবে তার তাকবীরে তাহরীমা।

- ইমাম সাহেব যদি জানাযার নামাযে চার তাকবীরের স্থলে পাঁচ তাকবীর বলে সালাম ফিরায় তাতে নামায নষ্ট হবে না। ইমাম মুক্তাদি সকলেরই নামায হয়ে যাবে। তবে মুক্তাদিগণ পঞ্চম তাকবীরে ইমামের অনুসরণ করবে না বরং চুপ করে থাকবে। অতঃপর ইমাম যখন সালাম ফিরাবে, তখন মুক্তাদিগণও সালাম ফিরাবে।
- কোন ব্যক্তি যদি জানাযার নামাযে অন্যমনস্ক হওয়ার কারণে ইমামের সাথে তাকবীর বলতে না পারে অর্থাৎ ছুটে যায় বা অন্যকোন কারণে বিলম্ব হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলে নিবে। ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী সে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষা করবে না। কেননা সে নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিল। কাজেই তাকে নামাযে শরীক বলে গণ্য করতে হবে।
- কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর বলেছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীর বলেনি। এমতাবস্থায় ২য় ও ৩য় তাকবীর দু'টি বলে ইমামের সাথে শেষ তাকবীর বলবে।
- ইমাম যদি ভুলে তিন তাকবীর বলে সালাম ফিরাতে শুরু করে, তাহলে মুক্তাদিগণ জোরে আল্লাহু আকবার বলে ৪র্থ তাকবীর দিবে এবং সালাম ফিরাবে। এতে ইমাম সাহেব ৪র্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাতে পারবে। যদি ইমাম সাহেব ৪র্থ তাকবীর না বলে সালাম ফিরায় তাহলে তার নামায হবে না কিন্তু মুক্তাদিদের নামায হয়ে যাবে।

জুতা পায়ে দিয়ে জানাযা আদায় করা

- দাঁড়ানোর স্থান এবং জুতা পাক হলে, জুতা পায়ে রেখে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। তবে কোন অসুবিধা বা সমস্যা না থাকলে জুতা খুলে নামায পড়া উত্তম, কিন্তু জরুরী নয়।
- যে মাঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়া হচ্ছে সেটি যদি কর্দমাক্ত না হয় অথবা পাকা মাঠে দাড়িয়ে নামায পড়তে হচ্ছে আর অতিরিক্ত গরমে পা ছুয়ানোই যাচ্ছে না অথবা কাঁটাযুক্ত বা কংকরযুক্ত স্থান অথবা খুব

ঠাণ্ডার দরুন জুতা খুললে সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়াও যদি কোন শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় জুতা পায়ে রেখে নামায পড়লে উত্তমের খেলাফ হবে না।

- জুতা খুলে জুতার উপড় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলে জুতার উপরের দিকের অংশ পবিত্র হওয়া শর্ত, আর যদি পায়ের সাথে লাগা জুতার উপরিভাগ পাক হয় আর নীচের ভাগ এবং দাঁড়ানোর স্থানও নাপাক হয়, তথাপিও জানাযার নামায হয়ে যাবে।
- যদি বাধ্য হয়ে এমন কোন মাঠে জানাযার নামায আদায় করতে হচ্ছে, যে মাঠ পাক-নাপাক হওয়া সন্দেহ অথবা কিছু অংশ পাক আর কিছু অংশ নাপাক, আর সরে দাঁড়ানোও অসম্ভব হয় সে ক্ষেত্রে জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়াই উত্তম; বরং উচিত। কেননা জুতার তো উপরিভাগ পবিত্র আছে, জুতার তলা নাপাক থাকলে কোন অসুবিধা নেই।

জানাযার নামাযে ইমামতের হকদার কে

- জানাযা নামাযের সময় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান উপস্থিত থাকলে তিনিই ইমামতের হকদার। তার অবর্তমানে তার প্রতিনিধি, প্রতিনিধির অবর্তমানে বিচারপ্রতি, তার অবর্তমানে তার প্রতিনিধি হবেন ইমামতের হকদার।
- যদি তাদের তুলনায় অধিক নেককার লোক উপস্থিত থাকে, তবুও তারাই ইমামতের হকদার। কিন্তু যদি তারা বেনামাযী ও ইমামতের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়, বেদআতী এবং ফাসেকী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে তারা ইমামের যোগ্য নয়। তাদের দ্বারা জানাযা পড়াবে না, অন্যের দ্বারা নামায পড়াবে অন্যথায় তাদের ইমামতি মাকরূহ হবে।
- অতঃপর মৃত ব্যক্তির অভিভাবক বা অলী ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে মহল্লার ইমাম অপেক্ষা অধিক নেককার লোক না থাকলে ইমাম সাহেব ইমামতির হকদার গণ্য হবেন। ইমাম সাহেব ইচ্ছা করলে অলীর অনুমতিক্রমে যে কোন লোকের মাধ্যমে নামায পড়াতে পারেন।
- ইমাম যদি ভুল বশত তিন তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং লুকমা দেয়ার পর চতুর্থ তাকবীর বলে পুনরায় সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলেও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

মসজিদে জানাযা পড়ার হুকুম

- ওজর ব্যতীত মসজিদের ভিতর জানাযার নামায পড়া মাকরূহ তাহরিমী। চাই মুর্দা মসজিদের ভিতর হোক কিংবা বাহিরে হোক। কিন্তু নামাযের জন্য যদি অন্য কোথাও জায়গা না থাকে তাহলে ওজরের কারণে মসজিদের ভিতরও মাকরূহ হবে না; তবে লাশের খাটিয়া মসজিদের বাইরে রাখতে হবে।
- বিনা ওজরে মসজিদের ছাদের উপর জানাযার নামায পড়া মাকরূহ।

জানাযা পড়ানোর অসিয়ত

- মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে জানাযা পড়ানোর জন্য কাউকে আদেশ করে যায় বা কারো ব্যাপারে ইমামতির অসিয়ত করে যায়, তাহলে শরীয়ত যাদেরকে ইমামতির হকদার সাব্যস্থ করেছে তাদের অনুমতি ব্যতীত অসীয়তকৃত ইমামের অপেক্ষায় জানাযার নামায বিলম্ব করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, ইমামতের যোগ্য ব্যক্তি নিকটে থাকলে তার দ্বারা পড়ানো উচিত।
- অথবা মৃত ব্যক্তি যদি কোন না হক বা অনুপযুক্ত কোন ব্যক্তি ব্যাপারে জানাযা পড়ানোর অসীয়ত করে যায়, তাহলে শরীয়ত যাদেরকে ইমামতির হকদার সাব্যস্থ করেছে, তাদের অনুমতি ব্যতীত অসীয়তকৃত না-হক ব্যক্তি দ্বারা ইমামতি করানো ঠিক নয়।
- নিকটতম অলীর অনুমতি ব্যতীত শরীয়ত যাদেরকে ইমামতির হকদার সাব্যস্থ করেছে, তাদের যে কারো ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে পুনরায় জানাযার নামায পড়ার অনুমতি নেই।

জানাযা নামাযের সুন্নত তরীকা

- মুর্দা পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, ইমাম সাহেব মুর্দারের সিনা বরাবর দাঁড়াবে। জানাযা নামাযে ইমাম দাঁড়ানোর এটাই উত্তম স্থান অবশ্য মাথা এবং কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ালেও নামায হয়ে যাবে। তবে ইমাম এক কাতার পরিমাণ সরে দাঁড়ালে ভাল।
- অল্প লোক হলে জানাযার কাতার বেজোড় করবে অর্থাৎ, ৩ কাতার। আর লোকজন বেশী হলে ৩ কাতার না করলেও কোন অসুবিধা নেই।

- জানাযার নামায খোলা মাঠ বা খোলা ময়দানে পড়া সুন্নত।
  তবে খোলা মাঠ না থাকলে, অথবা বৃষ্টি তুফান ইত্যাদি এবং বিশেষ কোন কারণে মসজিদে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে।
- মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে মসজিদের ভিতর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, কেননা এই বিরাট জামাতের স্থান পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন এবং শৃংখলা বিনষ্টের কারণ হয়।
- মক্কা-মদীনার যুক্তি দেখিয়ে যারা-মসজিদে জানাযা পড়ার আগ্রহী, তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, নবী করীম (সা.) জানাযার জন্য মসজিদের বাইরে স্থান নির্ধারণ করলেন কেন? এবং কেনইবা সাহাবায়ে কেরাম বাইরে পড়তেন।

ভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের পিছনে জানাযার নামায

- জানাযার নামাযে শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, মাযহাবের অনুসারী ইমামের পিছনে হানাফিদের এক্তেদা করা জায়েয, কিন্তু শিয়া ইমামের পিছনে হানাফিদের এক্তেদা জায়েয নেই।
- যারা জানাযার নামাযের নিয়ম জানে না তারাও জানাযায় শরীক হবে এবং ইমামের সাথে সাথে "আল্লাহু আকবার" বলতে থাকবে।

আত্মহত্যাকারীর জানাযার হুকুম

- স্বেচ্ছায় মৃত্যবরণকারীকেও গোসল দিতে হবে এবং তার জানাযাও আদায় করতে হবে।
- আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ, মহা পাপ। তবে কেউ যদি ধৈর্যহারা হয়ে এ পাপ করেই ফেলে, যেহেতু সে মুসলমান, তাই তার জানাযার নামায পড়তে হবে। (লোকজনকে এ জঘন্য পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে কোন সাধারণ লোক দ্বারা তার জানাযার নামাযের ইমামতি করাবে। বিশিষ্ট কোন আলেম জানাযা পড়াবে না। সাবধান! জানাযা বিহীন দাফন করবে না। জানাযা বিহীন দাফন করলে গুনাহ হবে।
- যারা শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিশ্বাস করে অথচ আমল করে না, যেমন– বে-নামাযী, ফাসেক, বিদআতী সুদখোর, মদখোর, যিনা ব্যভিচারী, জালেম এদের জানাযাও পড়তে হবে। উত্তম হলো সাধারণ

কোন লোক দ্বারা তার জানাযার ইমামতি করাবে। বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিবর্গ এদের জানাযায় শরীক হবে না। আবার জানাযা না দিয়ে দাফন করবে না। কেননা জানাযা না পড়ে দাফন করলে গুনাহগার হবে।

- যদি কোন স্থানে মুসলমান ও কাফের একত্রে আগুনে পুড়ে মারা যায় আর তাদের মধ্যে কে মুসলমান কে অমুসলমান সনাক্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে উভয় মুর্দাকে একত্রে সামনে রেখে শুধু মুসলমানের জানাযা আদায় করতেছি এরূপ নিয়ত করবে।

যাদেরকে জানাযা দেয়া নিষেধ

- ইহুদী, নাসারা, মুশরিক অর্থাৎ সকল অমুসলমান কাফের ও মুনাফিকদের জানাযা নেই।
- নামেই মুসলমান মূলত সে নাস্তিক অথবা কাদিয়ানী তারও জানাযা নেই। এদের জানাযায় শরীক হওয়া কঠোর গোনাহ এবং জঘন্য অপরাধ।
- পাপিষ্ঠ কোন সন্তান যদি নিজ মাতা-পিতাকে হত্যা করে, আর ইসলামী শরীয়ত অনুসারে যদি কেসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হয় তাহলে তার জানাযা নেই।
- জানাযা না পড়ার হুকুমটি অন্যদেরকে সতর্ক করা এবং লাশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন স্বরূপ, কেননা মাতা-পিতাকে হত্যা করা মহা পাপ; তবে যদি উক্ত পাপিষ্ঠ সন্তান কেসাস বিহীন মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার জানাযা পড়তে হবে।
- রাষ্ট্রদ্রোহীর জানাযা ন্যায়বিচারক, পরহেজগার, মুক্তাকী বাদশা, যিনি মুসলমান কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ ইসলামী আইনে যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তার বিরুদ্ধাচরণকারী যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা নেই। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে মৃতবরণ না করলে অথবা গ্রেফতার হওয়ার পর ইসলামী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তার গোসল ও জানাযা উভয়টি হতে হবে।
- ডাকাত এবং ছিনতাইকারীরা যদি ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের সময় সংঘর্ষে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের অসম্মান প্রদর্শন স্বরূপ

জানাযা নেই, কিন্তু যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে, পরবর্তী সময় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তে তাকে হত্যা করা হয় অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার গোসল এবং জানাযা উভয়টিই আদায় করতে হবে।

- পঁচা-গলা লাশ যার দুর্গন্ধে কাছে ভিড়া যায় না, অথবা আগুনে পোড়া ছাই, কিংবা গোস্তবিহীন কংকাল ইত্যাদির জানাযা নেই।

রাজনৈতিক ও গায়েবানা জানাযা

- এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখে শোনা যায় "ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়" অথচ তারাই আবার লাশের রাজনীতি নিয়ে মাঠ সরগরম করে রাখে। লাশকে ইসলামী বিধান মতে তড়িত দাফনের তাগিদ থাকা সত্ত্বেও কাঁধে নিয়ে মঞ্চ গরম করে থাকে। আর গায়েবানা জানাযা জায়েয না থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখা যায় এবং নিরীহ ইমাম, মুয়াজ্জিন, আলেম-ওলামাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেরাও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং অন্যদেরকেও গোনাহের কাজে লিপ্ত করে সহযোগী বানায়।
- আবার কিছু কিছু নামধারী মৌলভী যারা হানাফী মাযহাবের দাবিদার, তারা হীন স্বার্থ চরিতার্থ করণে, সম্মান অর্জনের অর্থহীন লোভ অথবা ইমামতি ও পদমর্যাদা বহাল রাখার তাগিদে গায়েবানা জানাযা পড়াতে দেখা যায়। এটা কেবল মাযহাবের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতাই নয়; বরং গোনাহের কাজও বটে। যদি আলেমদের এ অবস্থা হয় তাহলে সর্ব সাধারণ লোক থেকে কি আশা করা যায়? তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।
- **প্রশ্ন :** বাদশাহ নাজ্জাশী এবং হযরত মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া মুযানী (রা.)-এর লাশের অনুপস্থিতিতে রাসূল (সা.)ও যে জানাযার নামায পড়েছেন?

  উত্তর : এটা একান্ত রাসূল (সা.)-এর সাথেই খাস ছিল, অন্য কারো জন্য তা জায়েয নেই। কেননা এমন অনেক বিষয় আছে যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে খাস, অন্যের জন্য জায়েয নেই। যেমন একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা রাসূল (সা.)-এর জন্য জায়েয ছিল, যা উম্মতের জন্য জায়েয নেই।

উল্লেখিত বিষয়টিও অনুরূপ। এ ব্যাখ্যা ছাড়াও এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য মু'জিযা ছিল। কেননা তাদের নামায আদায়ান্তে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী শক্তি দ্বারা লাশকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে এনে দিয়েছিলেন। আর রাসূল (সা.) লাশ দেখেছেন এবং মুক্তাদিগণ রাসূল (সা.)-এর ইকতেদা করেছেন।

- যদি স্বাভাবিকভাবে এটা জায়েয হত তাহলে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম যারা ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে দেশের দূর-দূরান্তে শহীদ হয়েছেন অথবা ইন্তেকাল করেছেন তাদেরও তিনি জানাযা পড়তেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের জানাযা পড়ার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং বলেছেনও যে, "তোমাদের কেউ ইন্তেকাল করলে অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিবে। কেননা আমার দু'আ অর্থাৎ জানাযার নামায তার জন্য রহমত স্বরূপ। নিজের কষ্ট হলেও জানাযায় উপস্থিত হতেন, দূর-দূরান্তে হলে দু'আ করতেন, এমনকি "বি'রে মায়ূনায় সত্তর জন হাফেযে কুরআন সাহাবীর শহীদ হওয়ার সংবাদ পেয়ে ব্যথিত-হৃদয়ে দীর্ঘ এক মাস যাবত তিনি (সা.) তাদের জন্য দু'আ করেছেন। যারা শত্রুদের ধ্বংসের বদ দু'আ করেছেন– এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েননি। শুধু তাই নয় রাসূলের ইন্তেকালের পরও সাহাবায়ে কেরামের দীর্ঘ শাসনআমলে কোন সাহাবী অন্যের গায়েবানা জানাযা পড়েননি। এর দ্বারা বুঝা যায়, উক্ত দুই ব্যক্তির সাথেই গায়েবানা জানাযা খাস ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কারো সাথে খাস নয়, হবেও না।

একাধিক বার জানাযা আদায়ের হুকুম

- আমাদের দেশে একাধিক বার জানাযা আদায়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অথচ একাধিক বার জানাযা আদায় করা ঠিক নয়। একান্ত যদি আদায়ের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে অলীর অনুমতি এবং অংশগ্রহণ ব্যতীত জানাযার নামায আদায় করা বাঞ্চনীয় এবং শেষ জানাযায় অলী শরীক হবে এরপর আর জানাযার নামায পড়বে না।
- একাধিক জানাযা অনুষ্ঠিত হলে যারা একবার জানাযায় শরীক হয়েছে তাদের জন্য পূণর্বার জানাযায় শরীক হওয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

নদী ভাঙ্গা মাটির নিচে বা বিল্ডিং ধসে চাপা পড়া ব্যক্তিদের জানাযা

- যদি কোন ব্যক্তি নদী ভাঙ্গা মাটির নিচে চাপা পড়ে অথবা ভূমিকম্পে বা ঝড়, তুফান বা অন্য কোন কারণে বিল্ডিং ধসে বিল্ডিংয়ের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে, আর শত চেষ্টার পরও যদি লাশ বের করে আনা সম্ভব না হয়, আর প্রবল ধারণা হয় যে লাশের বিকৃতি ঘটেনি তাহলে ঐ স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে তার জানাযা পড়া জায়েয আছে। আর যদি আকৃতি ও দেহ বিকৃতি হওয়ার ধারণা হয়, তাহলে জানাযা পড়া জায়েয নেই।

একাধিক লাশের জানাযা একসাথে পড়ার নিয়ম

- যদি একই সময় কয়েকটি লাশ জানাযার জন্য উপস্থিত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তম হলো প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক জানাযা পড়া।
- যদি সময় সংক্ষেপ হওয়ার দরুন বা অন্য কোন ওজরের দরুন অথবা বহু লাশের জানাযা দিতে গেলে জানাযায় লোকজনের কষ্ট হওয়ার আশংকা হয় বা দাফন করতে করতে রাত হয়ে যাবার বা অন্য কোন অসুবিধা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে উত্তম হলো একসঙ্গে সকলের জানাযা আদায় করে নেয়া।
- যদি এক সাথে পড়া হয়, তাহলে ইমামের সামনে পুরুষের লাশ রাখবে এবং সকলের মাথা এক বরাবর করে নেবে। যেন ইমাম সাহেব সকলের সীনা বরাবর দাঁড়াতে পারেন।
- যদি লাশ বিভিন্ন শ্রেণীর হয় যথা– নারী, পুরুষ, ছোট বাচ্চা, ইত্যাদি তাহলে পুরুষের লাশ ইমামের সামনে এবং তাদের মধ্যে যে বেশী নেককার তার লাশটা সামনে রাখবে। অতঃপর বাকী পুরুষের তারপর কেবলার দিকে সামনে ছোট শিশুর লাশ, তারপর মহিলার লাশ, তারপর নাবালেগা মেয়েদের লাশ এমনিভাবে রাখবে যাতে ইমাম সাহেব সবার সিনা বরাবর দাঁড়াতে পারেন।
- উক্ত জানাযার দু'আর ক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষের দু'আ পাঠ করলেই চলবে নাবালেগ শিশুদের জন্য আলাদা দু'আর প্রয়োজন নেই। কেননা বয়স্ক পুরুষের দু'আই তাদের জন্য যথেষ্ট।

জানাযা নামাযের পর মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানো

- জানাযা নামাযের পর লোকদেরকে মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানো মাকরূহ। কারণ এর দ্বারা দাফন করতে দেরী হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে কাউকে দেখানো জায়েয আছে। তবে বেশিক্ষণ চেহারা খোলা রাখা এবং দেখার প্রচলন করা ঠিক নয়। মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে।

অলীর অনুমতি ব্যতীত জানাযা পড়ে ফেললে

- শরীয়ত যাদেরকে ইমামতের হকদার সাব্যস্থ করেনি, অলীর অনুমতি ব্যতীত যদি এরূপ কেউ নামাযে জানাযা পড়ে ফেলে, তাহলে অলীর জন্য এমতাবস্থায় পুনরায় নামাযে জানাযা পড়ার অধিকার থাকে। এরূপ অবস্থায় দাফন কার্য সমাধা হয়ে গেলে ও লাশ ফেটে অথবা পঁচে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অলীর জন্য কবরে জানাযার নামায পড়ার অনুমতি আছে।
- অলী কর্তৃক নামাযে জানাযা আদায়ের পর পুনরায় জানাযার নামায পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা অলীর অনুমতি এবং অংশগ্রহণ করার কারণে জানাযার নামাযের ফরয (কেফায়া) আদায় হয়ে যায়। সুতরাং পুনরায় আদায় করলে নফলের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। আর নফল নামাযের জানাযার কোন বিধান নেই।
- কোন মহিলার জানাযার নামাযে স্বামী ও পিতা উভয়েই উপস্থিত থাকে তাহলে এ অবস্থায় নামায পড়ানোর ক্ষেত্রে পিতার অনুমতি অগ্রগণ্য। পিতা নিজে নামায পড়াবে অথবা স্বামীকে অনুমতি দিবে।
- মৃত মহিলার যদি স্বামী থাকে এবং স্বামীর ঔরসে তার কোন বালেগ জ্ঞান সম্পন্ন ছেলে সন্তানও থাকে, তখন ঐ ছেলেই ওলী হবে, স্বামী নয়। তবে ছেলের জন্য পিতার আদব রক্ষার্থে অগ্রগামী হওয়া মাকরূহ। তাই ছেলের জন্য উচিত হচ্ছে পিতাকে আগে বাড়িয়ে দেয়া এবং অগ্রাধিকার দেয়া।
- স্ত্রীর পিতা। বা ছেলে না থাকাবস্থায় জানাযার ক্ষেত্রে স্বামীই উত্তম অতঃপর অন্যান্যরা।

যে ব্যক্তি জানাযার দু'আ-দরূদ কিছুই জানে না তার নামায

- যদি কোন ব্যক্তি জানাযার দু'আ-দরূদ কিছুই না জানে এবং নিয়ত করে এমনি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। তবে পূর্ণ সওয়াব পাবে না, আংশিক সওয়াব পাবে।

জানাযার নামাযে কুরআন তেলাওয়াত

- জানাযার নামাযে কুরআন পড়া নিষেধ! কিন্তু সূরায়ে ফাতেহা দু'আর নিয়তে পাঠ করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই, কেরাতের নিয়্যতে পড়া হলে কেবল তখনই নিষেধ। কেননা এটা দু'আর স্থান, কেরাতের স্থান নয়। তবে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করতে চাইলে, তাও পাঠ করতে হবে তাকবীরে তাহরীমার পর। অর্থাৎ প্রথম তাকবীরের পর অন্য সময় নয়।

জানাযার নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ নিষেধ

- জানাযার নামাযের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা নিষেধ। কেননা জানাযা নামাযই মুর্দারের জন্য দু'আ। তাই উক্ত নামাযে রুকু, সেজদা, কিরাত, আত্তাহিয়্যাতু বা আখেরী বৈঠক নেই।

দুই কাতারের মাঝে ফাঁকা জায়গার পরিমাণ কতটুকু?

- বলা হয়ে থাকে যে, জানাযার নামাযে দুই কাতারের মাঝখানে সেজদা করা যায় পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে– এ ধরণের কোন নিয়ম শরীয়তে নেই এবং প্রয়োজনও নেই। তবে মানুষ কম থাকলে এক কাতার পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়ালে অসুবিধা নেই। আর মানুষ বেশী হলে মাঝখানে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়ালেও কোন অসুবিধা নেই।

অবৈধ বাচ্চার জন্ম ও মৃত্যুতে করণীয়

- অবৈধ গর্ভ সঞ্চার বা যিনার দ্বারা যে, বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে তার কানেও আযান দেয়া মুস্তাহাব এবং তার মৃত্যুর পর জানাযা দেয়া আবশ্যক।

নাবালেগ ইমামের পিছনে জানাযার হুকুম

- নাবালেগের পিছনে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি জানাযার নামাযের ইক্তেদা করা জায়েয নেই।

জানাযার নামায ওয়াক্তিয়া সুন্নতের আগে না পরে?

- জানাযার নামায ওয়াক্তিয়া ফরয পড়ার পর সুন্নতের আগেও পড়া যায় পরেও পড়া যায়।
- যদি ফরয নামাযের পূর্বে জানাযা এসে উপস্থিত হয় জামাতের সময় তখনো অনেক বাকী, আর লোকজনও উপস্থিত তাহলে জানাযার নামায আগে পড়ে নেয়াই উত্তম। আর লোকজন উপস্থিত না থাকলে জামাতে নামায পড়ার পরই জানাযার নামায আদায় করবে।

খাটিয়ায় লাশ বহন করে কবরে নিয়ে যাওয়ার তরীকা

- মৃত ব্যক্তির লাশ খাঁটে করে জানাযা পড়ার স্থানে এবং পরবর্তীতে কবরস্থানে নিয়ে যাবার সুন্নত তরীকা হলো চার পায়া বিশিষ্ট খাটিয়ায় করে চার ব্যক্তি বহন করে নিয়ে যাবে, চারের অধিক ব্যক্তিও খাটিয়ার হাতল ধরতে পারবে।
- খাটিয়া উঠানোর সময় মৃত ব্যক্তির মাথা সামনের দিক থাকবে।
- খাটিয়ার চার পায়া এক একজন করে চার জনে বা ততোধিক ব্যক্তি উঠিয়ে কাঁধে করে সম্মান ও ইয্যতের সাথে নিয়ে যাবে। অতি তাড়াতাড়ি দৌড়ানোর মতোও না, আবার অতি আস্তেও না; বরং মধ্যম গতিতে নিয়ে চলবে।
- খাটিয়া বহনকারীগণ খাটের প্রত্যেক হাতল কাঁধে নিয়ে দশ কদম করে চলবে এবং দশ কদম পর পর হাতল বদলাবে এভাবে কাঁধে নিয়ে মোট ৪০ কদম চলবে।
- ক্রমান্বয়ে যখন চল্লিশ কদম শেষ হবে, তখন যথারীতি চলতে থাকবে। এখন আর দশ কদম পর পর বদলানোর প্রয়োজন নেই, যখন যার খুশি খাটিয়ার হাতল বদলাতে পারবে। যাদের খুশি তারা বহন করতে পারবে।

খাটিয়া বদলানোর তরীকা

- ১. প্রথমে লাশের ডান দিকের আগের হাতল ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম।

  ২. তারপর পিছনের ডান পার্শ্বের হাতল ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম।

  ৩. তারপর লাশের বাম পার্শ্বের সামনের হাতল বাম কাঁধের নিয়ে দশ কদম।

  ৪. তারপর লাশের বাম পার্শ্বের পিছনের হাতল কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। তাহলে চার পায়া কাঁধে নিয়ে মোট ৪০ কদম চলা হবে।

- হাদীস শরীফে জানাযাকে কমপক্ষে ৪০ কদম কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার বহু ফযিলত এসেছে। বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন লাশকে চল্লিশ কদম বহন করে নিয়ে যাবে, তার চল্লিশটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

- উল্লিখিত পদ্ধতিতে আমল করা যদি অসুবিধা ও কষ্টকর হয়, তাহলে এরকম না করে সাধ্য মোতাবেক আমল করলেও কোন অসুবিধা নেই।

শিশু বাচ্চার লাশ বহন করার পদ্ধতি

- দুগ্ধ পোষ্য শিশু বাচ্চা, অথবা তার থেকে কিছু বড় বাচ্চা যদি মারা যায় তাহলে কাফন পড়িয়ে তাকে হাতে হাতে করে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে, অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি তার উভয় হাতের উপর লাশটিকে উঠিয়ে কবরের দিকে নিয়ে যাবে, কিছুদূর যাওয়ার পর সে লাশটিকে অন্য একজনের হাতে হস্তান্তর করবে, কবরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে হাত বদল অব্যাহত রাখবে। আর যদি আরোহণ অবস্থায়ও তাকে নিজের হাতে রাখে তথাপিও কোন ক্ষতি নেই। যদি শিশুটি অপেক্ষাকৃত বড় হয় তখন তাকে খাটিয়ায় করে বহন করতে হবে।

খাটিয়া বা লাশের সংক্রান্ত আরো কিছু নিয়মাবলী

- স্বাভাবিকভাবে কাঁধে করে হেঁটে হেঁটে খাটিয়ায় করে লাশ নিয়ে যাওয়া সুন্নত, তবে কবরস্থান বা জানাযার নামায পড়ার জায়গা অনেক দূরে

হওয়ার কারণে, যদি হেঁটে যাওয়া কষ্টকর হয় এবং অসম্ভব হয় তাহলে গাড়ীতে উঠাতে ও নামাতে খাটিয়া ব্যবহার করবে।

- খাটিয়াসহ লাশ যদি অনেক ভারী হয়ে যায়, যার দরুন চারজন বহন করা কষ্টকর হয়, অথবা কোন পরহেজগার ও মুত্তাকী বুজুর্গের লাশ বহন করে বরকত হাসিল করার জন্য সবাই আগ্রহী হয় সে ক্ষেত্রে চারের অধিক হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই; বরং চার থেকে কম হওয়াটা নিষেধ, বেশি হওয়াতে দোষ নেই।
- মৃত ব্যক্তি যদি কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন হয় অথবা নেককার পরহেজগার মুত্তাকী ও বুজুর্গ ব্যক্তি হয়, তাহলে তার জানাযার সাথে কবর পর্যন্ত যাওয়া নফল নামায অপেক্ষা উত্তম।
- লাশের পিছনে পিছনে, জানাযা নামাযের স্থানে বা কবরস্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। তবে সামনে হাঁটাও জায়েয আছে। লাশ পিছনে রেখে অনেক দূর চলে আসা অথবা সকল সহযাত্রীও লাশ পিছনে ফেলে সামনে চলে আসা মাকরূহ। তদ্রূপ লাশের আগে আগে কোন যানবাহনে চড়ে গমন করাও মাকরূহ।
- জানাযার পিছনে পিছনে যারা চলে, তাদের জন্য জিকির করা উচ্চৈঃস্বরে দু'আ কালাম পাঠ করা বা لا اله الا الله এর জিকির করা মাকরূহ।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জানাযার সাথে গমন করতেন তখন নীরব থাকতেন এবং মনে মনে মৃত্যুর চিন্তা করতেন।
- লাশ নিয়ে যাবার সময় চুপে চুপে দু'আ দরূদ পাঠ করা ভাল।
- মুর্দারের খাটিয়ার চার কোণে আগর বাতি জ্বালিয়ে তা বহন করা নিষেধ।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) পায়ে হেঁটে কবরস্থানে যেতেন এবং বলতেন, "ফেরেশতারা পায়ে হেঁটে চলছে, আমি আরোহণ করি কি করে?" তাই পায়ে হেঁটে কবরস্থানে যাওয়া ভাল, আর ওজরের কারণে আরোহণ করতে বাধা নেই। ফেরার সময় যে কোনভাবে ফিরে আসা যায়।

যেভাবে লাশ নেয়া মাকরূহ

- মালের বস্তার মত লাশকে টানা হেঁচড়া করা এবং এভাবে পিঠে অথবা কাঁধে বহন করা মাকরূহ।
- লাশকে নিয়ে এত দ্রুত গতিতে হাঁটা বা দৌড়ানো, যাতে লাশ নড়াচড়া করতে থাকে এবং লাশের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হয় বা লাশ পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে মাকরূহ হবে।
- মহিলাদের জন্য লাশ বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। আর খাটিয়ার পিছনে পিছনে যাওয়াও তাদের জন্য মাকরূহে তাহরীমি।
- লাশের সাথে গমনকারী কারো জন্য জানাযার নামায আদায় না করে ঘরে ফিরে আসা ঠিক নয়। তবে জানাযার নামায আদায় করার পর সাথীদের থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে অসুবিধা নেই।
- কবরের পার্শ্বে জমির উপর লাশ নামানোর পর, গমনকারীগণ বসলে কোন দোষ নেই। কিন্তু লাশ কাঁধ হতে নামানোর পূর্বে বসা মাকরূহ। বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে কবরে মাটি দেয়ার পূর্বে না বসাই ভাল।
- মহিলা মুর্দারের খাটিয়াকে ঢেকে নেয়া অর্থাৎ পর্দা করে নেয়া মুস্তাহাব।

চতুর্থ অধ্যায়

দাফন করার হুকুম

- মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কেফায়া।
- সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা সুন্নত।

দাফন করার সুন্নত তরীকা

- কিবলার দিক হতে মুর্দাকে দাফন করার জন্য নামাবে এবং কবরে রাখার সময় বলবে– بسم الله وعلى ملة رسول الله
- অসম্ভব হলে যে কোন দিক থেকেই কবরে নামানো যায়।
- কবরে অবতরণকারী, জোড় অথবা বে-জোড় হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চারজনে কবরে অবতরণ করেন।
- মহিলাকে কবরে নামানোর সময় পর্দা করা মুস্তাহাব। আর কাফন খুলে লাশের অংশ বের হওয়ার আশংকা হলে পর্দা করা ওয়াজিব।
- পুরুষের জন্য পর্দার কোন প্রয়োজন নেই। তবে বৃষ্টি কিংবা রৌদ্রের তাপ ইত্যাদিতে উজরের কারণে পর্দা করলে কোন অসুবিধা নেই।

মুর্দাকে কবরে শোয়ানোর সুন্নত তরীকা

- মুর্দাকে কেবলামুখী করে ডান কাতে শুইয়ে দেওয়া সুন্নত। চিত করে শুইয়ে শুধু মুখ কেবলামুখী করে দেয়া যথেষ্ট নয়, কোন কোন অঞ্চলে এ ভুল প্রথাটি চালু আছে। তাই এমন ভাবে শুয়ানো উচিত যেন সীনা ও চেহারা কেবলার দিকে থাকে। আর এভাবে শুয়ানো সুন্নতে মুয়াক্কাদা।
- সীনা কেবলামুখী না করে শুধু মুখ কেবলামুখী করলে এতে সুন্নতের সওয়াব অর্জন হবে না। উল্লেখ্য আমাদের দেশে কোন কোন এলাকায় মুর্দাকে সাধারণত চিত করে শোয়ায়ে শুধু চেহারা কেবলামুখী করতে চেষ্টা করা হয়, এটা ভুল তরীকা। এতে কোন সওয়াব নেই। যেমন–

কেউ নামাযের মধ্যে সীনা উত্তর বা দক্ষিণমুখী করে, মুখ কেবলামুখী করে রাখলে তাতে নামায ছহীহ হয় না। অতএব এ ভুল প্রচালনের সংশোধন হওয়া দরকার।

- সুন্নত তরীকায় শুয়ানোর জন্য ৩ টি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

  ১. কবর পশ্চিম দিকে বেশি ঢালু করে দিবে।

  ২. মুর্দারের পিঠের দিকে মাটির আইলের মতো করে মাথার নীচেও কিছু মাটি দিবে।

  ৩. মুর্দারের কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বালম্বি এক বিঘত গর্ত করে তার মধ্যে ডান কাতে মুর্দাকে শোয়ায়ে দিবে।

- মুর্দাকে কবরে ডান কাতে সুন্নত মোতাবেক শোয়াতে কোন অসুবিধা হলে বাইরে থেকে শক্ত মাটি কিংবা কাঁচা ইট এনে মাথা ও পীঠের নীচে দিবে।

- বিশেষ উজরের কারণে লাশ যে কোন ভাবে কবরস্থ করা যায়। কিন্তু কোন উজর না থাকলে কেবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এবং ডান কাতে শোয়াতে হয়। যাতে ঈমানের স্থান মৃতের বক্ষ কেবলামুখী থাকে, এটাই সুন্নত তরীকা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ ব্যাপারে জনগণকে অবহেলা করতে দেখা যায়। এমন কি অনেক আলেম-ওলামাগণও এ বিষয়টি এড়িয়ে চলেন এবং ফিত্নার ভয়ে সঠিক মাসআলাটি জনগণকে বলেন না। আবার কোন কোন আলেম আস্তে আস্তে বলেন, কিন্তু জনগণ কর্ণপাতও করে না।

- মুর্দাকে কবরে শোয়ানোর পর কাফনের বাঁধনগুলো আস্তে করে খোলে দিবে।

- অতঃপর কবরে অবতরণকারীগণ উপরে উঠে আসবে, লাশকে সামনে রেখে উঠতে পারলে ভাল অন্যথায় নিজ নিজ সুবিধামত উপরে উঠবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে মুর্দারের শরীরে যেন পা না লাগে বা মাটি না পড়ে।

- দাফনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই উভয় হাতে তিন তিন মুষ্ঠি মাটি নিয়ে মাথার দিক হতে দেয়া মুস্তাহাব।

- প্রথম মুষ্ঠি দেওয়ার সময় বলবে– منها خلقناكم
- দ্বিতীয় মুষ্ঠি দেয়ার সময় বলবে– وفيها نعيدكم
- তৃতীয় মুষ্ঠি দেয়ার সময়– ومنها نخرجكم تارة اخرى
- মহিলাদের লাশ কবরে নামানোর সময়, তার পিতৃবংশের লোকজন নামানোই উত্তম। যেমন পিতা, ভাই, চাচা, মামা, ছেলে, নাতি, ভাতিজা, ভাগিনা, প্রমুখ আর যদি পিতৃবংশের কেউ না থাকে, তাহলে স্বামী ও তার অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কেউ নামাবে। আর এদের কেউ-ই না থাকলে অন্য কেউ নামতে পারে এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে তার লাশ রাখার জন্য কবরে কোন মহিলা নামবে না।
- বাঁশ দ্বারা ভাল করে কবরের মুখ বন্ধ করে দিবে এবং বাঁশের উপর চাটাই বা এ জাতীয় কিছু দিলে ভাল হয়, যেন মাটি মুর্দারের গায়ে না পড়ে।
- পাকা ইট ও তক্তা দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করা মাকরূহ।

বাক্সে বা সিন্দুকে ভরে দাফনের বিধান

- অপ্রয়োজনে সিন্ধুকে ভরে কবরস্থ করা ঠিক নয়, কেননা খ্রিস্টান, নাসারা এবং অহংকারীরা এরূপ করে থাকে বিধায় মুসলমানদের জন্য এটা বর্জনীয়।
- তবে মাটি যদি নরম হয় এবং কবর ধসে যাওয়ার ভয় হয়, তাহলে পাকা ইট এবং তক্তা দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করা মাকরূহ হবে না এবং বাক্সে বা সিন্ধুকেও কবরস্থ করা যাবে।
- মাটি একেবারেই নরম বা বালু মাটি বা পানি হওয়ার কারণে বগলী-সিন্দুকী কোন কবরই বানানো যদি সম্ভব না হয় অথবা কবর বানানোর সাথে সাথে পানিতে কবর ভরে যায় তাহলে এ সকল সমস্যাদির কারণে বাক্সে বা সিন্দুকে ভরে মাটির গর্তে দাফন করা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় বাক্সে বা সিন্দুকে সামান্য মাটি ভরে দিয়ে তার উপর লাশ রাখবে। আর সম্ভব হলে লাশের পার্শ্বে বাক্সের ভিতর কাঁচা ইট দিয়ে দেবে। অন্যথায় বাক্সটি মাটি দ্বারা লেপে দিবে।

কবরে পিঠ উঁচু করার পরিমাণ

- কবরের পিঠ উঠের পিঠের ন্যায় এক বিঘৎ বা তার চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণ উঁচু করে বানানো মুস্তাহাব।

দাফনের পর করণীয়

- দাফনের পর কিছু সময় কবরের নিকট অবস্থান করা এবং মৃতের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা ও মৃতের রূহের প্রতি ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) লাশ সমাধিস্থ করার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করতেন, যেন মৃত ব্যক্তি মুনকার নকীরের প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিতে পারে এ বিষয়ে রাসূলে পাক (সা.) অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন।
- দাফনের পর মৃত ব্যক্তির শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরায়ে বাকারার শুরু থেকে 'মুফলিহুন" পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে "আমানার রাসূল" থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব অথবা অন্য যে কোন সূরা পাঠ করা যেতে পারে।
- মাটি দ্বারা কবরের উপরিভাগ বন্ধ করার পর এর উপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান ইব্রাহীমের কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেন, যাতে কবরের মাটি বসে যায়।
- কবর সংরক্ষণের জন্য উপরে ভারিবস্তু ডাল-পালা ইত্যাদি দিয়ে রাখা জায়েয আছে। যাতে হিংস প্রাণী ঢুকে না যায় এবং কবরের কোন ক্ষতি না করে। এ উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে বেড়াও দেয়া যেতে পারে। তবে উপরে চাদর বিছিয়ে রাখা বা পুষ্পস্তবক অর্পণ করা বিদআত।
- কবরের দুই পাশে খেজুর বা অন্য কোন গাছের ডাল পুঁতে দেওয়ার যে ভুল প্রথা প্রচলিত আছে, তা গলত আকীদা হওয়ার কারণে এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।
- দিনের বেলা দাফন করা উত্তম, বিশেষ উজরের কারণে রাতে দাফন করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা রাতে দাফন করা সাহাবায়ে কেরামের আমলে পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা.)-কে রাতে দাফন করা হয়েছে।

- লাশ রাখার পর বাঁশ ইত্যাদি না দিয়ে সরাসরি গায়ের উপর মাটি চাপা দিয়ে দাফন করা খেলাফে সুন্নত। এর দ্বারা মুর্দাকে বেইজ্জতি করা হয়, যা গর্হিত কাজ। এতে দাফনকারী লোকজন গুনাহগার হবে। সুতরাং মুসলমানদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরী।
- যেই মাটি কবর হতে উঠানো হয়েছে এগুলো দিয়েই কবর দেবে এগুলো বাদ দিয়ে অন্যস্থান থেকে অতিরিক্ত মাটি দেয়া মাকরূহ।
- দাফনের পর চারটি রসুন হাতে নিয়ে চার কোণায় বসে চার কুল সূরায়ে নাস, ফালাক এখলাস-কাফেরুন পাঠ করে রসূন পূতে দেয়ার যে প্রচলন, তা একেবারে ভিত্তিহীন। শরীয়ত বহির্ভূত কাজ।
- প্রচলন আছে যে দাফন করার পর কোথাও চল্লিশ আবার কোথাও সত্তর কদম দূরে গিয়ে দু'আ করা হয় এ ধরণের প্রথা শরীয়তে প্রমাণিত নেই। তাই এ সকল বিদআত থেকে বিরত থাকা জরুরী।
- কোন কোন এলাকায় প্রথা আছে যে, দাফনের পর কয়েক কদম পিছে গিয়ে আবার দু'আ করা, তার পর আবার কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে দু'আ করা এভাবে তিনবার দু'আ করা। এসব শরীয়তে নেই এটাকে জরুরী মনে করা বিদআত।

ভুল তরীকায় দাফন করলে করণীয় কি?

- যদি ভুল বশতঃ অথবা মাসআলা না জানার কারণে কিংবা প্রথাগত কারণে চিৎ করে দাফন করা হয়ে থাকে, তাহলে সুন্নত তরীকা বা ডান কাতে দাফনের লক্ষে কবর খোলা যাবে না। অবশ্য যদি মাটি দ্বারা কবর ভরাট না হয়ে থাকে, তাহলে বাঁশ এবং চাটাই সরিয়ে সুন্নত তরীকায় ডান কাতে শুয়ায়ে দাফন করবে।

দাফনের পর পুনরায় লাশ উত্তোলনের হুকুম

- দাফনের পর বিনা উজরে লাশ কবর থেকে পুনরায় উঠানো জায়েয নেই। তবে ওজরের কারণে জায়েয। যেমন : কেউ অন্য কারো জমীনে জোর করে দাফন করেছে। কিন্তু এখন তার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জমিনের মূল্য আদায় করে দেয়ার প্রস্তাবও গ্রহণ করছেনা। এ অবস্থায় কবর থেকে উঠানো জায়েয আছে।

- সমুদ্রের কিনারায় বা নদী গর্ভে লাশ বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হলে কবর স্থানান্তর করা জায়েয আছে।
- কেবল গোসল, কাফন এবং সুন্নত তরীকায় পুনঃদাফনের জন্য কবর খনন করা জায়েয নেই।
- শহর থেকে গ্রামে, অথবা গ্রাম থেকে শহরে, মনের আবেগ অথবা দুনিয়াবী ও রাজনৈতিক স্বার্থে কবর খনন করা অথবা স্থানান্তর করা মোটেই জায়েয নেই।
- দাফনের সময় যদি কারো মূল্যবান আসবাব পত্র, জরুরী কোন মাল-সামানা ভুলে কবরে রেখে আসা হয়, এমতাবস্থায় পুনরায় কবর খোলে উক্ত বস্তুটি উঠানো যাবে। কিন্তু সামান্য মাল-সামানা ও আসবাবপত্রের জন্য খোলা জায়েয নেই।
- কবরে লাশ রাখার পূর্বে যদি কবর ধসে যায়, তাহলে অন্য জায়গায় নতুন করে কবর বানাবে।
- যদি লাশ রাখার পর মাটি ঠিক করার সময় কবর ধসে যায় তাহলে লাশ উঠিয়ে অন্যত্রে কবর দেবে না; বরং ঐ কবরটিকেই উপরের দিক দিয়ে ঠিক করে দিবে।

একাধিক লাশ এক সঙ্গে একই কবরে দাফনের বিধান

- প্রতিটি লাশকে ভিন্ন ভিন্ন কবর দেয়া সুন্নত। একই কবরে একাধিক লাশ দাফন করা ঠিক নয়, তবে বিশেষ উজর দেখা দিলে জায়েয আছে। যেমন– কোন মহামারিতে অনেক নারী-পুরুষ এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। এরপর ধারাবাহিকভাবে একের পর এক মৃত্যুবরণ করতেই আছে। অথবা ট্রেন বাস বা ভূমিকম্পে বা ঘুর্ণিঝরে অথবা আগুন লেগে একসাথে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কবর তৈরীর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এক কবরে একাধিক লোককে কবর দেয়া জায়েয আছে, তবে প্রতি দুইজনের মাঝখানে কাপড় বা মাটি দ্বারা পৃথক করতে হবে। দুইজনের শরীর যাতে খালি গায়ে একত্রে না হয়।

- লাশ রাখার তরতীব হচ্ছে, পুরুষদের লাশগুলোকে একত্রে পাশাপাশি রাখবে, আর মহিলাদের লাশগুলো একত্রে পাশাপাশি রাখবে প্রথমে পুরুষের লাশগুলো কেবলার দিকে রাখবে, তারপর মহিলাদের লাশ। প্রত্যেক লাশের মাঝখানে সামান্য মাটি দ্বারা আড়ল করে দেবে।
- আর যদি পুরুষ-মহিলা, নাবালেগ শিশু সন্তান একত্রে মৃত্যুবরণ করে, এমতাবস্থায় পুরুষকে কেবলার দিকে শোয়াইবে। তারপর ছেলে শিশুদেরকে, তারপর কন্যা শিশুদেরকে, তারপর হিজরা থাকলে হিজরাকে, তারপর মহিলা মুর্দাকে শোয়াবে এবং মুর্দারদের মাঝে কিছু মাটি দ্বারা আড়াল করে দিবে।

নিজ ঘরে দাফনের হুকুম

- নিজ ঘরে দাফনের অসীয়ত করে গেলে, মৃত ব্যক্তির উক্ত অসীয়ত পালন যোগ্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) কবর স্থানে দাফনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ঘরের ভিতর দাফন করা খেলাফে সুন্নত।
- কেউ যদি যুক্তি পেশ করে যে, রাসূল (সা.)-কে-ই তো তার নিজ ঘরে দাফন করা হয়েছে?
- তার উত্তর হচ্ছে নবী-রাসূলগণের-ব্যাপার স্বতন্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তার নির্দেশ মোতাবেক ঘরে ভিতর দাফন করা হয়েছে। কোন সাহাবায়ে কেরামকে তাদের ঘরে দাফন করা হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়
কবর তৈরির পদ্ধতি

- কবর দুই প্রকার ১. বগলী বা লাহাদ ২. সাক বা সিন্দুকী।
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে উক্ত দুই ধরণের কবরেই দাফন করা হতো। তবে মাটি যদি শক্ত হয় তাহলে বগলী কবর অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বগলী কবরে দাফন করা হয়েছে।

বগলী কবর খননের পদ্ধতি

- লাশ যতটুকু লম্বা হয়, কমপক্ষে তার অর্ধেক গভীর করে খনন করার পর পশ্চিম দিকে একটি বাক্সের মতো গাড়া বা বগল বানাবে– যাতে লাশটি সুন্দর ভাবে রাখা যায়। যেন এটা একটি ছাদ বিশিষ্ট কামরা। আর পশ্চিম দিকে একটু ঢালু করে বানাবে যাতে পূর্ণ লাশটি কেবলামুখী হয়ে যায়। সেখানে লাশটি রাখার পর মাঝখানে কোন কিছু দিয়ে বন্ধ করে দেবে, যাতে লাশের উপর মাটি না যায়– (বন্ধ করার বস্তুটি কাঁচা বাঁশের খলকা বা কঞ্চিও হতে পারে, আবার কাঁচা ইটও হতে পারে। তারপর আসল কবরটি মাটি দ্বারা ভরাট করে দিবে।
- অথবা এভাবে বানাবে ১. প্রথমে সোজা করে উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘে ৪ হাত, ২. প্রস্থে পৌনে দুই বা দুই হাত ৩. এবং আড়াই হাত গভীর করে একটি গর্ত খনন করবে।
- তারপর পশ্চিম দিকে দেয়ালের নীচে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করে গর্ত খনন করবে এবং পশ্চিম দিকে একটু ঢালু করে বানাবে যাতে পূর্ণ লাশটি রাখলে কেবলামুখী হয়ে যায়, সেখানে মুর্দাকে রাখবে। তারপর বাঁশ দ্বারা বন্ধ করে তার উপর চাটাই ফেলে সম্পূর্ণ কবরটি মাটি দ্বারা ভরাট করে দিবে।

সাক বা সিন্দুকী কবর খননের পদ্ধতি

- সিন্দুকী কবর তখনই বানাবে যখন মাটি নরম হয়, সিন্দুকী কবর ছাড়া কোন উপায় না থাকে।
- লাশের অর্ধেক বা তার চেয়েও কিছু বেশি পরিমাণ গভীর করে মাঝখানে একটি ড্রেনের মতো বানাবে– যাতে লাশটা রাখা যায়।

- পশ্চিম দিকে একটু ঢালু করে বানাবে যাতে সম্পূর্ণ লাশটি কেবলামুখী হয়ে যায়।
- সিন্দুকী কবরের প্রস্থের পরিমাণ হচ্ছে, দৈর্ঘের অর্ধেক।
- লাশটা যতটুকু লম্বা তার চেয়ে সামান্য পরিমাণ লম্বা করে খনন করা ভাল।
- কবর বানানোর সময় অবশ্যই দিক ঠিক রাখার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে।
- কেউ কেউ কবরকে এতটুকু গভীর করে বানায় যেন ফেরেশতারা হিসাব নিকাশের জন্য সুন্দর ভাবে লাশটাকে বসাতে পারে, এ ধরণের কথাবার্তা শরীয়ত বহির্ভূত। তাই এসব চিন্তা করে কবর অতি গভীর করে খনন করা উচিত নয়।

পুরাতন কবরে অন্যকে কবর দেয়ার নিয়ম

- কবর অধিক পুরাতন হয়ে যাবার পর যখন মনে হয় যে, মুর্দারের হাড্ডিগুলোও মাটি হয়ে গেছে (আনুমানিক ১০/১২ বৎসর পর) তখন তার উপর অন্য কবর খনন করে আরেকজনকে কবর দেয়া জায়েয আছে। নতুন কবর বানাতে গিয়ে যদি পুরাতন হাড় পাওয়া যায়। তাহলে হাড়গুলো একত্র করে খনন কৃত কবরের এক কোণে রেখে দিবে। শরয়ী উজর ছাড়া পুরানো হাড় অন্য জায়গায় দাফন করা ঠিক নয়।

পুরাতন কবর স্থানান্তর বা তার উপর বাড়ী-ঘর নির্মাণ করার বিধান

- ওয়াক্‌ফকৃত না হয়ে যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন কবর এত পুরাতন হয় যে, সেখানে দাফনকৃত লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলে প্রবল ধারণা হয়, যা (আনুমানিক ১০/১২ বৎসর পর) তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে তার উপর ঘর-বাড়ী বা মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণ করা জায়েয আছে। আর ওয়াক্‌ফকৃত হলে এরূপ কবরস্থানে ঘর-বাড়ী তোলা মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণ করা জায়েয নেই। তবে চেষ্টা করবে যতদূর সম্ভব কবরের উপর কিছু স্থাপন না করার।

- যদি মৃত ব্যক্তির হাড় সমূহ বাকী থাকে, তাহলে এরূপ কবরের উপর চলাফেরা করা, গাড়ী রাখা, ঘর বাড়ী উঠানো জায়েয হবে না। কেননা এর দ্বারা আদম সন্তানের প্রতি অবমাননা করা হয়।

অনুমতি ছাড়া অন্যের জমিতে কবর দেয়ার বিধান

- অনুমতি ব্যতীত অন্যের মালিকানা জায়গায় কবর দেয়া জায়েয নেই। কেউ কবর দিলে উক্ত জমির মালিক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে বলবে, তোমাদের লাশ তোমরা উঠিয়ে নিয়ে যাও। যদি উঠিয়ে না নেয় তাহলে জমির মালিকের জন্য জায়েয আছে, ইচ্ছা করলে লাশ উঠিয়েও দিতে পারে ইচ্ছা করলে লাশ জমির ভিতরে রেখে, উপরে কবরের চিহ্ন মিটিয়েও দিতে পারে।
- মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কাউকে কবর দেয়া জায়েয নেই। কিন্তু ওয়াক্‌ফকারী যদি ওয়াক্‌ফ করার সময় উক্ত জমির কিছু অংশে কবর দেয়ার অনুমতি প্রদান করে থাকেন, তাহলে জায়েয হবে অন্যথায় নয়।

কবর ও দাফন সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

মাসআলা : কোন কবরস্থান যদি নদী বা সাগর গর্ভে বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হয় তাহলে স্থানান্তর করার প্রয়োজন নেই। অথবা যদি কবরের উপর দিয়ে বিশ্ব রোড হওয়ার কারণে কবর বিলীন হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কেননা যে কোন স্থান থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে বা সওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে কুরআন শরীফ পাঠ করলে বা দান-সদকা করলে মুর্দারের নিকট তার সাওয়াব পৌঁছে যায়। এর জন্য কবরের পাশে যাওয়া জরুরী নয়। আসল কবর তো অদৃশ্য জগতে বিদ্যমান আছেই। বস্তুত আমরা দু'চোখে যে কবর দেখি এটা মূলত নকল কবর। কেননা যাদেরকে মাছে ভক্ষণ করে ফেলে, বা যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা যাকে শত্রুরা বা ডাকাতেরা টুকরা টুকরা করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়, তাহলে কি তার বিচার নেই? তার নিকট কি ফেরেশতাগণ প্রশ্ন নিয়ে আসবেন না? তার কি জান্নাত জাহান্নাম নেই?

মাসআলা : কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন গোরস্থানের কবর যদি এরকম পুরাতন হয় যে, তার মধ্যে লাশ সম্পূর্ণ মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। তাহলে তা আর কবরস্থানের হুকুমে থাকে না বরং সাধারণ জমিতে পরিণত হয়ে যায়। তখন সেখানে অন্যান্য জমির মতো চাষাবাদ করা গাছপালা রোপণ করা, বাড়ী-ঘর বা মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করা রাস্তা-ঘাট তৈরী করা এসব বৈধ আছে। কেননা কবরস্থানের সম্মান তো করতে হয় মূলত মুর্দার ব্যক্তির সম্মানার্থেই যখন মুর্দা মাটিতে পরিণত হয়ে যায়, তখন আর এমন খালি জমিনের কোন সম্মান করার হুকুম থাকে না।

- বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে আমাদের দেশের লাশ সাধারণত ১০/১২ বছরের মধ্যে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যায়। তার পরও কেউ উক্ত স্থান সংরক্ষণ করে রাখতে চাইলে শরীয়তে কোন বাঁধা নিষেধ নেই। যদি সংরক্ষণ করা জরুরীই হতো তাহলে সকল নবী রসূলগণের কবর আল্লাহ পাক চিহ্নিত করে রাখতেন অথচ কয়েকজন নবী ছাড়া আর কবরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কবরে স্মৃতি ফলক স্থাপনের বিধান

- কবরের শিয়রে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা তখনই জায়েয। যখন কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ও পদদলিত হওয়ার ভয় হয়, এ ক্ষেত্রে শুধু নাম-ঠিকানা লিখার অনুমতি আছে। আর যদি এরূপ আশংকা না থাকে তাহলে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা জায়েয হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে এটা অপচয় বলে গণ্য হবে।

কবরে আযান দেয়ার বিধান

- মুর্দাকে দাফন করার পরে কবরের উপর আযান দেয়া শরীয়তের কোথাও কোন প্রমাণ নেই। তাই এ প্রথা চালু করা বেদআত ও গুনাহ।

জানাযা পড়ানোর বিনিময়

- জানাযার নামায পড়ে অথবা পড়িয়ে বিনিময় দেয়া-নেয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয।

কবর সামনে রেখে হাত উঠিয়ে দু'আ

- কবরকে সামনে রেখে হাত তুলে দু'আ করা ঠিক নয়। এভাবে মুনাজাতের ইচ্ছা হলে কবর থেকে দূরে সরে মুনাজাত করবে।

এক কবরের উপর অন্য কবর

- শুনা যায়, কোন কোন গোরস্থানে কিছু দিন পর পর এক কবরের উপর অন্য কবর দেয়া হয়। অনেক সময় মৃত দেহের অংশ এবং হাড়-হাড্ডি বেরিয়ে আসলে এগুলোকে একত্রিত করে ফেলে দেয়া হয়, অথবা ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়। যা মোটেই জায়েয নেই বরং মৃতের সাথে অভদ্র এবং অসম্মানজনক এ আচরণ বড় গুনাহের কাজ। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত "মৃতের হাড় চুরমার করা জীবিত মানুষের হাড় চুরমার করার সমতুল্য গুনাহ।

কবরে বাতি দেয়ার হুকুম

- কবরে বাতি দেয়া, বিশেষ করে শবে বরাত ও শবে কদরে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো হয় এটা নিষেধ। কেননা রাসূল (সা.) কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন।

কবরে ফুল দেয়া

- কবরে ফুল দেয়া, ফুল ছিটানো, ফুলের মালা অর্পণ করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ (বিদআত)।

কবর সম্পর্কে আরো কিছু বিধি-নিষেধ

- চেনার জন্য কবরের উপর কোন পাথর ইত্যাদি আলামত হিসেবে রাখা যায়।
- কবর বসে গেলে তাতে দ্বিতীয়বার মাটি দেয়া যায়।
- মুর্দাকে কবরে রাখার পর কাউকে মুখ না দেখানো ভাল।

- কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা, কবরের চতুর্দিকে পাকা দেয়াল নির্মাণ করা মাকরূহ।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন পুরাতন কবরের উপর ফল গাছ লাগানো জায়েয এবং ফল খেতেও কোন দোষ নেই।
- ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের ফল সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যে ধরণের শর্তারোপ করে থাকে সে নিয়ম অনুযায়ী আমল করতে হবে।
- বেশি ঘাসের কারণে কবরস্থান জঙ্গল হয়ে গেলে বা বিষাক্ত প্রাণী থাকার সম্ভাবনা থাকলে অথবা মানুষ জিয়ারত ও চলাচলে কষ্ট হলে কবরের ঘাস কাটা জায়েয আছে।
- কবরস্থানে গরু-ছাগল ইত্যাদি চরানো বা ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই, কারণ এতে কবরের বেইজ্জতি হয় এবং পেশাব-পায়খানা করে কবর নাপাক করা হয়।
- কবরের উপর জুতা পা দিয়ে হাঁটাচলা উচিত নয়, হ্যাঁ যদি আলাদা রাস্তা থাকে তাহলে জুতা পায়ে চলতে কোন সমস্যা নেই। এমন কি যে সকল স্থানে কবর দেয়া হয়নি, একান্ত প্রয়োজনে জুতা পা দিয়ে যেতে পারবে। পারত পক্ষে কবরের উপর জুতা পায় না হাঁটাই ভাল।

পারিবারিক কবরস্থানের বিধান

- সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা মুস্তাহাব। কিন্তু যদি কোন অঞ্চলে কবরস্থানের জায়গার স্বল্পতার কারণে কিছুদিন পর পর কবর বিনষ্ট করে দিয়ে এতে অন্য কবর দেয়া হয়। এমতাবস্থায় কবরস্থানে শরীয়তগতভাবে স্থান ক্রয় করে। অন্যথায় পারিবারিক কবরস্থান করা যেতে পারে। যাতে কবর সংরক্ষণ এবং সহজভাবে কবর জিয়ারতের হক আদায় সম্ভব হয়। হযরত ওসমান ইবনে মাজউনকে কবরস্থ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কবরের উপর চিহ্ন স্বরূপ একটি পাথর রেখে বলেন–

نعلم على قبر اخى لادفن اليه من مات من اهلى

"আমার ভাইয়ের কবরের উপর চিহ্ন স্বরূপ পাথরটি স্থাপন করলাম, যাতে আমার পরিবারের মৃত লোকদেরকে তার সাথে দাফন করা যায়।"

- উক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কবরস্থানের অবকাশ সৃষ্টি হয়। সর্বদা খেয়াল রাখা উচিত বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করার চেয়ে সাধারণ গোরস্থানে দাফন করার ফযিলত বেশি। কারণ পারিবারিক গোরস্থান কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায় হেফাজতে থাকে না। কিন্তু সাধারণ গোরস্থান তা নয়। তাই প্রতিটি এলাকায় সাধারণ গোরস্থান থাকা উচিত।

কবর পাকা করা ও গম্বুজ তৈরীর বিধান

- হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কবর পাকা করতে, কবরের উপর লিখতে এবং কবরের উপর গৃহ ও গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তাই সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কবর পাকা করা, কবরের উপর ইমারত গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি জঘন্য ধরণের বিদআত।

- অনেক ভদ্র লোকদের বলতে শুনা যায় যে, আমাদের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়; বরং কবর সংরক্ষণ এবং মজবুত করা। তারা যুক্তি পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর কবরকে যদি সংরক্ষণ ও হেফাজতের জন্য পাকা করা যায় তাহলে আমরা পারবো না কেন? তার উত্তর হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কবরকে এক বিশেষ কারণে পাকা ও মজবুত করতে হয়েছে। আর এ বিশেষ কারণেই হযরত আবু বকর, হযরত ওমর (রা.)-এর কবরকে পাকা করা হয়েছে।

- ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, ইয়াহুদী-খ্রীস্টান এবং ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু বকর এবং ওমর (রা.) এর লাশকে ষড়যন্ত্র করে অপহরণের চেষ্টা করেছে, যে কারণে কবরসমূহ পাকা করে চতুষ্পার্শ্বে মজবুত বেষ্টনীর প্রয়োজন হয়েছে। সুতরাং এর উপর অনুমান করে অন্যদের কবর পাকা করা এবং কবরের উপর গৃহ নির্মাণ ও গম্বুজ বানানো মোটেই জায়েয নেই। তাইতো অন্যকোন নবী-রাসূল বা লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের কবরের উপর কোন গৃহ নেই। এমন কি অনেক নবী-রাসূলগণের কবরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

- কোন কোন ভক্তবৃন্দ এবং এক শ্রেণীর লোকেরা শরীয়তের হুকুম-আহকামের তোয়াক্কা না করে পীর-মাশায়েখদের কবর পাকা করছে। কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করছে এবং করে যাচ্ছে। এগুলো কোন দলীল নয়। দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ এবং হুকুম। তিনি যেহেতু নিষেধ করেছেন তাই তার নিষেধ অনুযায়ী এ সকল কর্মকাণ্ড হারাম-নাজায়েয ও বিদআত। সমস্ত মাজহাবেই এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।
- শরীয়তের কঠোর নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ কবরকে পাকা করতে এবং মূল্যবান পাথর দ্বারা বাঁধাই করতে এবং মোজাইক করতে দেখা যায়। এতসব অর্থ-কড়ি অপচয় করা কেবল মূর্খতার পরিচয় নয়; বরং অপচয়ের মারাত্মক গুনাহে তারা লিপ্ত।
- এ ধরনের কাজ করার কেউ অসিয়ত করে থাকলে মোটেই পালন করা জায়েয নেই। এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় না।
- উত্তম হচ্ছে এ সকল বেহুদা কাজে অর্থ অপচয় না করে, বরং মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য কোন সদকায়ে জারিয়ার কাজে খরচ করা। এতীম, গরীব, অসহায় নিঃস্বদের দান করা এবং মাদ্রাসা মসজিদ শিক্ষালয় নির্মাণের কাজে ব্যয় করা।
- অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদরের উম্মতগণ তাঁর সুন্নতের কোন পরোয়া না করে, তার নিষেধাজ্ঞা পালন না করে, যা খুশী তাই করে যাচ্ছে। ফলে আজ কবরস্থান মিউজিয়ামে পরিণত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবেদনা বা সান্ত্বনা দানের ফযিলত

- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মৃতের পরিবারবর্গও আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা বা সান্ত্বনা দেয় অথবা তাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা শোকাতুর ব্যক্তিদের সম পরিমাণ সওয়াব দান করে। অন্যত্র আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল (সা.) বলেন যে ব্যক্তির সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে যে সান্ত্বনা দেবে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে ডোরাকাটা পোশাক পরিধান করাবেন। তাই কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে সান্তনা দেয়ার জন্য যাওয়া উচিত।
- মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান ও সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য পরপর ৩ দিন তাদের গৃহে গমন করা মুস্তাহাব।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করবে, সে ঐ রূপ পুণ্যের অধিকারী হবে যেরূপ ঐ বিপদ-গ্রস্ত ব্যক্তি হয়েছে।
- তাই মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য ধারণের ফযিলত এবং এর বিনিময়ে অফুরন্ত সওয়াব লাভের কথা শুনিয়ে তাদেরকে ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা এটা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

সমবেদনা ও শোক পালনের বিধান

- যিনি সান্ত্বনা প্রদান করবেন বা যাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হবে তাদের কেউ যদি প্রবাসে থাকে এবং ৩ দিন পর প্রবাস থেকে ফিরে আসেন, তাহলে এমতাবস্থায় ৩ দিন পরও সান্ত্বনা সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রদানে কোন অসুবিধা নেই। দাফনের পূর্বে সমবেদনা প্রকাশের চেয়ে দাফনের পর করা উত্তম।
- হুকুমটি শুধু তখনকার জন্যই প্রযোজ্য যখন শোকার্ত ব্যক্তি এ দুঃখে অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে না উঠে। আর যদি অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠে তখন দাফনের পূর্বেই সমবেদনা প্রকাশ করবে।

- মৃত ব্যক্তির সকল আপনজনের প্রতি সান্ত্বনা ও সমবেদনা প্রকাশ করা মুস্তাহাব। বড় হোক চাই ছোট হোক, পুরুষ হোক বা মহিলা। কিন্তু যুবতী মহিলা হলে কেবল মাহরামগণই তাদের সমবেদনা জানাবে।
- নবী করীম (সা.) যেভাবে সমবেনা প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে–

ان الله ما اخذ وله ما اعطى وكل شئ عنده بأجل جل مسمى

অর্থ : নিশ্চয় এটা আল্লাহ তায়ালার জন্যই যা তিনি নিয়ে গেছেন এবং যা তিনি দান করে দিলেন। আর প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তার নিকট রয়েছে এক সুনির্ধারিত সময়।

- সান্ত্বনার বাণী বা সমবেদনার বাণী উপস্থিত হয়ে পেশ করা উত্তম, অপারগতায় পত্রের মাধ্যমেও হতে পারে। ইবনে মাজা এবং তিরমিযীর হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। শোকবার্তা, গদ্য পদ্য উভয়ভাবে হতে পারে, তবে প্রশংসা ইত্যাদিতে সীমা অতিক্রম করা জায়েয নেই।
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত মু'আয ইবনে জাবালের পুত্র সন্তান মারা গেলে নবী করীম (সা.) এই সমবেদনা পত্র লিখেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে মুযায ইবনে জাবালের নামে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতঃপর এ কামনা করছি যে, আল্লাহ পাক তোমাকে বিরাট প্রতিদান দান করুন এবং ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজনে আল্লাহ সুখ দান করুন। আমাদের সবকিছুই আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষণস্থায়ী আমানত সুতরাং তোমার পুত্রও একটি আমানত ছিল। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তার দ্বারা খুশী এবং ঈর্ষণীয় সুখ দান করেছেন এবং এখন বিরাট পুণ্যের বিনিময়ে তাকে তোমার নিকট থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তুমি যদি পুণ্যের প্রত্যাশায় ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে বিরাট পুরস্কার, অশেষ অনুগ্রহ এবং হিদায়েত তোমার জন্য থাকবে। তোমার অস্থিরতা ও হায়-হুতাশ যেন তোমার পুরস্কার বিনষ্ট

না করে দেয়। এমন করলে তুমি অনুতপ্ত হবে। স্মরণ রাখবে, কান্নাকাটি ও অস্থিরতা কোন মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারে না এবং শোককেও দূর করতে পারে না। যা হবার তা হয়েই গেছে।"–ওয়াসসালাম

- আমাদের দেশে শোকপ্রস্তাব অনুমোদন এবং নীরবতা ইত্যাদি প্রথা চালু আছে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং নিরবতা পালন করা ইহুদী খ্রিস্টান এবং বিধর্মীদের অনুসরণ বিধায় তা গোনাহের কাজ এবং বর্জনীয়। তবে শোকাতুর পরিবারের জন্য সান্ত্বনা বাণী প্রদান অত্যন্ত ভাল কাজ এবং মুস্তাহাব।

মৃতের শোকার্ত পরিবারের জন্য মেহমানদারী বা খাবারের ব্যবস্থা করা

- যে বাড়ির কেউ ইন্তেকাল করে তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মর্মাহত থাকাটাই স্বাভাবিক। রান্নাবান্নার দিকে তাদের কোনরূপ খেয়াল থাকে না, তাই প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য মুস্তাহাব হলো ঐ দিনের খাবারের ব্যবস্থা করা অথবা রান্না করে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া এবং কাছে থেকে শোকার্ত পরিবারের লোকজনকে এবং দূর থেকে আসা মেহমানদেরকে নিজ হাতে বেড়ে খাওয়ানো। যদি তারা খেতে না চায় বার বার বলে খাওয়াবে। বাড়ীর লোকদের জন্য এ খানার ব্যবস্থা করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। এ খানা খেতে কোন অসুবিধা নেই।
- হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জাফর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তার শোকাতুর পরিবার-পরিজনের খানার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরূপ সমবেদনা কেবল মানবতারই দাবী নয় বরং তা সুন্নতও বটে।
- খানা তৈরী করতে সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়, যেমন : সাধ্যের বাইরে অধিক আয়োজন করা, ঋণ করে বা লজ্জার খাতিরে করা।
  অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসৎ নিয়তে করা, নিজের বড়ত্ব এবং অধিকার দাবী করে অন্যদের এরূপ ব্যবস্থাপনায় বাধ্য করা ইত্যাদি। যা করবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত।

ব্যতিক্রম আয়োজন

- ২০০৩-৪ সালে চট্টগ্রাম এলাকার কয়েকটি জানাযায় শরীক গিয়েছিলাম। দেখলাম শোকাতুর পরিবারের বাড়ীতে ডেকোরেশনের বিশাল বিশাল ডেকচিতে খানা রান্না করা হচ্ছে এবং বিশাল পেন্ডেল সাজানো হয়েছে। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না এ বাড়ীর কেউ ইন্তে কাল করেছে। মনে হলো যেন এটি একটি বিবাহের অনুষ্ঠান, যাতে ধুমধাম করে খানা পাকানো হচ্ছে। আর এলাকার লোকজনও প্রতিযোগিতামূলক খাচ্ছে। অবাক কাণ্ড বটে.....।

অশ্রুসিক্ত সমবেদনা ও হায়-হুতাশের বিধান

- মানবিক কারণেই মৃত্যুর সময়, মৃতের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হয়। আর বিচ্ছেদের কারণে চোখে পানি আসাটাই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের চোখের পানিকে রহমত বলে আখ্যা দিয়েছেন।
- নবী করীম (সা.) তার প্রাণপ্রিয় পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত হন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসূল (সা.) তার ছেলে ইব্রাহীমের মৃত্যুর সময় তার নিকট গেলেন, আর তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চোখে পানি এসে গেল। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি? (অর্থাৎ আপনি চোখের পানি ফেলছেন) রাসূল (সা.) বললেন, হে ইবনে আউফ! এটা আল্লাহর রহমত। এরপর আরো এক ফোঁটা অশ্রু বের হল। তখন রাসূল (সা.) বললেন, চোখ অশ্রু ঝরাবে, আর অন্তর ব্যথিত হবে আর আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির খেলাফ কিছু বলিনা–

انا بفراقك يا ابراهيم لمحزون

"হে ইব্রাহীম! তোমার বিরহে আমি অত্যন্ত ব্যথিত।"

- ঠিক তেমনিভাবে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-কে মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) অশ্রুসিক্ত হন এবং সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অন্তর মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সুতরাং কারো বিচ্ছেদ-বেদনায় ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হওয়া দূষণীয় নয় বরং শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থেকে তা করা সুন্নত ও বটে।

- মৃত্যু শোকে কাতর হয়ে, বা মৃতের জন্য দুঃখ-বেদনা, মুখমণ্ডল চাপড়ানো বা মাটিতে গড়াগড়ি করা, হাতে পায়ে কালিমাখা, কাপড় ছোপড় ছেঁড়া, নখ দ্বারা মুখমণ্ডল খামচানো, চুলটানা, মাথায় ধুলোবালি মারা, রানে ও বুকে আঘাত করা এবং কবরে আগুন জ্বালানো প্রভৃতি জাহেলী বর্বর যুগের কুপ্রথা এগুলো গর্হিত প্রথা ও গুনাহের কারণ।
- যদি কোন সমাজে এরূপ করার প্রচলন থাকে, তাহলে মৃত্যুমুখী ব্যক্তির জন্য উচিত হলো এ কথার অসীয়ত করে যাওয়া যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এসব করবে না। আর যদি উল্টা অসিয়ত করে যায় যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে, হায়-হুতাশ করবে, তাহলে পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনদের বিলাপের কারণে মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে। আত্মীয়-স্বজনের কান্নার কারণে মৃতব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা আযাব দেয়ার এটাই অর্থ, যদি মৃতব্যক্তি বিলাপের জন্য অসিয়ত করে যায়।
- কোন কোন এলাকায় একটা প্রথা চালু হয়ে গেছে যে, মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে চুলায় আগুন ধরানো যাবে না। তাই দু'দিন, তিন দিন বা চার দিন এভাবে অন্যের বাড়ির খানা খায় এমন প্রথা ঠিক নয়। একদিনের বেশী এসব প্রথা বর্জনীয়।
- আবার কোথাও এমন প্রথাও চালু আছে যে, মৃত ব্যক্তির লাশ বাড়িতে থাকা অবস্থায় খাওয়া যাবে না। এসব মনে করে ক্ষুধার যাতনায় তারা কাতর হয়ে যায়। শরীয়তে এ ধরণের প্রথার কোন ভিত্তি নেই; বরং মৃতের পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়গণ খেতে না চাইলে প্রতিবেশীদের উচিত তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বার বার বলে খাওয়ানো।

অমুসলমানদের প্রতি সমবেদনা

- প্রতিবেশী অমুসলিমদের শোকাতুর পরিবারের জন্য সান্ত্বনা ও সমবেদনা প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই। তাদের জন্য খাবার পাঠাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা; জান্নাত কামনা এবং পরকালের মুক্তির কামনা করা যাবে না। কেননা কাফের এবং বিধর্মীদের জন্য এরূপ কামনা করা ও দু'আ শরীয়তে জায়েয নেই। তবে তাদের জীবিত পরিবারের কুশল কামনা

করা এবং হেদায়েতের জন্য দু'আ করা জায়েয আছে।

- আন্তর্জাতিক এবং রাষ্ট্রীয় কারণে ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের প্রতি শোক বার্তা প্রেরণ করে সান্ত্বনার বাণী প্রদান করা যেতে পারে।
- সমবেদনা বা সান্ত্বনা দানকারীগণ মৃতের পরিবারের উপর তাদেরকে আপ্যায়ন করানোর বোঝা চাপাবে না। এটা অমানবিকতা এবং সুন্নতের পরিপন্থী।

একাধিকবার শোক প্রকাশের জন্য বেড়াতে আসা

- শোক প্রকাশ এবং সান্ত্বনা দানের নিমিত্তে প্রথমবার শোক প্রকাশ করা সুন্নত। বার বার শোক প্রকাশ বা সমবেদনার জন্য আগমন করা ও বেড়াতে আসা মাকরূহ। কেননা বারবার শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানে প্রকাশ্যে মনে হয় যে, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য অধিক যাতনার কারণ হয়। কেননা এতে মৃত ব্যক্তির কথা বার বার স্মরণ হয় এবং অধিক কষ্টের কারণ হয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, পুরুষগণ তো না বুঝে আসেই, এমন কি মহিলারাও বার বার আসে এবং শোকাতুর পরিবারে জন্য নতুন করে হায়-হুতাশের কারণ হয়। তারা এমনভাবে সেজে গুজে আসা যাওয়া করে যেন বিবাহ-শাদীতে অংশগ্রহণের জন্য আসছে– এরূপ করা কখনো উচিত নয়।

শোক সভা করা

- শোকসভা করাতে দোষের কিছু নেই, তবে এটা এখন রুসুমে পরিণত হয়েছে তাতে বহু অপচয় হয়। তারপর মৃত ব্যক্তির নামে সওয়াবের উদ্দেশ্যে দু'আর আয়োজন করা অনেকটাই লৌকিকতাপূর্ণ, যা সওয়াবকে ধ্বংস করে। তাই এটা পরিত্যাজ্য।
- তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বা সববেদনা প্রকাশ করা মাকরূহ। অবশ্য অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি তিন দিনের পর হাজির হলে তার জন্য সে মুহূর্তে শোক জানানোর অনুমতি আছে।
- শোকাতুর পরিবারের ধৈর্য ধারণ করা বিরাট সওয়াব লাভের উপায়। ধৈর্য ধারণের বদলা স্বরূপ বুখারীর হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

স্বামীর ইন্তিকালে স্ত্রীর ইদ্দত পালনের বিধান

(গর্ভহীন) মহিলার ইদ্দত পালনের নিয়ম

- স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব বা আবশ্যক।
- নাবালেগা স্ত্রীর জন্য শোক পালন করা ওয়াজিব নয়।
- শোক পালনের নিয়ম হচ্ছে, ইদ্দতের দিনগুলোর মধ্যে স্ত্রীর জন্য সাজ-সজ্জা করা, মাথায় তৈল দেয়া, চোখে সুরমা বা কাজল লাগানো নিষেধ। বিশেষ প্রয়োজনে তৈল ও সুরমা লাগানো জায়েয আছে, যেমন তৈল ব্যবহার না করলে মাথা চুলকায় বা ঘুম আসে না অথবা অস্থির লাগে, কিংবা চোখে ঝাপসা দেখা যায় বা চোখ চুলকায় ইত্যাদির কারণে সুরমা ও ব্যবহার করতে পারবে।
- মেহেদী লাগানো, গোলাপি ও কুসম রংয়ের কাপড় পড়া নিষেধ।
- স্বামীর মৃত্যুর সময় যে ঘরে বসবাসরত ছিল সে ঘরেই বসবাস করবে। দিনের বেলা অথবা রাতের কিছু অংশে বের হতে পারবে। কিন্তু অন্যের ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে না।
- যে মহিলা ইদ্দতে থাকা অবস্থায় খরচপাতির ব্যবস্থা নেই, আর সে চাকুরীজীবি হয়, তাহলে তার জন্য চাকুরীতে যাতায়াত জায়েয হবে। তবে রাতের অধিকাংশ সময় ইদ্দতের স্থানে অবস্থান করতে হবে। আর যখনই দায়িত্ব থেকে অবসর হবে, বিলম্ব না করে সাথে সাথে ইদ্দত পালনের স্থানে ফেরত আসবে।
- ইদ্দত পালনের জন্য স্বামীর সাথে পূর্বে সহবাস হওয়া জরুরী নয়। সহবাস হোক বা না হোক নির্জনে অবস্থান করুক বা নাই করুক, হায়েয আসুক বা নাই আসুক সর্বাবস্থায় একই হুকুম। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত পালনের নিয়ম

- স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। এ ব্যাপারে সাধারণতঃ তিন ধরনের ভুল হয়ে থাকে।

১ নং ভুল– গর্ভবতী মহিলার গর্ভ খালাসের পরও চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে দেখা যায়। যা মোটেই ঠিক নয়।

২ নং ভুল– ইদ্দতের মুহূর্তে শেষ হওয়ার পরও ইদ্দত পালন করতে থাকে। এটা ঠিক নয়।

৩ নং ভুল– মোটেই ইদ্দত পালন করে না অথবা ইদ্দত পালনের জন্য মাতা-পিতার বাড়ী অথবা নিজ ইচ্ছামতো স্থান ঠিক করে নেয়। স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করে না -এটাও ঠিক নয়।

- স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করা অবস্থায় রীতিমত এদিক-সেদিক আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাতায়াত করে প্রতিবেশীদের দাওয়াতে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শরীক হয় এগুলো সম্পূর্ণ নিষেধ।

ইদ্দত পালনের নিয়ম

- স্বামীর সাথে স্ত্রী যে গৃহে বসবাসে ছিল, তাতেই তার ইদ্দত পালন করতে হবে।
- ঘরের ভিতর যে কোন স্থানে ইচ্ছা যাতায়াত করতে পারবে এবং ঘুমাতে পারবে।
- প্রথাগত কারণে অনেক সময় গৃহে স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়– অথবা থাকার খাট ও চৌকি যথাস্থান হতে না সরানোর যে প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও নিরর্থক কথা, এ ধরনের করা সঠিক নয়। অবশ্য বিশেষ কারণে বাইরে যাতায়াত ও স্থান পরিবর্তনের অনুমতি আছে।
- যদি স্বামীর ঘর ওয়ারিশ সূত্রে ভাগ হয়ে যায়, অথবা যে অংশ স্ত্রীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানে বিভিন্ন কারণে অবস্থান সম্ভব না হয়, যেমন– পর্দা করা সম্ভব হয় না অথবা নিরাপত্তা নাই অথবা স্বামীর ঘর ধসে যায় অথবা ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা হয় অথবা এখানে থাকতে ভীষণ ভয় লাগে, নির্ভরযোগ্য কোন মাহরাম আশে পাশে না থাকে,

অথবা জিনের মারাত্মক উপদ্রব হয়, এমতাবস্থায় নিরাপদ স্থানে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ইদ্দত পালনের অনুমতি আছে।

- শ্বশুর-শাশুড়ী অথবা বাড়ীর অন্যদের মনো-মালিন্যতার কারণে ইদ্দতের জন্য স্থান পরিবর্তনের অনুমতি নেই।

ভাড়া করা বাড়ীতে ইদ্দত পালন

- ভাড়া করা বাড়ীতে থাকা অবস্থায় স্বামী মৃত্যুবরণ করলে, ভাড়া দেয়ার অবকাশে সেখানেই ইদ্দতপালন করতে হবে। কিন্তু যদি ভাড়া দেয়ার ক্ষমতা না থাকে অথবা ঐ বাড়ীতে সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে যেখানে সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়, এমন নিকটতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে ইদ্দত পূর্ণ করবে।

ইদ্দত অবস্থায় চিকিৎসার হুকুম

- ইদ্দত অবস্থায় চিকিৎসার প্রয়োজন হলে, ঘরে সম্ভব না হলে ডাক্তারের নিকট যাওয়ার অনুমতি আছে। তবে দূরের সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে মাহরামকে সাথে নিয়ে যেতে হবে।
- ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার কৃষি ক্ষেত-খামার, বাগান, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেখার মতো কোন লোক না থাকার কারণে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হলে ইদ্দতে থাকা অবস্থায় যাতায়াতের অনুমতি আছে। তবে পর্দার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইদ্দত অবস্থায় বিবাহ বন্ধনের বিধান

- ইদ্দত পালন অবস্থায় অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা প্রকাশ্যে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া কুরআন-হাদীস মতে নিষেধ। অবশ্য ইশারা ইঙ্গিতে বিবাহের আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তালাকের ইদ্দতের সময় প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে কোনটিই জায়েয নেই।
- স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ-শাদীর অনুমতি আছে। কুরআন-হাদীসে এ বিবাহের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং সওয়াবেরও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

ইদ্দতের পর দ্বিতীয় বিবাহের বিধান

- তালাক প্রাপ্তা বা বিধবা মহিলাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়াকে দূষণীয় মনে করা এটা হিন্দুয়ানী বা বিধর্মীদের প্রথা, বিধায় সম্পূর্ণ বর্জনীয়।
- স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের ইদ্দতের পর পুনরায় বিবাহকে যারা দূষণীয় মনে করে তাদের জেনে রাখা উচিত– এ ধরনের বিবাহ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত। সাহাবায়ে কেরাম এবং মহিলা সাহাবীগণের মধ্যেও এরূপ অসংখ্য নজির রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রা.) ব্যতীত সকল স্ত্রীগণই বিধবা ছিলেন; অথচ আমরা সেই নবীর উম্মত এবং সাহাবায়ে কেরামকেও ভালবাসি। এটা কেমন ভালবাসা?
- পুনর্বিবাহকে দূষণীয় মনে করা এবং এ বিবাহে সম্মত না হওয়া অথবা বাধা প্রদান করা সুন্নতের খেলাফ এবং মারাত্মক গুনাহ।
- অনেক মহিলা এবং পুরুষ পুনঃ বিবাহকে হারাম বা দূষণীয় মনে না করলেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়াকে অধিক ভাল কাজ এবং সম্মানের পদক্ষেপ বলে মনে করে। অথচ এরূপ ধারণা পোষণ করা সঠিক নয়; বরং সুন্নতের খেলাফ।
- তবে অন্যত্র বিবাহের কারণে যদি সন্তানাদির ক্ষতি বা ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে, আর এ কারণে মহিলা পুনঃ বিবাহে সম্মত না হয়, তাহলে এর অনুমতি আছে; বরং অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কিন্তু ধৈর্য ধারণ এবং নিজের সতীত্বকে সংরক্ষণ করে শরয়ী পর্দা মেনে চলতে হবে।
- অনেক সময় এ ধরণের মহিলাগণ বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু পরিবারের লোকজন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা নিষেধ করে এবং লজ্জা দেয়, অথবা সমাজের কিছু নির্বোধ লোকেরাও লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করে, এরূপ আচরণ করা মস্তবড় অপরাধ এবং শরীয়তের সাথে ধৃষ্টতার শামিল।
- কোন কোন অভিভাবক বলে থাকেন, আমরা তো বিবাহ দেয়ার ইচ্ছা করে ছিলাম, কিন্তু মেয়েটি সম্মত হয়নি সুতরাং আমাদের করার কিছুই নেই। উক্ত অভিভাবকদের মনে রাখা উচিত, বিধবা অথবা

তালাকপ্রাপ্তা মেয়েটি যদি অল্পবয়সী হয় এবং সন্তানাদিও না থাকে, তাহলে তাকে সবাই মিলে ভালভাবে বুঝাবে এবং বিবাহের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যদি কোনমতেই তাকে সম্মত করা না যায়, তাহলে আর করার কিছুই নেই।

- যদি মহিলার মনে বিবাহের চাহিদা থাকে এবং স্বামীর হক আদায়ের শক্তিও থাকে, তাহলে পুনঃবিবাহ ওয়াজিব। আর যদি গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে তাহলে তার বিবাহ ফরজ।

স্ত্রীর ইন্তেকাল হলে স্বামীর ইদ্দত ও বিবাহের বিধান

- স্ত্রীর মৃত্যু হলে, স্বামীর কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না।
- সন্তানদের খাতিরে যদি পিতা কোন বিবাহ না করে, তাহলে অবশ্যই সে সওয়াবের ভাগী হবে। কিন্তু যদি বিবাহের প্রয়োজন হয়, বিবাহের খরচ বহনের ক্ষমতা থাকে, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত, বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়াজিব।
- যদি গোনাহের দিকে মন ধাবিত হয়, নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে উক্ত পুরুষের জন্য বিবাহ করা ফরজ।
- অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, পিতার বিবাহের প্রয়োজন এবং চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর নির্বোধ লোক এবং ছেলে-মেয়েরা পিতার পুনঃ বিবাহকে দূষণীয় মনে করে এবং কঠোর বাধা প্রদান করে। এতে বাধা দানকারী সকলেই গুনাহগার হবে।
- আদর্শ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়ের পরিচয় হলো– লজ্জা শরমের কারণে কম বয়সী পিতা সম্মত না হতে চাইলেও কোন উপায় অবলম্বন করে পিতাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা, নইলে পিতার গোনাহ এবং কষ্টের জন্য সন্তানেরা আল্লাহ পাকের দরবারে দায়ী হবে।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু বার্ষিকী ও ঈসালে সওয়াব

- শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোন ভিত্তি নেই। সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগে এর প্রচলন ছিল না। সুতরাং মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা মনগড়া প্রথা। এক কথায় বিজাতীয় একটি রুসম। তাই মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে মিসকীন খাওয়ানো বা অন্য যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ঠিক নয়; বরং শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।
- অবশ্য মৃতের রূহের মাগফিরাত কামনার জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট না করে বৎসরের যে কোন সময় নিজ অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দান, সদকা ও নফল ইবাদত ইত্যাদির মাধ্যমে সাওয়াব রেসানী করা যায়।
- হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি সর্বদা অপেক্ষায় থাকে যে, কোন সন্তান বা আত্মীয় মৃত ব্যক্তির জন্য কোন সওয়াব পাঠায় কিনা? তাই যখনই সুযোগ হয় যে কোন আমলের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা যায়।

ঈসালে সওয়াব বা সওয়াব রেসানীর বিধান

- মৃত মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য সওয়াব রেসানী (পৌঁছানো) তাদের জন্য হক এবং এটা জীবিতদের উপর কর্তব্য।
- জীবিতগণ মৃত মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য যতটুকু করবে মৃত্যুর পর তারাও জীবিত আত্মীয়-স্বজন থেকে তদ্রূপ আচরণই পাবে।
- মৃত ব্যক্তি জীবিত সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের থেকে সওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। যদি তারা কিছু সওয়াব পাঠায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা সেটাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদের নিকট পৌঁছে দেন।

- মৃত ব্যক্তিগণের নিকট সওয়াব তখনই পৌঁছবে যদি তা শরীয়ত সম্মত হয়, মনগড়া মতো করলে তাদের কোন ফায়দা হয় না। ফায়দার জন্য পূর্ণ ইখলাস থাকতে হবে এবং লৌকিকতা মুক্ত হতে হবে।
- যে ব্যক্তি সহীহভাবে মৃতের নামে ঈসালে সওয়াব করে, মৃত ব্যক্তি তো পাবেই এর সাথে সাথে যে পৌঁছালো সেও তার সওয়াব পাবে।
- একবার আমল করে এক সাথে কয়েক ব্যক্তির নামে পাঠানো যায়, তবে একবার কয়েকজনকে ঈসালে সাওয়াব করে, অন্যবার এটি কারো নামে পৌঁছানো যাবে না, কেননা ঐ আমলের যা সওয়াব ছিল তা প্রথম ওয়ালাদের নিকট পৌঁছে গেছে।
- মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের পাশাপাশি সমস্ত মুমিন পুরুষ ও নারীকে সওয়াবে শরীক করা উত্তম।

সওয়াব রেসানীর পদ্ধতি

- নামায, রোযা, সদকা, যাকাত, হজ্জ কুরবানী, কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ-তাসবীহ, কালিমা, দান-খয়রাত, গরীব-মিসকিনকে খানা খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বছর যখন যেভাবে যতটুকু সম্ভব সওয়াব রেসানী করা যাবে।
- ফকীর-মিসকিনদের জন্য বাড়ী-ঘর তৈরী করা, পানির ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট কালভাট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে ও সওয়াব রেসানী করা যায়।
- মসজিদ নির্মাণে সাহায্য করে কবরস্থান এবং ঈদগাহের ব্যবস্থা করে বা এগুলোতে দান করেও সওয়াব রেসানী করা যায়।
- কুরআন-হাদীস শিক্ষার কাজে যেমন–মাদ্রাসা তৈরী, হেফজ খানা তৈরী, বা ছাত্রদেরকে কিতাবাদী ক্রয় করে দেয়া, মাদ্রাসার এতীম গরীবদের সাহায্য সহযোগিতা করা আরো সওয়াবের কাজ। মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য এ সমস্ত নেক আমল অত্যন্ত উপকারী।
- আরো একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো বিভিন্ন হক্কানী আলেম-ওলামাগণের লিখিত আমলের কিতাব, মাসআলা-মাসায়েলের কিতাব, হাদীস ও তাফসীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বা ফিকাহের কিতাবাদি ছাপিয়ে, জনগণের

মাঝে বিতরণ করে দ্বীন প্রচারের কাজে সহযোগিতা করে সদকায়ে জারিয়ার কাজে অংশ গ্রহণ করা; বরং এটা প্রথাগত (ধুমধামের সাথে) খানার আয়োজন করার চেয়েও উত্তম। কারণ খানা বিতরণ তো হলো দেহের খোরাক, আর ইলম বিতরণ হচ্ছে আত্মার খোরাক। দেহের খোরাকের চেয়ে আত্মার খোরাকের মর্যাদাবেশী এটা একটা সদকায়ে জারিয়াও বটে।

- মৃত ব্যক্তির নামে নফল হজ্জ ও আদায় করা যায়। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় করবে, সে ব্যক্তি এবং মৃত ব্যক্তি উভয়কে সমান সমান সওয়াব দেয়া হবে।
- হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত মাতা-পিতার জন্য হজ্জ আদায় কররে, আল্লাহ পাক তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতি

- সওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে ধুমধামের সাথে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার প্রথা চালু হয়েছে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।
- রাজনৈতিক অথবা অর্থশালী লোকদের মৃত্যু বার্ষিকী পালনের প্রথাও বর্তমানে খুব জোরদার। অনেক স্থানে গান-বাদ্য ইত্যাদি খেলাফে শরীয়ত কর্মকাণ্ড ও হয়ে থাকে। আবার কোন কোন মাজারে ওরশের নামে খাওয়া-দাওয়ার প্রথা চালু আছে। এগুলোতে পুরুষ ও বেপর্দা মহিলারা শরীক হয়। আবার কেউ কেউ সাহায্য সহযোগিতাও করে থাকে। কেউ চাঁদাও উঠায় এ ধরণের অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। বিধায় সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত।
- জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দুদের প্রথা। অজ্ঞতার দরুন এসব কুসংস্কার, বিদআত ও বদরুসম মুসলমান জনসাধারণ, ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছে, এগুলো পরিহার করা উচিত।

- সওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে ত্রিশা, চল্লিশা বা মৃত্যুর তিন দিন, পাঁচ দিন, সাতদিন নয় দিন পর অনুষ্ঠান করার নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে, কুলখানী করে, মিলাদ পড়ায়, খানা খাওয়ায় এবং এটাকে জরুরী মনে করে পালন করে এটাও ভুল এবং হিন্দুয়ানী প্রথা।
- টাকা দিয়ে ভাড়া করে মৌলভী এনে কুরআন খতম করিয়ে থাকে। এতে কোন সওয়াব নেই; বরং মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ বা আত্মীয়-স্বজন যদি একবার সূরায়ে ফাতেহা বা তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়েন তাহলে ভাড়া করা মৌলভীদের এক খতমের চেয়ে বেশি সাওয়াব হবে। প্রথাগত কুরআন খতম বাদ দিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে কুরআন খতম করা উচিত।
- অনেকে মৃত ব্যক্তির ইজমালী সম্পত্তি থেকে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে ফকির-মিসকিনদের খানা খাওয়ায়। এ ক্ষেত্রে সকল ওয়ারিস যদি বালেগ হয় এবং সকলের অনুমতিতে ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিসও যদি নাবালেগ বা পাগল থাকে, তাহলে ইজমালী সম্পত্তি থেকে এরূপ খরচ করা নাজায়েয হবে এবং জেনে বুঝে এ খানা খাওয়াও নাজায়েয। এর দ্বারা এতিমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে। যদি ঐ নাবালেগ অনুমতি দানও করে তবুও জায়েয হবে না। কারণ নাবালেগের অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি জরুরী মাসআলা

বি.দ্র. ইবাদতের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পাঠ করে টাকা দেয়া ও নেয়া জায়েয নেই। তবে যদি কেউ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ায় যেমন : ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি, রোগ-ব্যাধী ভাল হওয়া তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া-নেয়া জায়েয। কেননা এখানে ইবাদতের উদ্দেশ্যে পড়া হচ্ছে না।

- শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য দু'আ করা সুন্নত বলে প্রমাণিত।
- ফজিলতের রাতগুলোতে যাওয়াও উত্তম। যেমন : শবে কদর, জিলহজ্বের দশ তারিখ, দুই ঈদের দিন, আশুরার দিন।

- মৃত ব্যক্তির পায়ের দিক থেকে চেহারার দিকে এসে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব দু'আ করবে।
- আর যদি বসতে চায় তাহলে জীবিত অবস্থায় তার সাথে যেমন সম্পর্ক ছিলো সে হিসেবে নিকটে অথবা দূরে বসে যতটুকু সম্ভব তেলাওয়াত করবে।
- কিবলার দিক পিঠ দিয়ে কবরমুখী হয়ে মৃত ব্যক্তির চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে যিয়ারত করবে।
- হাত না বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং মাথা ঝোঁকাবে না।
- কবর স্পর্শ ও চুম্বন করবে না।
- তারপর সম্ভব হলে সূরায়ে ফাতিহা, সূরায়ে মুলক, আয়াতুল কুরসী, সূরায়ে বাকারার শুরু থেকে المفلحون পর্যন্ত তেলাওয়াত করবে।
- হযরত আসমা (রা.)-এর বর্ণনায় সূরায়ে ইয়াছিন তেলাওয়াতের কথা পাওয়া যায়।
- সূরায়ে তাকাসুর তেলাওয়াত করাও ভাল।
- সূরায়ে ইখলাস-৭/১০/১১/১২ বার পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী।
- এ ছাড়াও পবিত্র কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব তেলাওয়াত করবে এবং অন্যান্য দু'আ কালাম, দরূদ ও ইস্তেগফার পাঠ করে মৃত ব্যক্তির নামে বখশে দিবে।
- কবরের দিক মুখ করে দু'আ করবে না; বরং কেবলামুখী হয়ে দু'আ করবে।

কবর যিয়ারতের নিয়ম

- কবরস্থানে পৌঁছে সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে একবার সালাম দিবে।

السلام عليكم يا اهل القبور و يغفرالله لناولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر

—

- অর্থ : হে কবরবাসীগণ! আপনাদের প্রতি সালাম। (বা শান্তি বর্ষিত হোক) আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের

পূর্বে চলে এসেছেন, আমরা পিছে পিছে আসছি।" রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে সালাম করতেন বলে তিরমিযীর হাদীসে আসছে।

উল্লেখিত সালাম ছাড়াও আরো সালামের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- সওয়াব পৌঁছানোর জন্য হাত উঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। তবে যদি হাত উঠানোর প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে কবরের দিকে মুখ করে দু'আ করবে না; বরং কেবলামুখী হয়ে দু'আ করবে এবং এক পার্শ্বে গিয়ে করা ভাল।
- যিয়ারত এবং মুনাজাত দাঁড়িয়ে করা সুন্নত।
- যিয়ারতের সময় জুতা খুলেও রাখা যায় আবার জুতা পরিধান করেও যিয়ারত করা যায়। তবে কবরের একেবারে পাশে হলে, জুতা খুলে নেয়াই উত্তম।
- কবরের পাশে বসে বসেও তিলাওয়াত করা যায়। তবে বসার ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করে বসবে।
- দিনে রাতে যে কোন সময় কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে তবে মাকরূহ ওয়াক্তে না যাওয়া ভাল।
- যে কোন দিন কবর যিয়ারত করা যায়। তবে উত্তম দিন হলো, জুমার দিন। কেউ কেউ সোমবার দিনকেও উত্তম বলেছেন।
- টাকা-পয়সার বিনিময়ে জানাযা পড়ানো এবং কবর জিয়ারত করানো জায়েয নেই এবং নেয়াও জায়েয নেই।

মৃত ব্যক্তির রূহ সম্পর্কে ভুল ধারণা

- বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সকল মৃত ব্যক্তির রূহ পৃথিবীতে আগমন করে থাকে– একথাটি সম্পূর্ণই অবাস্তব। কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। এ ধরণের বিশ্বাস রাখাও ঠিক নয়– কেননা যারা জান্নাতি মানুষ তাদের এ পঁচা গান্ধা দুনিয়ায় আবার আসার কি প্রয়োজন।
- জুমার দিন সমস্ত কবরবাসীদের আযাব মাফ করে দেয়া হয়– এমন কথাও ঠিক নয়, এসব মনগড়া কথা। তবে জুমার দিন কেউ ইন্তেকাল করলে তার বিশেষ ফযিলত আছে। তার কবরের আযাব হালকা করে

দেয়া হয়। আর যে বিনা হিসাবে জান্নাতি তার তো কবরে কোন আযাবই নেই, তাহলে কি ক্ষমা করা হবে?

কবর যিয়ারতের ফযিলত

- হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এবং আবু দারদা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী– স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) কবর যিয়ারত করতেন। আবু দাউদ ও নাসায়ী আর তিরমিযীর হাদীস মতে– রাসূলে পাক (সা.) উম্মতকেও যিয়ারত করার জন্য হুকুম করেছেন। তাই কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব এবং সওয়াবের কাজ।
- কবর জিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, অন্তর নরম হয় এবং গোনাহের চিন্তা হৃদয় থেকে দূর হয়। দুনিয়ার প্রতি মায়া মুহব্বত কমে গিয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়।
- মৃত ব্যক্তি সমুদ্রের পানিতে ডুবা লোকদের মতো মুক্তি কামনা করে। আর যারা জান্নাতবাসী হয় তারা আরো অধিক মর্যাদা লাভের কামনা করে; যিয়ারতকারীগণ তাদের জন্য দু'আ করলে তাদের বড় উপকার হয়। সেজন্য তারা যিয়ারতকারীদের অপেক্ষা করে। এমতাবস্থায় জীবিত লোকদের জন্য আর বিশেষত পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের যিয়ারত করা এবং তাদের মাগফিরাত ও কল্যাণ কামনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত উদ্দেশ্যই হচ্ছে যিয়ারতের মূল এবং অন্যতম উদ্দেশ্য।

কবর যিয়ারতের কয়েকটি ফায়দা

১) কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং অন্তর নরম হয়।
২) কবর যিয়ারত করলে গোনাহের চিন্তা হৃদয় থেকে দূর হয়।
৩) কবর যিয়ারত করলে অন্তরের আসক্তি দুনিয়ার প্রতি কমে যায় এবং আখেরাতের প্রতি ধাবিত হয়।
৪) কবর যিয়ারত করলে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়।
৫) কবর যিয়ারত করলে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা ও দু'আ করার সুযোগ হয়।

৬) প্রতি শুক্রবারে মা-বাবা উভয়ের বা যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করলে সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় (মা-বাবাসহ)। তার নাম আমল নামায় নেককারদের তালিকায় লেখা হয়।

মহিলাদের যিয়ারতের বিধান

- যুবতী মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করতে যাওয়া উচিত নয়। আর বৃদ্ধ মহিলা যদি কান্নাকাটি এবং চিৎকার ইত্যাদি না করে শুধু বুজুর্গানে দীনের কবর যিয়ারত করে বরকত হাসেল করার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাদের জন্য মানা নেই। অন্যথায় তাদের জন্যও ঠিক হবে না।
- যদি কোন মহিলা চাই যুবতী হোক চাই বৃদ্ধা হোক স্বামীর সাথে অথবা মাহরামের সঙ্গে কোথাও সফরে যায়, আর পথিমধ্যে কোন কবরস্থান বা কোন বুযুর্গের কবর পাওয়া যায় আর সে হায়েয, নেফাস ওয়ালী না হয় এবং চিৎকার ও কান্নাকাটি না করে এবং পর্দার সাথে হয় উক্ত অবস্থায় তার জন্যও কবর যিয়ারত করা জায়েয। কেননা আল্লামা আইনীর শরহে বুখারী উমদাতুল কারীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) প্রত্যেক শুক্রবার তার দাদা হযরত হামযা (রা.)-এর কবর যিয়ারত করতে যেতেন, যিনি হবেন জান্নাতের যুবতী মহিলাদের সরদার।
- হযরত আয়েশা (রা.) যিনি রাসূলুল্লাহ-এর পত্নী, তার ভাই আব্দুর রহমানের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। তাই বলে ওরশ নামের কবর পুজায় যাওয়া যাবে না এবং মাজারে মাজারে ঘুরা ফেরা করা যাবে না– এ ধরণের নারীদের সম্পর্কেই নবী করীম (সা.) বলেন–

لعن الله زائرات القبور

অর্থ : কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নত এবং অভিশাপ।

- কবর বা মাজারে ফুল দেয়া, বিদআত আর, সেজদা করা হারাম।

নবম অধ্যায়

কারো মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে উপস্থিত ব্যক্তিদের করণীয়?

উপস্থিত ব্যক্তিদের করণীয় হচ্ছে প্রথমে মৃত্যুর আলামতগুলো প্রত্যক্ষ করা।

- যখন মৃত্যুর আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে করে তাকে ডান কাতে কেবলামুখী করে শুইয়ে দিবে। কেননা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন তাবে তাবেঈন এবং বুযুর্গানে দ্বীন থেকে এ জাতীয় অসীয়ত ও আমলের প্রমাণ রয়েছে।
- যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে শোয়াতে গেলে মুমূর্ষু ব্যক্তির কষ্ট অনুভূত হয়। তাহলে স্বাভাবিক ভাবে চিৎ করে করে শুইয়ে দেবে। আর তাতে যদি কষ্ট হয় তাহলে স্বীয় অবস্থার উপরই রেখে দিবে। অতঃপর তাকে কালিমার তালকীন দিবে।

মৃত্যুর আলামত

- শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে খুব দ্রুত বইতে শুরু করা।
- পায়ের শক্তি চলে যাওয়া এবং শীতল হয়ে যাওয়া, পায়ের জোড়া ঢিলা হয়ে যাওয়া, পাদ্বয় কোনো ভাবেই খাড়া না হওয়া।
- নাকের ডগা হেলে যাওয়া অর্থাৎ বাকা হয়ে যাওয়া।
- কান পট্টি বসে যাওয়া অর্থাৎ কানের পার্শ্বদেশ নিচে চলে যাওয়া।
- গর্দান শিথিল হয়ে আসা অর্থাৎ ঘাড়ের স্বাভাবিক অবস্থা না থাকা, গর্দান ছেড়ে দেয়া।
- চেহারার ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে আসা।
- মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি যদি অনুভব করতে পারে যে, সে মৃত্যুর অতি কাছাকাছি সময়ে এসে উপনীত হয়েছে, আর এ সময়ও তার অনুভূতি শক্তি বাকী থাকে তাহলে শায়িত ব্যক্তি নিম্নের দুআটি পাঠ করবে।

اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرقيق الاعلى

- অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম কর এবং শ্রেষ্ঠতম সাথীর সাথে মিলিত করে দাও।
- অতঃপর لا اله الا الله উক্ত কালিমা বেশি বেশি পাঠ করবে।
- তারপর নিম্নের দু'আ পাঠ করবে।

اللهم اعنى على غمرات الموت وسكرات الموت

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যুর কঠিন অবস্থায় এবং মৃত্যুর অসহনীয় অবস্থায় সাহায্য কর।

- হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুর সময় উক্ত দু'আগুলো পাঠ করেছিলেন।

কালিমার তালকীনের নিয়ম

- অন্তিম শয্যায় শায়িত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যাওয়ার পূর্বে, যে সব লোক তার নিকটে উপস্থিত থাকবে। তারা কালমায়ে তায়্যিবাহ এবং কালিমায়ে শাহাদাত আওয়াজ করে বারবার পাঠ করবে। যাতে তাদের আওয়াজ শুনে সেও কালিমা পড়ে নিতে পারে। এটা উপস্থিত লোকদের উপর মুস্তাহাব।
- তবে খেয়াল রাখা উচিত। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি বা কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করা না হয় এবং তাকে কালিমা পাঠ করার নির্দেশ দেয়াও উচিত নয়।
- একবার কালিমা পাঠ করে নিলেই চলবে। দ্বিতীয়বার বলার জন্য উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ একবার কালিমা পাঠ করার পর যদি দুনিয়াবী কোন কথা বলতে থাকে, তাহলে আবার পাশের লোকজন অল্প আওয়াজে কালিমা পাঠ করতে থাকবে।
- কালিমার তালকীনের উদ্দেশ্যে হলো- যাতে তার জীবনের শেষ কথা কালিমা হয়।
- বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হতে থাকা

জরুরী নয়। তবে উপস্থিত লোকজন কালিমা ও দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পাঠ করতে থাকবে।

- তার মুখ দিয়ে কালিমা বের করানোর চেষ্টা করবে না। এমনকি সে যদি আওয়াজের সাথে একবারও না পড়তে শোনা যায় তবুও তাকে বাধ্য করবে না এবং তার প্রতি কোন খারাপ ধারণাও করবে না; বরং মনে করে নিবে সে দিলে দিলে অথবা আস্তে আস্তে পড়ে নিয়েছে।
- কেননা ঐ মুহূর্তিটি অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক। তাই এহেন মুহূর্তে তাকে জোরজবরদস্তি করতে গেলে মৃত্যু যন্ত্রণা ও কালিমা পাঠ করার উপর্যুপুরি চাপে অতিষ্ট হয়ে মুখ থেকে কি বের হয়ে আসে তা বলা যায় না। এমনও হাতে পারে যে, সে অত্যধিক চাপে বিরক্ত হয়ে কালিমা পাঠ করতে অস্বীকার করে বসবে।
- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যার সর্ব শেষ কথা কালিমায়ে তায়্যিবাহ হবে সে জান্নাতি।
- উক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে জীবনভর যতই পাপ অন্যায় করুক না কেন, মৃত্যুর সময় কালিমা মুখ দিয়ে বের হলেই সে জান্নাতি হয়ে যাবে। আর জীবনভর নেক আমল করে মৃত্যুর সময় কালিমা মুখ থেকে বের না হলেই সে জাহান্নামী হয়ে যাবে; বরং উক্ত হাদীসের অর্থ হচ্ছে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা। কেননা কালিমা মুখে উচ্চারণ করা আর ঈমান নিয়ে যাওয়া এক কথা নয়। তাহলে তো বহু অমুসলমানরাই মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ে জান্নাতী হয়ে যাবে। অথচ এ সময়ই তাওবা বা কালিমা ঈমান ইত্যাদি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কালিমার তালকীনের অর্থ হচ্ছে তার শেষ কথা যেন কালিমা হয় বা আল্লাহর নাম হয়। কেউ যদি মনে করে যে কালিমা পাঠ না করে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতিই হবে না, এটা চরম ভুল হবে। কেননা একজন মানুষ সারা জীবন নেক কাজ করে গেছেন, সে তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়েছেন, তার এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা হয়নি, কিন্তু ঘুমের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা হার্টফেল করে ইন্তিকাল করেছেন বা তাকে ঘুমের মধ্যে কেউ হত্যা করে ফেলেছে অথবা দুশমনেরা গলায় ফাঁস লাগিয়ে বা অন্যায়ভাবে

মেরে ফেলেছে। সে তো কালিমা পাঠ করার সুযোগই পেলনা তাহলে কি সে জান্নাতে যাবে না?

- অপরদিকে আরেক ব্যক্তি জীবনভর পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। যেমন : সুদ, ঘুষ, জিনা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবী, হত্যা-ধর্ষণ করে জীবন কাটিয়েছে আর মুমূর্ষু অবস্থায় সবার আওয়াজের সাথে তাল মিলিয়ে কালিমা পাঠ করে নিয়েছি। তাই জান্নাতি হয়ে যাবে? এমন কালিমা তো ফেরাউনও নীল নদে ডুবে যাবার সময় পাঠ করেছিল।
- মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ না করুন যদি অন্তিম শয্যায় প্রাণ বের হওয়ার মুহূর্তে মূমুর্ষু ব্যক্তির মুখ দিয়ে কোন কুফরী কথা বা অশ্লীল কোন উক্তি বের হয়ে যায়। তাহলে সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং এ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করবে না এবং খারাপ মন্তব্যও করবে না।
- মনে করবে মৃত্যু যন্ত্রণা সইতে না পেরে অস্থির বা বেহুঁশ হয়ে হয়ত এসব বলেছে। আর বেহুঁশ ও জ্ঞান হারা অবস্থায় যা কিছু বলে শরীয়তের বিধানে তা মার্জনীয় ও ক্ষমার যোগ্য। তাই তার মাগফিরাতের জন্য বেশি বেশি দু'আ করতে থাকবে।
- মৃত্যুর মুহূর্তটি অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। তাই সূরায়ে ইয়াছিন পাঠ করলে যেমনিভাবে দুনিয়াবী বালা মুসীবত দূর হয়, তেমনি মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরায়ে ইয়াছিন তেলাওয়াত করলেও মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয় বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। তাই মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বসে সূরায়ে ইয়াছিন তেলাওয়াত করা যেতে পারে। সূরায়ে রা'দের কথাও উল্লেখ আছে। তাই মৃত্যু ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ যদি তা পড়তে না পারে, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়ালেও হবে।
- এমনিভাবে নেককার পরহেযগার, নিকটাত্মীয় স্বজনদেরকে পাশে বসান ভাল।
- সম্ভব হলে সুগন্ধিময় কোন বস্তু পাশে রাখা ভাল। যেন এসবের বরকতে তার শেষ নিঃশ্বাসটি ভাল হবার সম্ভাবনা থাকে।
- **জেনে রাখা ভাল :** ঋতুবর্তী অর্থাৎ হায়েয নেফাসগ্রস্থ মহিলা এবং যার উপর গোসল ফরয এমন ব্যক্তিকে পার্শ্বে বসাতে কোন অসুবিধা নেই,

তবে তারা সুরায়ে ইয়াছিন বা কুরআন তেলাওয়াত করবে না। কালিমার তালকীন করতে পারবে।

- **কালিমায়ে তায়্যিবাহ তালকীন** لا اله الا الله محمد رسول الله অথবা لا اله الا الله বা কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله -
- মূমূর্ষু ব্যক্তির সামনে এমন আলোচনা নিষেধ যাতে তার অন্তর দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। কেননা, এ মুহূর্তটি তো দুনিয়া হতে চিরবিদায় গ্রহণ এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবার। সুতরাং তার সামনে এমন কথা বলা বা এমন কাজই করা উচিত, যাতে তার অন্তর আল্লাহর দিকে রুজু হয়।
- মূমূর্ষু ব্যক্তির সামনে তার সংসার ধর্মের আলোচনা, ছেলে-মেয়ে কোন আত্মীয়-স্বজনকে উপস্থিত করা অথবা এমন কাউকে উপস্থিত করা যার প্রতি তার অধিক মহাব্বত ছিল বা অন্য কোন বস্তু উপস্থিত করা এটা অত্যন্ত দূষণীয়।
- কোথাও কোথাও দেখা যায় মূমূর্ষু ব্যক্তির এহেন করুণ অবস্থায় স্ত্রী কন্যা ও ভাই বোন এবং পরিজন তার নিকট ভিড় জমিয়ে বলতে থাকে, আমাকে কি দিয়ে যাবেন? অমুককে কি দিয়ে যাবেন? ইত্যাদি এ অর্ধজ্ঞান হারা অবস্থায় এসব চিন্তা করতে করতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হওয়ার কথা ভাবার সুযোগও পায় না। ফলে নশ্বর দুনিয়ার চিন্তা নিয়েই তার চির বিদায় নিতে হয়। সুতরাং এরূপ করা আদৌ সমীচীন নয়।
- অনেক পরিবারে দেখা যায় মৃত্যুর মুহূর্তে উচ্চ স্বরে কান্না-কাটি, চিল্লা চিল্লি থেকে শুরু করে কাপড় ছেড়া, চুল ছেঁড়া, কপালে থাপ্পর মারা, মাটিতে গড়া গড়ি করা, আর হায়, হুতাশের জঘন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। মুমূর্ষু কালে পরিবার-পরিজনের এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয় বিধায় কালিমা পাঠ করার সুযোগটুকুও হারিয়ে ফেলে এবং কালিমা পাঠ করা ছাড়াই মৃত্যু বরণ করে। এ পরিস্থিতিতে না

তালকীনের সুযোগ হয়, না সুরায়ে ইয়াছিন তেলাওয়াত করা যায়, ফলে মৃত ব্যক্তি এ সকল বরকত হতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এ মুহূর্তে এ ধরণের কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিত।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর আমল

- যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। সাথে সাথে উপস্থিত সকলে এবং যারাই খবর শুনবে তারা সবাই পাঠ করবে–

انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنى فى مصيبتى اخلف خيرمنها.

- অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার বিপদের সময় প্রতিদান দাও এবং পরিণামে আমায় উত্তম বিনিময় প্রদান কর।
- তারপর তার হাত পা সোজা না থাকলে সোজা করে দিবে।
- মৃত ব্যক্তির মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দিবে।
- অর্থাৎ মুখ যাতে হা করে না থাকে, সে জন্য রুমাল বা কোন কাপড় দ্বারা মাথা এবং থুতনির নিচে পেঁচ দিয়ে বেঁধে দিবে।
- এমনিভাবে পাগুলো যেন ফাঁক হতে না পারে সে জন্য সোজাভাবে দুই পা একত্রিত করে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কোন কিছু দ্বারা বেঁধে দিবে।
- একখানা বড় চাদর দ্বারা পূর্ণ শরীরটি ঢেকে রাখবে।
- লাশ মাটিতে না রেখে কোন খাট বা চৌকিতে শোয়ায়ে রাখবে।
- ভারী কোন বস্তু দ্বারা পেটের উপর চাপ দিয়ে রাখবে। যেমন লোহা বা কাঁচ, কেননা কাঁচ পেটকে ফুলে উঠা থেকে বিরত রাখে। আর যদি তা পাওয়া না যায় তাহলে কোন ভারী বস্তু দ্বারা পেটের উপর চাপ দিয়ে রাখবে।
- সম্ভব হলে পাক পবিত্র কাপড় পরাবে। যদি পাক-পবিত্র কাপড় পরিধানে থাকে, তাহলে আর কাপড় পাল্টানোর প্রয়োজন নেই।
- চোখ বন্ধ করার সময় নিম্নের দু'আ পাঠ করবে; এটা মুস্তাহাব।

بسم الله وعلى ملة رسول الله

- অতঃপর প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিবে যেন তারা জানাযায় এসে শরীক হয়ে তার জন্য দু'আ করে নিজ নিজ হক আদায় করতে পারে।
- মৃত ব্যক্তির পার্শ্বে সুগন্ধী বা আগরবাতি জ্বালাবে বা কোন সুগন্ধি ছিটাবে, তবে রমযান মাস হলে দিনের বেলা আগরবাতি বা ধোয়া জাতীয় কিছু জ্বালাবে না। কারণ এতে রোযার সমস্যা হবে। আতর বা অন্য কোন সুগন্ধি ছিটানো যেতে পারে।
- কোন ঋণ থাকলে খোঁজ-খবর নিয়ে দাফনের পূর্বেই তা পরিশোধ করার চেষ্টা করে তাকে ঋণ মুক্ত করবে। তখন যদি সম্ভব না হয় পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে দিবে।

গোসল ও কাফন দাফনে তাড়াতাড়ির হুকুম

- মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব।
- তবে কোন ব্যক্তি যদি আচমকা মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার কবর খনন ও কাফনের কাপড় ব্যবস্থা করতে একটু দেরী করবে, যেন তার মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান

- রূহ থাকা অবস্থায় তার পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।
- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার পার্শ্বে বসে উচ্চ আওয়াজে কুরআন শরীফ পাঠ করা মাকরূহে তাহরিমী।
- তবে লাশ যদি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাহলে তার পাশে বসে আস্তে আওয়াজে তেলাওয়াত করা জায়েয আছে।
- দূরে বসে সর্বাবস্থায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা জায়েয। চাই গোসল দেয়া হোক বা নাই হোক।
- গোসল দেওয়ার পর নিকটে বসে উচ্চ আওয়াজে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মাকরূহ নয়।
- তাই লম্বা সফরে লাশ একদেশ থেকে অন্যদেশে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, বিমানে, গাড়ীতে, নৌকায় বা জাহাজে স্থানান্তর করার

প্রয়োজন হলে গোসলের কাজ সমাধা করে উঠানো ভাল। যেন সহযাত্রীগণ বসে বসে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারে। আর যদি গোসল করানো সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে মুর্দাকে চাদর দিয়ে ঢেকে আস্তে আস্তে কুরআন তেলাওয়াত করবে।

- শুক্রবার দিন কেউ ইন্তেকাল করলে সম্ভব হলে জুমআর নামাযের পূর্বেই জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা উচিত। জানাযার নামাযে অধিক লোক সমাগমের উদ্দেশ্যে জুমআ পর্যন্ত বিলম্ব না করাই ভাল। তবে ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।

মৃতসংবাদ প্রচারের বিধান

- মৃত ব্যক্তি যদি আলেম, সাধক, নেককার কিংবা এমন কোন ভাল মানুষ হন যার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে মানুষ আগ্রহী, কেবল এমন ব্যক্তিরই জানাযার জন্য প্রচার করা চাই, যাতে জানাযায় অধিক লোক শরীক হয়ে বরকত লাভে ধন্য হয়। প্রয়োজনে বাজারে ও শহরে প্রচার করা যায়।
- মৃত ব্যক্তি যদি সাধারণ লোক হয় তবুও এলানের মাধ্যমে সংবাদ জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। যাতে করে তার আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী নামাযে শরীক হয়ে তাদের হক আদায় করতে পারে। মাইকের মাধ্যমে হাটে বাজারে এ ধরনের ঘোষণা করাতে কোন অসুবিধা নেই।
- মৃত্যু সংবাদ প্রচার করাতে কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) জাফর বিন আবি তালিব, যায়েদ বিন হারিছা, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. এবং হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশির মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

- আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় হযরত তালহা রা. এর মৃত্যুর ঘটনা থেকে ও মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করার সমর্থন পাওয়া যায়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃত্যুর সংবাদ দ্রুত প্রচার করার ব্যবস্থা করবে। যাতে লোকজন জানাযায় শরীক হয়ে বরকত লাভে ধন্য হয়। প্রয়োজনে বাজারে ও শহরে প্রচার করা যায়। তবে অধিক লোক সমাগম হওয়ার আশায় জানাযা নামায বিলম্ব করা ঠিক নয়।

- মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার সময় মৃত্যু ব্যক্তির বড়ত্ব এবং বংশীয় গুণাবলী এমনভাবে প্রচার করা উচিত নয়, যার দ্বারা অহমিকা ও বড়ত্ব প্রকাশ পায়। শুধু তার ঠিকানা ও উপাধি থাকলে উপাধি বলবে। যা দ্বারা লোকজন তাকে চিনে নিতে পারে।
- জাহেলী যুগে কেউ মৃত্যু বরণ করলে তার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও বংশীয় গুণাবলী প্রচার করার প্রথা ছিল বিধায়, হযরত হুজাইফা রা. এবং আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম এ ভয়ে তাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার না করার অসীয়ত করেছিলেন। এজন্য এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।
- আধুনিক সংবাদ প্রবাহ, মাইক, রেডিও, মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদিতে মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করায় বাধা নেই। তবে অধিক লোকজন জমায়েত করার উদ্দেশ্যে জানাযা দেরী করা উচিত নয়।

কান্নাকাটির বিধান

- কারো ইন্তেকালের দরুন পরিবারবর্গ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ বিচ্ছেদের কারণে চোখ থেকে পানি ঝরলে কোন ক্ষতি নেই; বরং এ ধরণের চোখের পানিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) রহমত বলে আখ্যা দিয়েছেন।
- বিচ্ছেদ বেদনায় আস্তে আস্তে কান্না করলে কোন অসুবিধা নেই। তবে চিৎকার করা, চিল্লা-ফাল্লা করা, কাপড় ছিঁড়া ও মাটিতে গড়াগড়ি করা, কপালে, গালে ও পিঠে হাত মারা, আঘাত করা, হাউ মাউ করে গলা ফাটানো, চুল ছেঁড়া, আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা ইত্যাদি আচরণকে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। এরূপ বিলাপ করে ক্রন্দনকারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিসম্পাত করেছেন।
- চিল্লাফাল্লা করে ক্রন্দন করার দ্বারা একে তো মহিলাদের পর্দা নষ্ট হয় দ্বিতীয় এর দ্বারা আত্মা কষ্ট পায়। এতে মৃত ব্যক্তি বিরক্ত বোধ করে, কারণ তার লাশ বাড়ীতে থাকা অবস্থায় সে কথা বলতে না পারলেও সে পাশের লোকজনের সব কথাবার্তা শুনে।

মৃত ব্যক্তিকে চুমো দেয়ার বিধান

- কোন আল্লাহওয়ালা, বুজুর্গ, দ্বীনদার, পরহেযগার ও সম্মানি ব্যক্তির ইন্তেকালের পর তাকে মুহাব্বত ও বরকত স্বরূপ চুমো দেয়া জায়েয আছে, তবে জরুরী নয়।
- হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা. এর ইন্তেকালের পর তাকে চুমো দিয়েছেন এবং কেঁদেছেন। ফলে তার চোখের অশ্রু উসমানের চেহারায় পড়েছিল। (মিশকাত ১৪১)
- হযরত আবু বকর রা. ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর তাকে চুমো দিয়েছেন। তবে পুরুষ লোক গায়রে মাহরাম মহিলাকে এবং মহিলা গায়রে মাহরাম পুরুষকে চুমো দিতে পারবে না।
- স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে মৃত্যুর পর চুমো দিতে পারবে না।

মৃত ব্যক্তির মুখ দেখানোর বিধান

- কোন কোন এলাকায় মুর্দারের চেহারা দেখা ও দেখানোকে সাওয়াব মনে করা হয়। অথচ শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। মুখ দেখার মাঝে সাওয়াব আছে মনে করাটাও বিদআত। সাওয়াব মনে না করে, এমনি দেখাতে কোন অসুবিধা নেই।
- মুখ দেখানোর প্রথাটি শরীয়তে এজন্য উৎসাহ প্রদান করেনি, কেননা মৃত্যু ব্যক্তি যদি কোন প্রসিদ্ধ লোক হয় তাহলে তার মুখ দেখাতে বহু সময় লেগে যাবে। অথচ দাফনে দেরী করা জায়েয নেই। এটা এ হেকমত ও হুকুমের পরিপন্থি।
- কোন কোন এলাকায় পুরুষ লোক ইন্তেকাল করলে নারী-পুরুষ, মাহরাম, গাইরে মাহরাম, সবাই দলে দলে মুর্দারের মুখ দেখতে শুরু করে। আবার কোন মহিলা ইন্তেকাল করলেও মাহরাম গায়রে মাহরাম সবাই মুখ দেখে থাকে, অথচ গায়রে মাহরাম মহিলাগণ বেগানা জীবিত পুরুষকে দেখা যেমন জায়েয নেই তেমনি ভাবে বেগানা মুর্দাকেও দেখা জায়েয নেই। ঠিক পুরুষের ক্ষেত্রেও একই মাসআলা তারা বেগানা নারীকে দেখবে না।

মহিলাগণ যাদেরকে দেখতে পারবে এবং যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন চিরতরে হারাম

১. নিজ পিতা ২. নিজ পুত্র ৩. আপন ভাই ৪. সৎ ভাই ৫. নিজ দাদা ৬. নিজ নানা ৭. আপন চাচা ৮. আপন মামা ৯. আপন ভাতিজা ১০. আপন ভাগিনা ১০. দুধ ভাই ১২. নিজ ছেলের পুত্র (নাতি) ১৩. নিজ কন্যার পুত্র (নাতি) ১৪. দুধ মায়ের স্বামী ১৫. সৎ পুত্র অর্থাৎ সতীনের ছেলে ১৬. দুগ্ধ পালিত পুত্র ১৭. দুগ্ধ পালিত কন্যার পুত্র ১৮. শ্বশুর ১৯. নিজ মেয়ের জামাই ২০. দুগ্ধ পালিত কন্যার স্বামী।

- উল্লিখিত পুরুষগণের চেহারাও হাত পা মহিলাগণ দেখতে পারবে। ক্ষেত্র বিশেষ সতর ব্যতীত বাকী অঙ্গগুলোও দেখতে পারবে।
- **পুরুষের সতর :** একজন পুরুষ অপর পুরুষের নাভী হতে হাটু পর্যন্ত জায়গা দেখা হারাম।
- **মহিলাদের সতর :** একজন মহিলার জন্যও অপর মহিলার নাভী হইতে হাটু পর্যন্ত জায়গা দেখা হারাম। অতএব কোন মহিলা মুর্দাকে গোসল দেয়ার সময় তার নাভী হতে হাটু পর্যন্ত অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। বেগানা মৃত মহিলাকে দেখতে পারবে না।
- কোন মহিলা যদি পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় আর সাহায্য করার জন্য যদি কোন মহিলা না থাকে, সে ক্ষেত্রে পুরুষ তাকে ধরে উঠাতে পারবে, বরং এ মহিলাকে বাঁচানো ফরয। তেমনিভাবে কোন পুরুষ যদি পানিতে ডুবে বা আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় আর অন্য কোন পুরুষ পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে বাঁচানো ফরয।
- **মাহরামের সংজ্ঞা :** মাহরাম বলা হয় যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন চিরতরে হারাম এবং যাদের চেহারা দেখতে কোন নিষেধ নেই।

পুরুষগণ যাদেরকে দেখতে পারবে এবং যাদের সাথে বিবাহ হারাম

১. নিজ মাতা ২. নিজ কন্যা ৩. আপন বোন ৪. আপন ফুফু ৫. আপন খালা ৬. আপন ভাতিজী ৭. আপন ভাগিনী ৮. দাদী ৯. নানী ১০.

ছেলের মেয়ে (নাতনী) ১১. মেয়ের মেয়ে (নাতনী) ১২. শ্বাশুড়ী ১৩. সৎ মা ১৪. দুধ মেয়ে ১৫. দুধ মা ১৬. দুধ বোন ১৭. সৎ বোন ১৮. স্ত্রীর দাদী ১৯. স্ত্রীর নানী ১১. নিজ পুত্র বধূ ২০. স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যা, উল্লিখিত মহিলাগণের চেহারা হাত কব্জি পর্যন্ত। পা গোড়ালি পর্যন্ত দেখতে পারবে। ক্ষেত্র বিশেষ মাথা, গলা, পায়ের গোছা, হাতের বাহু ও অলঙ্কারাদি ব্যবহারের জায়গা দেখতে পারবে।

সামাজিক কু-প্রথা

- জীবিত অবস্থায় যাকে দেখা নাজায়েয মৃত্যুর পরও তাকে দেখা নাজায়েয। অথচ মৃত্যুর পর ঢালাও ভাবে মাহরাম, গাইরে মাহরাম সকলকেই লাশ দেখানো হয়। অথচ গাইরে মাহরামকে লাশ দেখানো জায়েয নেই।
- কোন কোন এলাকায় এমন প্রথাও প্রচলন রয়েছে, যদি কারো অপমৃত্যু বা অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, তখন কয়েক গ্রামের মহিলাগণ দল বেঁধে মুর্দাকে দেখতে আসে, এতে লাশের ওয়ারিশগণও কোন বাঁধা দেন না বরং তারা স্বেচ্ছায় দেখতে আরো আগ্রহী হন, এটা নাজায়েয ও সামাজিক কু-প্রথা।

পোস্ট মর্টেম-ময়না তদন্তের হুকুম

- পোস্ট মর্টেম বা ময়না তদন্ত বলা হয় কোন লোক আত্মহত্যা বা সংঘাতে মৃত্যুবরণ করলে অথবা তাকে হত্যা করা হলে তার দেহকে কাটাছেঁড়া করে ভিতর পরিদর্শন করা।
- একান্ত প্রয়োজনে পোস্ট মর্টেম বা ময়না তদন্ত করা জায়েয আছে যেমন– মামলা-মুকাদ্দমার যাচাইয়ের জন্য লাশ উঠিয়ে তদন্ত করা যে, কি কারণে মারা গেল, এমন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত পোস্ট মর্টেম জায়েয নেই। কেননা, এ ধরনের শরয়ী ওজর ছাড়া লাশ কাটাছেঁড়া করা লাশের সাথে অবমাননামূলক আচরণ করা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শরীয়তে মোটেই জায়েয নেই।

দশম অধ্যায়

অসিয়তের নিয়ম পদ্ধতি

- **অসিয়তের সংজ্ঞা অসিয়ত** (وصيت) শব্দটির উৎপত্তি আরবী وصى থেকে এর অর্থ হচ্ছে শেষ সংকল্প, অন্তিম বাণী, অসিয়ত, উপদেশ, পরামর্শ, সুপারিশ বা উইল করা ইত্যাদি।
- **এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে :** মৃত্যুর পূর্বে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে নিজ উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কোন করণীয় বা বর্জনীয় সম্পর্কে উপদেশ করা।

অসিয়ত লেখার গুরুত্ব ও ফজিলত

- বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) এরশাদ করেন– কোন মুসলমানের এ অধিকার নেই যে, তার প্রতি কোন অসিয়ত লেখা আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও সে দু'টি রাত এমনভাবে কাটাবে যখন তাঁর অসিয়ত নামা তার কাছে লিপিবদ্ধ নেই।
- এখানে অসিয়ত বিহীন দু'টি রাত কাটাতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর দু'টি রাত বলে অতি অল্প সময় বুঝানো উদ্দেশ্য।
- এ সম্পর্কে অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– যে ব্যক্তি অসিয়ত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। সে সঠিক পথে এবং সুন্নত তরীকায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো, আর সে তাকওয়া ও শাহাদতের উপর ইন্তিকাল করলো এবং সে মাগফিরাত প্রাপ্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হলো। (মিশকাত)
- নিজের উপর যদি আল্লাহ তা'আলার হক থাকে যেমন : কারো যিম্মায় নামায ক্বাযা থাকে, ফরজ/ওয়াজিব হজ্ব থাকে, ফরয/ওয়াজিব কোন সদকা থাকে অথবা তার হাতে যদি কোন বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকে– যা আদায় করা হয়নি অথবা এ জাতীয় আরো কিছু দায়িত্ব থাকে। তাহলে ওয়ারিশগণকে তা আদায় করার জন্য মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত

করে যাওয়া ওয়াজিব। এ অবস্থায় অসিয়ত নামা না লেখাটাও একটা স্বতন্ত্র গুনাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত অসিয়ত নামা না লিখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ গুনাহ হতেই থাকবে। আর যদি এ জাতীয় আবশ্যকীয় কোন বিষয় না থাকে, তাহলে কল্যাণ ও উপদেশমূলক অসিয়ত করে যাওয়া নফল বা মুস্তাহাব।

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর বর্ণনা দুই রাত্রের কথা এসেছে, আবার কোন কোন বর্ণনায় এক রাত্র। আবার কোন বর্ণনায় তিন রাত্রের কথা এসেছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, আসলে এখানে হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে অসিয়ত লেখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। অর্থাৎ বুঝানো উদ্দেশ্য যে, অসিয়তনামা লেখা ব্যতীত সামান্য সময়ও অতিবাহিত করা ঠিক নয়।
- তবে চিন্তা-ভাবনা করে সুষ্ঠুভাবে অসিয়তের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য উপরোক্ত সময়ের কথা বলা হয়েছে। যার সর্বশেষ সময় ৩ দিন। এ কারণেই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উক্ত বর্ণনা শোনার পর সেদিন থেকে একরাত্র অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমার নিকট অসিয়ত নামা লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। অসিয়ত নামা লিখে রাখার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে।
- হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর মাঝে এর যথার্থ ও পরিপূর্ণ আমল ছিল। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অসিয়ত নামা লিখে নিজের কাছে যেমন রাখতেন, তেমনি নিজের আপনজনের কাছেও তার কপি দিয়ে রাখতেন। কেননা জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষ মাত্রেরই বিভিন্ন লেনদেন, কাজ-কারবার, আচার-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে সম্পূর্ণ করে সমাপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ইন্তি কাল হয়ে যেতে পারে, কাজেই মৃত্যুর পরও অসমাপ্ত দায়ভারগুলো মুক্ত হওয়ার জন্য অসিয়ত নামা লিখে রাখা জরুরী।
- একবার অসিয়তনামা লেখার পর যদি আরো কোন বিষয়ে অসিয়ত করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আগের অসিয়ত নামার সাথে তা সংযোজন করে নিবে।

- নামায রোযা ও কারো পাওনা-দেনার ক্ষেত্রে যেমন অসিয়ত করার বিধান রয়েছে, তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, কি কি কাজ করবে, কি আমল করবে, তারও অসিয়ত করা আবশ্যক। যাতে তার মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনরা ভ্রান্ত পথে না চলে।
- কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা বর্তমানে অনেকেই বিষয়টি একেবারে ভুলার পথে। অতীব জরুরী এ বিষয়টি বাস্তবায়ন আমাদের অধিকাংশের মাঝেই নেই।
- অথচ সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যুগে যুগে প্রায় সকল বুযুর্গানে দীন মৃত্যুর প্রাক্কালে বিশেষভাবে অসিয়ত নসিহত করে গেছেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা.), বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, (রহ.), শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.), হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী এবং হযরত থানভী সহ অসংখ্য বুযুর্গানে দীনের অসিয়ত নামা ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে আছে। তাই অসিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এ অসিয়ত নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।
- অনেক হতভাগা সন্তান যারা পিতা-মাতার জীবদ্দশায়, তাদের হকসমূহ এবং তাদের আদেশ নিষেধের কোন পরওয়াই করতো না। তারাও পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তাঁদের অসিয়তকে পালন করা নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই অসিয়ত লিখে রাখা অবশ্য কর্তব্য। যাতে করে উত্তরাধিকারীগণ এর উপর আমল করতে পারে এবং অন্যদেরও আমল করাতে পারে।

নমূনা স্বরূপ একটি সংক্ষিপ্ত অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করা হলো

- তাফসীরে মাজহারীর লেখক আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.) তার সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের উদ্দেশ্যে অসিয়ত লেখেন :

১. আমার মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন-দাফন করার ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করবে।

২. আর ঐ কাপড়গুলো দিয়ে আমার কাফন পরাবে যেগুলো হযরত শায়েখ মিরযা মাজহার জানে জানা শহীদ (রহ.) উপহার দিয়েছেন।

৩. আমার জানাযার নামায বড় জামাতে বুজুর্গ ইমাম যেমন হাফেজ মুহাম্মদ আলী অথবা হাকীম শেকওয়াই অথবা পীর মুহাম্মদ প্রমুখের মাধ্যমে সমাধা করবে।

৪. আমার মৃত্যুর পর দুনিয়াবী প্রথা হিসেবে কোন অনুষ্ঠান যেমন পাঁচ দিনা, বিশ দিনা, ত্রিশ দিনা, চল্লিশ দিনা, ছয় মাসিক বা বাৎসরিক বা মৃত্যু দিবস জন্ম দিবস ইত্যাদি পালন করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন দিনের বেশি শোক পালন জায়েয রাখেন নাই এবং মহিলাদেরকে চিৎকার করে কান্নাকাটি করাকে নিষেধ করেছেন।

৫. কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দরূদ শরীফ ও কুরআন খতম বা ইস্তেগফার এবং হালাল মাল দ্বারা গোপনে সদকা করবে।

৬. আমার ইন্তেকালের পর আমার ঋণগুলো দ্রুত আদায় করে দেয়ার চেষ্টা করবে।

অন্য একজন বুজুর্গের অসিয়ত থেকে কিছু উল্লেখ করা হলো

১. তিনি লিখেন, আমার ইন্তেকালের পর ডায়েরীতে লিখিত যত দেনা আছে তা আমার মাল থেকে পরিশোধ করবে আর ডায়েরীতে লিখা যত পাওনা আছে তা পাওনাদারদের নিকট থেকে আদায় করবে। আর তারা যদি কিছু দিনের সুযোগ চায় সুযোগ দিবে। আর যে তারিখে দেয়ার কথা থাকে উক্ত তারিখের পর আনতে যাবে। আর ছোট-খাটো পাওনাগুলো সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিবে।

২. আমার দাফন নিশাপুর গোরস্থানে করবে।

৩. আমার মৃত্যুর পর যেখানে যে জমিজমা ও ধন-সম্পদ আছে তা শরীয়তের ফায়সালা অনুযায়ী ফরায়েজের মাধ্যমে বণ্টন করে নেবে।

৪. আমার জিম্মায় ৫০ ওয়াক্ত নামায কাযা রয়ে গেছে, এগুলোর কাফ্ফারা আদায় করে দিও।

৫. আমার জিম্মায় ১১টি ফরয রোযা রয়ে গেছে, এগুলোর ফিদইয়া আদায় করে দিবে।

এছাড়াও ব্যক্তি বিশেষ বিভিন্ন অসিয়ত লিখে রাখা যেতে পারে যেমন–

- হে আমার পুত্র আবদুল্লাহ, হে আমার কন্যা আমিনা, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার বন্ধু মাওলানা আ. রশীদের পরামর্শ মতে চলবে।
- সকল কাজ তোমার মায়ের সাথে পরামর্শ করে করবে।
- আমার কবর মাঝে মধ্যে যিয়ারত করবে আমার কবরের পাশে সূরায়ে ইয়াসিন এবং কুরআনের আরো কিছু অংশ তেলাওয়াত করবে।

মহিলাদের অসিয়ত নামা

- অসিয়ত নামা শুধুমাত্র পুরুষগণের জন্য নয়, মহিলাগণও লিখবে।
- মহিলাগণ তাদের বিভিন্ন পাওনা-দেনা ও নামায রোযা এবং হজ্জ যাকাত, কাযা নামাযের কথা লিখবে।
- মহিলা তার স্বামী, ছেলে মেয়ে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনকে লক্ষ্য করে লিখতে পারে।
- তাদের দিলের বিভিন্ন তামান্না ও উপদেশ নসীহতগুলো কোন ডায়েরীতে বা স্বতন্ত্র অসীয়ত নামা হিসেবেই লিখে রাখা যেতে পারে।

যে সকল অসিয়ত পালন করা আবশ্যক নয়

- যে পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পতি রয়েছে, যদি সবটুকু ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন হয়ে যায়। তাহলে দান-খয়রাত ইত্যাদির অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে।
- প্রচলিত ওরশ, প্রথাগত মিলাদ, কুলখানী, জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী, মাঝার তৈরী, কবরের উপর ঘর তৈরী, সিনেমা হল তৈরী এবং টাকার বিনিময়ে কুরআন খতম ইত্যাদি গোনাহের কাজের অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অসিয়তকারী এবং পালনকারী উভয়ই গোনাহগার হবে।
- যদি ওয়ারিশগণ দরিদ্র হয়, সম্পত্তি লাভের পরও ধনী হওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে অর্থ-সম্পদ দান-খয়রাতের অসিয়ত না করা মুস্তাহাব, কারণ যেহেতু ওয়ারিশগণ নিজেরাই গরীব। তাই তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন অধিক। তবে হককুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের জরুরী অসিয়ত অবশ্যই করবে, অন্যথায় গুনাহগার হবে।

হত্যাকারী ওয়ারিস হবে কি?

- যাকে হত্যা করা হয়, হত্যাকারী তার ওয়ারিস হতে পারে না। যেমন– পিতা অথবা সন্তান অন্যায়ভাবে একজন অন্যজনকে স্বজ্ঞানে হত্যা করে থাকলে, তারা একে অন্যের ওয়ারিস হিসেবে গণ্য হবে না তবে যদি পাগল এবং নাবালেগ হয় তাহলে ওয়ারিস হিসেবে গণ্য হবে।

সন্তানদের প্রতি আরো কিছু জরুরী অসিয়ত করে যাওয়া উচিত

- নিজ কন্যাদেরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা অথবা কম করে দেয়ার প্রবণতা সমাজে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে আছে; সুতরাং তাদের ন্যায্য পাওনা যা ওয়ারিশ হিসেবে পাবে, তা দেয়ার জন্য পরিবার ও ছেলে-সন্তানদের জন্য বিশেষভাবে অসিয়ত করে যাওয়া উচিত।
- পিতা-মাতার পক্ষ থেকে কন্যাদের পাওনা সম্পত্তি ভাই-ভ্রাতাগণ, বোনদেরকে কিছু দিয়ে অথবা না দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়, অথবা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, বোনেরা অন্তরে বেদনা এবং দুঃখ গোপন করে প্রকাশ্যে খুশী মনে স্বীয় অংশ ভাইদেরকে দান করে যায়। ভাল করে জেনে রাখা উচিত এতে বোনদের সম্পত্তি ভাইদের জন্য হালাল এবং বৈধ হয় না; বরং তাদের অংশ যথাযথ থেকেই যায়। এর জন্য হাশরের ময়দানে দায়ী হতে হবে।
- কেউ কেউ বলে থাকে যে, আমরা তো বোনদের অংশ দিতেই চেয়েছিলাম কিন্তু তারা গ্রহণ করে না, এখন আমরা কি করবো? আসলে বোনেরা অন্তরে অন্তরে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ভাইদের অসন্তুষ্টি এবং সামাজিক হিন্দু প্রথার দরুন বোনদের লজ্জা লাগে, এজন্য তারা মুখ বুঝে সয়ে যায়। এজন্য ভাইদের উচিত, বোনদের অংশ যে কোনভাবে তাদেরকে দিয়ে দেয়া এবং এটা আল্লাহর হুকুম।
- 'যদি বোনেরা তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করার পর প্রকৃত মনে কিছু হাদিয়া দিয়ে দেয় সেটা আলাদা বিষয়।
- এ জন্য পিতামাতার উচিত সন্তানদের প্রতি এ সকল। বিষয়ে অসিয়ত নামা লিখে যাওয়া।
- সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, অধীনস্ত লোকজন এবং ভক্ত বৃন্দদেরকে ধর্মীয় অনুশীলন এবং পাপাচারিতা বর্জন, সুন্নতের

অনসরণ এবং কুসংস্কার কুপ্রথা ও বিদআত বর্জন, এবং হক্কানী আলেম-ওলামা ও হক্কানী পীর-বুজুর্গদের সাহচর্য ও সংসর্গ ইত্যাদির ব্যাপারে অসিয়ত করা।

- তাছাড়া ও নিজ নিজ ধন-সম্পদ ও মাল-আসবার অনুপাতে এবং লাইব্রেরী থাকলে, দোকান পাট থাকলে, আলাদা আলাদা নিজ নিজ নেক চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী অসিয়ত নামা লিখে রাখা যাওয়া উচিত।

শহীদের বিবরণ

- শহীদ (شهيد) শব্দটির উৎপত্তি আরবী شهيد থেকে এর অর্থ হচ্ছে সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ হওয়া। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী।
- শহীদ দুই প্রকার ১. প্রকৃত শহীদ ২. শহীদের মর্যাদার অধিকারী (শহীদ)

প্রকৃত বা হাকীকী শহীদের শর্তসমূহ

- ইসলাম রক্ষার সংগ্রামে জেহাদের ময়দানে শত্রুর আঘাতে নিহত হওয়া।
- মুসলমান হওয়া।
- বালেগ হওয়া।
- সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হওয়া।
- আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর আহত ব্যক্তি কোন স্বাভাবিক জীবন ধারণের সুযোগ না পাওয়া। যথা : পানাহার, ঔষধ সেবন, চলাফেরা, বেচা-কেনা ইত্যাদি কিছুই করতে না পারা।

প্রকৃত শহীদের হুকুম

- তাকে গোসল দেয়া হবে না।
- শরীরের রক্তের দাগ ও পরিষ্কার করা হবে না।
- তবে শরীরে বা কাপড়ে রক্ত ব্যতীত অন্য কোন নাপাক বস্তু লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে।

- যদি সুন্নাত তরীকায় কাফনের কাপড়ের তুলনায় তার শরীরে কাপড় কম থাকে, তাহলে কমতি পূরণ করবে, আর বেশি হলে তা খুলে রেখে দিবে।
- কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বস্তু যথা-টুপি, জুতা-অস্ত্র লৌহবর্ম ইত্যাদি খুলে ফেলবে।
- চামড়ার কাপড় থাকলে তাও খুলে ফেলবে, তবে যদি চামড়ার পোশাক ব্যতীত আর কোন কাপড় না থাকে, তাহলে চামড়ার পোশাকেই দাফন করবে।

মযার্দার অধিকারী বা হুকমী শহীদের পরিচয়

- শহীদে হুকমী হচ্ছে। যারা প্রকৃত শহীদ নয়, কিন্তু রাসূলে কারীম (সা.) তাদেরকে আখেরাতের জীবনে শহীদের মর্যাদা লাভে সৌভাগ্যশীল বলে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

হুকমী শহীদ বা শহীদের মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের তালিকা

- নিজকে এবং নিজের পরিবারকে অত্যাচারী ও জালেমের জুলুম থেকে রক্ষার জন্য জালেমের হাতে মৃত্যুবরণকারী।
- কুরআনী শাসনে পরিচালিত রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী।
- অন্যায়ভাবে বন্দি হয়ে বন্দিখানায় মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী।
- কলেরায়, ডায়রিয়া, নিমুনিয়ায় ও জ্বরে মৃত্যুবরণকারী।
- পেটের রোগে, মৃগী রোগে বা অন্য কোন রোগে মৃত্যুবরণকারী।
- যানবাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী।
- অপরের বদনজরের দরুন মৃত্যুবরণকারী।
- বিষাক্ত প্রাণী যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদির কামড়ে মৃত্যুবরণকারী।
- হিংস্র প্রাণী বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদির আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণকারী।
- আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী।

- দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে বা ভূমিকম্পে ও বিল্ডিং ধসে মৃত্যুবরণকারী।
- ইলমে দ্বীন শিক্ষা দান ও শিক্ষাগ্রহণ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী।
- ধর্মীয় গবেষণা ও রচনায় রত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণকারী।
- সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মৃত্যুবরণকারী।
- ফিৎনার জামানায় সুন্নতের উপর অটল ও অবিচল থেকে মৃত্যুবরণকারী।
- গর্ভাবস্থায় বা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণকারী।
- এমন সচ্চরিত্রবান ও নেককার প্রেমিক, যে পবিত্র প্রেম ও ভালবাসাকে অন্তরে লুকিয়ে রেখে প্রেমের জ্বালা সইতে সইতে মৃত্যুবরণকারী।
- অযু অবস্থায় রাতে ঘুমে মৃত্যুবরণকারী।
- দৈনিক নিয়মিত সূরা ইয়াছিন পাঠ করে মৃত্যুবরণ করা। এ ধরনের শহীদগণের সংখ্যা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে প্রায় চল্লিশেরও অধিক উল্লেখ করা হয়েছে।

শহীদের মর্যাদার অধিকারী শহীদের হুকুম

- দুনিয়ায় তাদের উপর প্রকৃত শহীদগণের আহকাম কার্যকর হবে না।
- তাদের গোসল ও কাফন-দাফন যথা নিয়মে সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তিদের মতই করবে– শহীদদের মত নয়।

একাদশ অধ্যায়

মৃত্যুর প্রস্তুতি

- কোন লাশ কিংবা জানাযা প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের জন্য বড় একটি শিক্ষণীয় বিষয়। যারা আখেরাতের চিন্তা-চেতনায় গাফেল উদাসীন তাদেরকে এ জানাযা সতর্ক করে দেয়।
- কিন্তু আফসোস! আজ কাল মানুষের অন্তরগুলো এতো কঠিন হয়ে গেছে যে অসংখ্য জানাযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা বরং মনের কাঠিন্য দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, আমরা চিরকাল কেবল অন্যদেরই জানাযা দেখতে থাকবো, নিজেদেরও যে অতি শীঘ্রই কাফন পরিধান করতে হবে এবং জানাযার খাটলিতে শুতে হবে, এ ধ্যান-খেয়াল তেমন একটা পয়দা হয় না।
- অথচ মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আজকে যাদের জানাযা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, তারাও আমাদের মতোই ধ্যান-খেয়াল করতো। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত, যখনই কোন জানাযা দেখবে, তখন মনে করবে যে এটি আমারই জানাযা। একদিন আমার জানাযাও ঠিক এরূপই তৈরী হবে। আজ না হোক কাল। কাল না হয় পরশু আমার লাশ এভাবে খাটে বহন করে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা হবে।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

  اكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت –

  "তোমরা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ বিনাশকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।" অর্থাৎ- মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই তোমাদের অন্তরে মায়া-মোহ ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর হতে থাকবে এবং এভাবে অচিরেই মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত বিদূরিত হয়ে আখেরাত ও আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হবে।
- একবার হযরত আয়েশা (রাযি.) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাশরের দিন শহীদদের সঙ্গে আরও কোন লোক শাহাদতের ফযীলত

প্রাপ্ত হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রি বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে– সে-ও শহীদদের দলভুক্ত হবে।

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তির খুব প্রশংসা করা হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন : সে ব্যক্তি কি মৃত্যুর চিন্তা করে? লোকেরা বললো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– তাহলে সে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য নয়, যা তোমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলে।
- এক আনসারী (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সম্মানী ব্যক্তি কে?
  তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মানী ও সফলকাম।
- প্রিয় পাঠক! দুনিয়া থেকে পৃথক হওয়ার মাধ্যম যার 'মৃত্যু', পোশাক যার 'সাদা কাফন', যার শয়নস্থল 'মাটির বিছানা', যার শয়ন কক্ষ 'মাটির ঘর', কবর যার 'বাসস্থান', যার পরশী 'পোকামাকড়', কিয়ামতের মাঠে দণ্ডায়মান হতে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জান্নাত বা জাহান্নাম যার অবতরণ স্থল, তার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করা, অন্যকিছুর আলোচনা করা, অন্য কিছু নিয়ে মত্ত থাকা। অন্যকোন কিছুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা, অন্য কিছুতে ডুবে থাকা তার আদৌ সমীচীন নয়। তাই উচিত এই মৃত্যুর প্রতিই বেশি বেশি গুরুত্ব দেয়া এবং এর জন্য অপেক্ষায় থাকা। সবচেয়ে উত্তম হলো নিজেকে মৃত ও কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করা।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– "বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের মনের চাহিদাকে দমিয়ে রাখে, আর মৃত্যুর পরের অবস্থার জন্য আমল করে।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন আযরাঈলকে বললেন, তুমি পূর্বে সংবাদ দিয়ে এসো। হযরত আযরাঈল (আ.) বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমি মানুষকে কয়েকবার সতর্ক করে আসি এবং সংবাদ দেই কিন্তু মানুষ বুঝে না এবং তা উপলব্ধি করে না। যেমন–
  (ক) কোন মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া মৃত্যুর একটি পয়গাম।

(খ) কারো দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হওয়া মৃত্যুর একটি পয়গাম।

(গ) কারো যৌবন হারিয়ে যাওয়া মৃত্যুর একটি পয়গাম।

(ঘ) কারো অসুখ-বিসুখ হওয়া এগুলো সবই মৃত্যুর পয়গাম।

- রাসূল্লাহ (সা.) একবার ইস্তেঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে তায়াম্মুম করলেন, অথচ তিনি সমুদ্রের কিনারায় ছিলেন। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) নিকটেই সমুদ্র থাকতে কেন আপনি তায়াম্মুম করলেন? তিনি (সা.) বললেন আমি এজন্য তায়াম্মুম করছি যে, অজু করার জন্য সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো কি পারবো না তা আমার জানা নেই। হতে পারে এর পূর্বেই আমার মৃত্যু এসে যাবে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) এর ছিল এ অবস্থা।

- একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মৃত্যু সম্পর্কে কে কি ভাব? একজন বললেন হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন বিশ্বাস হয় না যে, আমি সন্ধ্যা দেখব। অন্য একজন বললেন, হে আল্লাহর হাবীব (সা.)। চার রাকাআত নামাযের নিয়ত করার পর আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমি তা পূর্ণ করতে পারবো। রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করলেন– আমার অবস্থা তো হল, নামায পড়ার সময় একদিকে সালাম ফিরানোর পর অপর দিকে সালাম ফিরাতে পারবো কিনা? এতটুকু ভরসাও আমার থাকে না।

- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে নসীহত করেছেন– পাঁচটি জিনিসের পূর্বে অন্য পাঁচটি জিনিসকে গনীমত বলে মনে করবে।

  ১. বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবন কালকে ২. রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে ৩. দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে ৪. কর্মব্যস্ততায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে অবসর সময়কে ৫. মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– দুইটি নিয়ামতের ক্ষেত্রে বহু মানুষই ধোঁকা খায়। একটি 'সুস্থতা' অপরটি 'অবসর সময়' অর্থাৎ এ দুইটি নিয়ামতকে গণীমত বলে মনে করে না। অথচ এ দুইটি হাত ছাড়া হয়ে যাবার পর এর মূল্য অনুধাবন করে।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন : মরণের পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আমল অব্যাহত থাকে।

  (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন এলেম যা দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়ে থাকে। (৩) নেক সন্তান যারা, মা-বাবার ইন্তেকালের পর দু'আ করে। (মুসলিম)

মৃত্যুচিন্তা যেভাবে করতে হয়

- মৃত্যুচিন্তা হৃদয়ে গাঁথার উপায় হচ্ছে কোন এক নির্জন সময়ে নিরিবিলি পরিবেশে একাগ্রতার সাথে বসে দুনিয়ার সমস্ত ধাঁধা অন্তর থেকে বের করে মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে।
- সর্বপ্রথম তোমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন থেকে যারা ইন্তেকাল করে কবরবাসী হয়ে গেছে তাদের কথা স্মরণ করবে।
- একজন একজন করে সকলের কথাই ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিপটে হাজির করবে, আর ভাববে তারা আজ কোথায় আছে? কোথায় তার ঠিকানা তার সাথে একদিন কত কথাই না বলতাম, হাসতাম, খেলতাম। একসাথে খানা খেতাম, তারা আমাকে কত আদর করেছে, তাদের সাথে কত জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, আজ তারা কোথায়? হায়! তারা কত বড় বড় আশাই না বুকে নিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছে। হায়! তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আজ সবকিছুই তো মাটিতে মিশে গেছে। হায়...। তাদের নাম পর্যন্ত কেউ মুখে আনতেছে না। তারা আজ কত মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে।
- অতঃপর একজন একজন করে সকলের কথাই ধ্যান করবে, ভাববে, তারা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে কত কথাই না বলতেন। অমুকের চেহারাটা কতইনা সুন্দর ছিল। অমুকের হাসিটা কতইনা ভাল লাগতো। এভাবে দাদী-নানী-খালা-ফুফু ভাই-বোন, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, উস্তাদ-পীর যারাই দুনিয়া থেকে চলে গেছে যাদের সাথে পরিচয় ছিল তাদের কথা খুব মনে করবে আর কাঁদবে। আর নিজের পাপের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

- এ সকল ধ্যান-খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা করার পূর্বে নির্জন কামরায় একটি নামাযের মুছল্লায় বসবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে।
- কখনো কখনো ঘুমানোর বিছানায় ঘুমের জন্য শুইতে শুইতে এ সকল কবরবাসী আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাববে ও আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে করে বলবে, হায় আল্লাহ! আমার মৃত্যুর পর আমার কি হবে? ওগো আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও– মাফ করে দাও। তারপর ইস্তেগফার পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে পরবে।

তাওবা কাকে বলে?

- তাওবা (توبه) এটি আরবী শব্দ। তার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অনুতাপ, অনুশোচনা, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন, সন্তাপ, পুনরায় পাপ কাজ না করার জন্য সংকল্প।
- **তার পারিভাষিক অর্থ :** কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তা বর্জন করা এবং ভবিষ্যতে এমন পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
- **চূড়ান্ত তাওবা কাকে বলে :** ভীত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে কৃতপাপ পূর্ণরূপে বর্জন করে ভবিষ্যতে পবিত্রতা রক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং তৎসঙ্গে পূর্বকৃত গুনাহের যথোচিত প্রতিকার করা এটাকেই চূড়ান্ত তাওবা বলে।
- আর সত্যিকারের তাওবা করে পাক-সাফ হবার সৌভাগ্য যার অর্জন হয়। সেই কেবল আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে যথাযথভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

তাওবার উপকারিতা

كل ابن ادم خطاء وخير الخطا ئين التوابون.

- "বনী আদম মাত্রই গুনাহগার; কিন্তু উত্তম গুনাহগার সে-ই, যে তাওবাকারী হয়।
- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, গুনাহ করার পর মুমিনের অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা

প্রার্থনার পর যদি কৃত পাপ পরিহার করে; তবে সেই দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যদি উত্তরোত্তর গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে, তবে সেই দাগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে তার অন্তর মোহর যুক্ত হয়ে যায়।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন–

التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

- "গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার মোটেই কোন গুনাহ নেই।
- আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

توبوا الى الله توبة نصوحا.

- "তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর– আন্তরিক তাওবা।
- মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কৃতকর্ম হতে তাওবা ও অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হলে ক্ষমার আশা করা যায় এবং লোভ-লালসা কাম-প্রবণতায় আক্রান্ত ব্যক্তির তাওবা সহজেই নসীব হতে পারে; কিন্তু অহংকার ও আত্মগৌরবের ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির তাওবা ও হিদায়াত সহজে নসীব হয় না। অতএব, তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে তাওবার অবস্থায় থাকো– তাওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু যেন তোমাকে গ্রাস করে না ফেলে।
- আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات

- "তিনি তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন।"

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

- "আল্লাহ তাদের (তাওবাকারীদের) গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।"

অর্থাৎ সে ব্যক্তির আন্তরিক তাওবা ও অনুতাপের বরকত ও কল্যাণে শিরকের স্থলে ঈমান, ব্যভিচারের স্থলে ক্ষমা, অবাধ্যতাও নাফরমানির স্থলে আনুগত্য এবং গুনাহ থেকে হেফাজতের উপহার দেন।

- হযরত মুআয (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে হাত ধরে এক মাইল পর্যন্ত চললেন–

  অতঃপর বললেন– হে মুআয! তোমায় আমি নসীহত করি : ১. আল্লাহকে ভয় কর, ২. সত্য বল, ৩. ওয়াদা পূরণ কর, ৪. আমানত রক্ষা কর, ৫. খিয়ানত পরিত্যাগ কর, ৬. এতীমের প্রতি রহম কর, ৭. প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, ৮. গোস্বা হজম কর, ৯. নম্র কথা বল, ১০. সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, ১১. ন্যায়পরায়ণ শাসকের অনুগত থাক, ১২. কুরআনের মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, ১৩. আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হও, ১৪. কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের ভয় কর, ১৫. পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা কম কর ও ১৬. সর্বদা নেক আমলে মশগুল থাক।

  হে মুআয! আমি তোমাকে আরও নসীহত করি, ১৭. কোন মুসলমানকে কটু বাক্য বলো না। ১৮. মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বলোনা, ১৯. ন্যায় পরায়ন শাসকের অবাধ্যতা করোনা, ২০. আল্লাহর জমিনে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করোনা।

  হে মুআয! তুমি যেখানেই থাকো না কেন, সেখানে বৃক্ষ তরুলতাই হোক আর জড় পদার্থই হোক তুমি সর্বত্র আল্লাহকে স্মরণ কর, গুনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবা কর। গোপন গুনাহের জন্য গোপন তাওবা আর প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্য তাওবা কর।

তাওবা করার নিয়ম

- যখন কোন গোনাহের কাজ তোমার দ্বারা হয়ে যায়, তখনই নির্জন স্থানে সেজদায় পড়ে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, কান্না আসলে কাঁদবে আর কান্না না আসলে কান্নার ভাব আনবে।
- যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তরিকভাবে তাওবা করে মুখে উচ্চারণ করা না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবা কার্যকর হয় না এবং তাওবার আসল উদ্দেশ্য ও সাধিত হয় না।

- অন্তরের তাওবার পর মুখের তাওবার স্তর। অর্থাৎ খারাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা হতে তওবা করে মুখকে সংযত রাখাই মুখের তাওবা। এজন্য প্রথমে দু'রাকাত নফল বা তাওবার নামায আদায় করত কেবলামুখী অবস্থায় কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর নিকট বলবে, হে পরওয়ারদেগারে আলম। খারাপ কথা বলা হতে এবং যে কথায় তুমি অসন্তুষ্ট হও এমন কিছু বলা হতে আমাকে, আমার জিহ্বাকে সংযত রাখ, পরনিন্দা হতে আমাকে বিরত রাখ।
- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– তোমরা যদি এত অধিক পরিমাণে গুনাহ কর, যার স্তূপ আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকে; কিন্তু পরক্ষণে যদি স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে আন্তরিকভাবে তাওবা কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিবেন।

তাওবা কবুলের অর্থ

- মানুষের আত্মা আয়নার মতো স্বচ্ছ। পাপ, ভোগবিলাস, কামনা-বাসনা প্রভৃতি আবর্জনা পড়েই আত্মার স্বচ্ছতা বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার যখনই মানুষের সুমতি হয় এবং অনুতাপের সাথে পাপ-পথ ছেড়ে সুপথ অবলম্বন করে তখন সাবান দ্বারা ধৌত করলে যেমন কাপড় পরিষ্কার হয়। তওবা দ্বারাও আত্মার সেই পূর্ব স্বচ্ছতা পুনরায় ফিরে আসে।
- রীতিমত সাবান মেখে কাপড় ধৌত করলে যেমন তা পরিষ্কার না হয়ে পারে না। তেমনি অনুতাপের সাবান দ্বারা আত্মাকে ধৌত করলে এটা ও স্বচ্ছ না হয়ে পারে না।

তাওবা কবুল হওয়ার আলামত

- তাওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা এ বিষয়ে যদিও পূর্ণ নিশ্চয়তায় কিছু বলা না যায় জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আলেম বলেছিলেন তাওবা কবুলের কিছু লক্ষণ আছে। যথা :
- তাওবা ও অনুতাপের পর বান্দা সর্বদা পাপমুক্ত থাকবে।
- অযথা আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকবে।
- অন্তঃকরণকে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হতে পবিত্র রাখবে।

- নিজেকে সর্বদা আল্লাহর সামনে উপস্থিত জ্ঞান করবে।
- সৎ ও বুযুর্গ লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করবে।
- অসৎ পরিবেশ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে।
- দুনিয়ার স্বল্প পরিমাণ সম্পদকে সে যথেষ্ট বরং অধিক জ্ঞান করবে; আর আখেরাতের জন্য কৃত প্রচুর আমল ও ইবাদতকে সামান্য ও অপ্রতুল মনে করবে।
- অন্তরকে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে মগ্ন রাখবে।
- জিহ্বাকে হিফাজত করবে।
- নিষ্ঠার সাথে সর্বদা চিন্তা মগ্ন ও ধ্যানমগ্ন থাকবে।
- অতীত জীবনের কৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করবে। তাওবা ও অনুতাপের পর যদি কেউ নিজের মধ্যে এসব আলামত ও নিদর্শন লক্ষ করে, তাহলে সে বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহর দরবারে তার তাওবা কবূল হয়েছে।
- আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক বুঝ দান করুন আমীন।

তওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না
ধারাবাহিকভাবে কিছু কবীরা গুনাহের বর্ণনা দেয়া হলো

- (১) শিরক করা (২) খুন করা (৩) যাদু-টোনা করা (৪) নামাযে অবহেলা করা (৫) যাকাত না দেয়া (৬) ওযর ব্যতীত রমযানের রোযা না রাখা (৭) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা (৮) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (৯) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা (১০) যিনা ব্যভিচার করা (১১) সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া (১২) সুদ দেয়া, সুদ নেয়া, সুদের দলীল লেখা (১৩) সুদের সাক্ষী হওয়া। (১৪) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (১৫) আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি মিথ্যাচার করা (১৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (১৭) শাসক কর্তৃক জনগণকে প্রতারণা ও যুলুম করা (১৮) অহংকার করা (১৯) মদ বা শরাব পান করা (২০) জুয়া-হাউজি (২১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া (২২) সতী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ দেয়া (২৩) গনীমতের মাল আত্মসাৎ

করা (২৪) চুরি করা (২৫) ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই করা (২৬) মিথ্যা কসম করা (২৭) জুলুম-অত্যাচার করা (২৭) চাঁদাবাজি করা (২৮) হারাম খাদ্য গ্রহণ করা (২৯) আত্মহত্যা করা (২৮) মিথ্যা কথা বলা (২৯) অন্যায়ভাবে বিচার করা (৩০) ঘুষ দেয়া, অবশ্য যেখানে ঘুষ না দিয়ে যালিমের যুলুম থেকে বাঁচা সম্ভব নয়, সেখানে ঘুষ দাতার গুনাহ হবে না; কিন্তু ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম (৩১) ঘুষ আদান-প্রদানে জড়িত হওয়া (৩২) পুরুষ মহিলার এবং মহিলা পুরুষের আকৃতি ধারণ করা (৩৩) পরিবারবর্গের অশ্লীল কাজকে প্রশ্রয় দেয়া (৩৪) তালাক প্রাপ্তা নারীকে হিলা করা অর্থাৎ পূর্বের স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে দেয়ার চুক্তিতে বিয়ে করা। (৩৫) প্রশ্রাবের ছিটা থেকে পবিত্র না হওয়া (৩৬) রিয়া বা লোক দেখানো এবাদত করা (৩৭) (আল্লাহর সন্তোষ অর্জন ছাড়া) শুধু দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করা এবং ইলমে দ্বীন গোপন করা (৩৮) আমানতের খেয়ানত করা (৩৯) দান করে খোটা দেয়া (৪০) তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস না করা (৪১) অন্যের গোপন কথা শ্রবণ করা (৪২) চোগলখুরী করা (৪৩) কোন মুমিনকে অভিসম্পাত করা (৪৪) ওয়াদা খেলাফ করা (৪৫) যাদুকর জ্যোতিষী ও গণকের কথা বিশ্বাস করা (৪৬) যে কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা এবং ঘরে টানিয়ে রাখা (৪৭) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার খর্ব করা (৪৮) বিলাপ আর্তনাদ করে ক্রন্দন করা (৪৯) বিদ্রোহ, দম্ভ ও অহঙ্কার প্রকাশ করা (৫০) দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী দুর্বল শ্রেণীর মানুষ এবং জীব-জন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা (৫১) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া (৫২) মুসলমানদের কষ্ট ও গালি দেয়া (৫৩) সৎ এবং খোদাভীরু লোকদের কষ্ট দেয়া (৫৪) টাখনুর নীচে পোশাক পরা (৫৫) পুরুষের স্বর্ণালংকার ও রেশম ব্যবহার করা (৫৬) মনিবের কাছ থেকে গোলামের পলায়ন করা (৫৭) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জন্তু যবাই করা (৫৮) নিজ পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতৃরূপে স্বীকৃতি দেয়া (৫৯) তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সত্যের বিরোধিতা করা (৬০) সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে ব্যবহার করতে না দেয়া (৬১) মাপে বা ওজনে কম দেয়া (৬২) আল্লাহর আযাব ও গযব সম্পর্কে উদাসীন হওয়া (৬৩) আল্লাহর

রহমত হতে নিরাশ হওয়া (৬৪) বিনা ওযরে জামাত ত্যাগ করা (৬৫) বিনা ওযরে জুমআ ও জামাত ত্যাগ করা। (৬৬) ক্ষতিকর বা ইসলাম বিরোধী অসীয়ত করা (৬৭) মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা (৬৮) ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা করা (৬৯) সাহাবী (রা.)দের কাউকে গালি দেয়া।

উল্লিখিত কবীরা গুনাহ ছাড়াও আরো অনেক কবিরা গুনাহ রয়েছে। যেগুলো উক্ত কবিরা গুনাহেরই শাখা-প্রশাখা। মাজালিসে আবরার নামক গ্রন্থে হযরত মাওলানা শাহ সাইয়্যিদ আবরারুল হক (রহ.) ৫০টি গুনাহের তালিকা দিয়েছেন সেখান থেকে কিছু উল্লেখ করা হলো- (১) গীবত করা (২) কাউকে অবজ্ঞা করে হাসা (৩) বিদ্রুপ করা (৪) কাউকে খারাপ নামে ডাকা (৫) কোন মুসলমানের ক্ষতি দেখে খুশী হওয়া (৬) অন্যের দোষ তালাশ করা (৭) লজ্জা দেয়া (৮) প্রয়োজনের সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা (৯) কারো মান-সম্মানে আঘাত করা (১০) ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রস্তদের সাধ্যমত সাহায্য না করা (১১) ছোটদের উপর রহম না করা (১২) বড়দের সম্মান না করা (১৩) দুনিয়াবী কারণে কারো সঙ্গে (তিন দিনের বেশী) কথা না বলা (১৪) অন্যের জমিতে নিজের বা উত্তরাধিকার দাবী করা (১৫) সুস্থ ও সবল হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষা করা (১৬) দাড়ী কামানো বা এক মুষ্টির কম কাটা (১৭) কাফির ফাসিকের পোশাক পরিধান করা (১৮) বিনা অনুমতিতে কারো মাল নেয়া।

- বিভিন্ন গুনাহ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'বেহেশতী জেওর' (১ম খণ্ড) এবং 'কবীরা গুনাহ' নামক বইটি দেখা যেতে পারে।

প্রমাণ পুঞ্জি

- আল কুরআন
- বুখারী শরীফ
- নাসায়ী শরীফ
- ইবনে মাজাহ
- তিরমিযী শরীফ

- মুসলিম শরীফ
- মিশকাত শরীফ
- ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-৬
- ফাতাওয়ায়ে শামী
- বাদায়ে উসসানায়ে
- আল বাহরুর রায়েক
- আহসানুল ফাতাওয়া
- আদ দুররুল মুখতার
- ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ
- ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া
- ইমদাদুল ফাতাওয়া
- আহকামে মাইয়্যেত
- ফাতহুল কাদীর
- হিদায়া
- ফিকহুল মুইয়াসসার
- মারাকিউল ফালাহ
- বেহেশতী জেওর
- জাদীদ ফেকহী মাসায়েল
- ফাতাওয়া ও মাসাইল
- ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া
- ইসলাহুর রুসুম
- সিরাজুছ ছালেহীন

সমাপ্ত

কাফন-দাফন ও গোসল-জানাযার পদ্ধতি



মুফতী হারুন রসূলাবাদী

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৯১৩৬৮০০১০,০১৭৬৫০০০২২৪, ৯৫৭১৫৬১

NAJMUL HAIDER SHAJ CREATION 01770540525